উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
JAL
৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 19 May 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 1

গর্বের

৪৮

আমরা গড়ে রোজ

১,৪৫,৮৭১*

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ছাপি
যা উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত বাকি সব
বাংলা-ইংরেজি-হিন্দি-নেপালি
সংবাদপত্রের মিলিত প্রচারসংখ্যার চেয়েও বেশি

সে কারণেই
বিজ্ঞাপন হোক বা খবর
প্রতিপক্ষেরও
প্রথম পছন্দ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এগিয়ে

আমাদের দাবি নয়, পাঠকের মত

অনলাইনে খবর পড়তে স্ক্যান করুন
www.uttarbangasambad.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

* As certified by Audit Bureau of Circulations (ABC) for July-December 2024.

অ-দূরদৃষ্টির চিকিৎসায় মায়োপিয়া মাস্টার

চলতি মাসের ২৩ থেকে ২৮ তারিখ বিশ্বজুড়ে উদযাপিত হতে চলেছে মায়োপিয়া সচেতনতা সপ্তাহ। মায়োপিয়া কী, এর চিকিৎসা কী এবং কীভাবে এর প্রতিরোধ করা যায়, জানালেন ডাঃ ভাওয়ালস মায়োপিয়া ক্লিনিকের সিনিয়ার আই সার্জন

ডাঃ অর্জুন সি ভাওয়াল

মায়োপিয়া কী

মায়োপিয়া বা অ-দূরদৃষ্টি একটি প্রতিসরণ ত্রুটি। এই ত্রুটির কারণে দূরের জিনিস ঝাপসা আর কাছের জিনিস স্পষ্ট দেখা যায়। চোখ অতি লম্বা কিংবা কর্নিয়া অতি বাঁকা হলে আলোর ফোকাস রেটিনার ওপরে না পড়ে সামনে পড়ে। এতে মায়োপিয়া হয়। মায়োপিয়া মৃদু, মাঝারি কিংবা তীব্র হতে পারে।

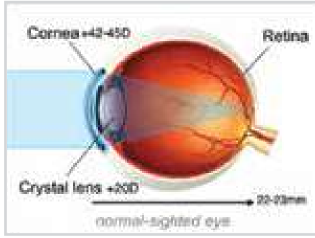

সাম্প্রতিক বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আমাদের জনসমাজের মধ্যে বিশেষ করে শিশু ও তরুণদের মধ্যে মায়োপিয়ার প্রকোপ বাড়ছে। ২০৫০ সাল নাগাদ শিশুদের মধ্যে ৫০ শতাংশ মায়োপিয়ায় আক্রান্ত হবে।

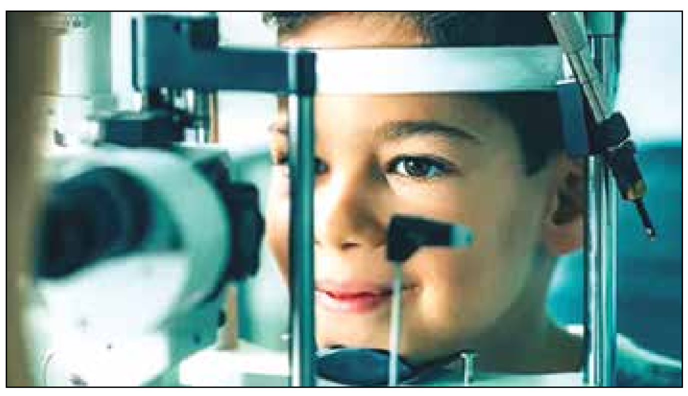

উপসর্গ

আপনার শিশুসন্তান যদি খুব কাছে বসে টিভি দেখতে চায়, টিভি দেখতে দেখতে চোখ কচলায়, ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা পড়তে না পারে তাহলে তার মায়োপিয়া হয়ে থাকতে পারে। এমন

হলে দেরি না করে রোগ নির্ণয়ে ও নিয়ন্ত্রণে চোখের ডাক্তারের কাছে যাওয়া আবশ্যক। জেনেটিক কারণ ছাড়াও, চোখ স্ক্রিনের কাছে নিয়ে দীর্ঘ সময় কাজ করলে, ঘরের বাইরে কাজকর্ম কমিয়ে দিলে, টিভি, কম্পিউটার, স্মার্টফোনের স্ক্রিনে বেশিক্ষণ চোখ রাখলে, পুষ্টির ঘাটতি হলে এবং অন্য কোনও রোগে ভুগলেও মায়োপিয়া হতে পারে।

মায়োপিয়া মাস্টার কী

এটি এমন একটি যন্ত্র বা ডিভাইস যা একাধারে কর্নিয়া থেকে লেন্স পর্যন্ত চোখের পাওয়ার সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করতে পারে, চোখের তারার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে পারে, প্রাক-মায়োপিয়া বা মায়োপিয়ার প্রাথমিক পর্যায় নির্ণয় করতে পারে এবং এই অবস্থার সঠিক মোকাবিলার যথার্থ পরিকল্পনা বলে দিতে পারে।

কাদের জন্য এই পরীক্ষা আবশ্যক

- যেসব শিশুর বাবা-মা অথবা বাবা কিংবা মা অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন তাদের জন্য প্রয়োজন।
- প্রাক-অদূরদৃষ্টি বা স্কুল মায়োপিয়ার সমস্যা রয়েছে কি না তা নির্ণয়ের জন্য ৫ বছর বয়সের সব শিশুর এই পরীক্ষা করানো উচিত।
- অদূরদৃষ্টির সমস্যায় আক্রান্তদের নিজেদের অবস্থার অগ্রগতি এবং ঝুঁকি জানার জন্য এই পরীক্ষা করা প্রয়োজন।
- সমস্যার বৃদ্ধি বিশ্লেষণ ও অগ্রগতি মনিটর করার জন্য সব অদূরদৃষ্টির সমস্যায় আক্রান্তদের এই পরীক্ষা করানো প্রয়োজন।
- অদূরদৃষ্টির সমস্যার বৃদ্ধি বা অগ্রগতি আটকানোর পথ রয়েছে, যেমন মায়োপিয়া নিয়ন্ত্রণে বিশেষ লেন্স, অর্থো-কে লেন্স, অ্যাট্রোপিন থেরাপি কিংবা জীবনশৈলী সংশোধন। কার জন্য কোনটা উপযোগী তা জানার জন্য অদূরদৃষ্টির সমস্যায় আক্রান্তদের সবার এই পরীক্ষা করানো জরুরি।

একা মায়োপিয়া মাস্টারই সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বা প্যারামিটার বিশ্লেষণ করে প্রমাণভিত্তিক মায়োপিয়া রিপোর্ট দেয় এবং সবচেয়ে উপযোগী চিকিৎসা সুপারিশ করে।

রোগ মোকাবিলায়

মায়োপিয়া মোকাবিলা মানে মায়োপিয়ার চিকিৎসা, সঙ্গে রোগটা যাতে বাড়তে না পারে তা ঠেকানো। এই রোগ নিয়ন্ত্রণে স্লোগান হল, মায়োপিয়া দূরে রাখতে বাইরে যান এবং খেলুন। মায়োপিয়া নিয়ন্ত্রণে মহার্ঘ লেন্স বা অর্থো-কে লেন্স কিনবেন না যদি না মায়োপিয়া মাস্টার বা অনুরূপ কোনও ডিভাইস দ্বারা আপনার চোখের অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

৫০ পেরোলে নারীর খাদ্যাভ্যাস

৫০ বছর পেরোনো একজন নারীর সামনে জীবনটা দেখা দেয় ভিন্নরূপে। শারীরিক পরিবর্তন তো ঘটেই, মনের জগতেও ঘটে অদলবদল। এই বয়সে শরীরের চাই আরও বেশি যত্ন, আরও বেশি মনোযোগ। এজন্য জোর দিতে হবে পুষ্টির ওপর, বাদ দিতে হবে কিছু খাবার।

প্রথমেই বাড়তি লবণ খাওয়া ছাড়তে হবে। পাতে কিংবা কোনও পানীয়তে বাড়তি লবণ নেবেন না। লবণ, বিট লবণ, পিংক সল্ট, টেস্টিং সল্ট – সবেতেই স্বাস্থ্য ঝুঁকি। অতিরিক্ত লবণযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। চিপস, চানাচুর, শুঁটকি ও অন্যান্য প্রক্রিয়াজাত খাবার, সস, সয়া সস, মেয়োনিজ, পনির, কাসুন্দি, ইনস্ট্যান্ট নুডলস প্রভৃতিতে বেশ খানিকটা বাড়তি লবণ থাকে। এগুলো এড়িয়ে চললে উচ্চ রক্তচাপজনিত জটিলতার ঝুঁকি কমবে।

দ্বিতীয়ত, চিনি এড়িয়ে চলুন। মধু বা গুড়ও চিনির বিকল্প নয়। ভাত, রুটি, আলু কম খাবেন। চাল, আটা বা ময়দা দিয়ে তৈরি করা অন্যান্য খাবারও কম খেতে হবে। এভাবে সব দিক মেনে চলতে পারলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ডায়াবিটিস ও অন্যান্য রোগের ঝুঁকি কমবে।

তৃতীয়ত, মেনোপজের পর নারীদের হুট করে বেশি গরম লাগার সমস্যা হতে পারে। তাই এমন খাবার খেতে হবে, যাতে শরীর ঠান্ডা থাকে। যেসব সবজিতে জলের পরিমাণ বেশি যেমন, লাউ, ঝিঙে, চিচিঙ্গা, চালকুমড়ো, ধুন্দুল, পটল প্রভৃতি পাতে রাখুন। এছাড়া ডাবের জল, শসা, পাকা পেঁপে, পাকা বেল, তরমুজ, কলা, টক ফল, পুদিনা পাতা প্রভৃতি খেলে শরীর ঠান্ডা থাকে। আর অবশ্যই পর্যাপ্ত জল খাবেন।

চতুর্থত, ফাইবার বা আঁশযুক্ত ফল ও সবজি খাবেন। মিষ্টিকুমড়ো, চালকুমড়ো, ঝিঙে, চিচিঙ্গায় প্রচুর আঁশ পাবেন। কলাতেও আঁশ আছে। তাছাড়া খোসা সহ কিছু ফল খেতে পারেন। কিছু সবজির খোসা বিভিন্ন পদ তৈরিতে ব্যবহার করা যায়। এসবেও প্রচুর আঁশ আছে। পাশাপাশি গোটা শস্য দিয়ে তৈরি খাবার খান। ডাল ও বাদাম থেকেও খানিকটা আঁশ পাবেন।

পঞ্চমত, খাদ্য তালিকায় যেন ক্যালসিয়াম থাকে। এজন্য কাঁটা সহ ছোট মাছ খেতে পারেন। এক গ্লাস দুধ কিংবা তা দিয়ে তৈরি খাবার বা দইও খেতে পারেন। পালং শাক, ব্রোকোলি ও কাঠবাদামে রয়েছে কিছুটা ক্যালসিয়াম। এছাড়া ভিটামিন-ডি'র চাহিদা মেটাতে সকাল ৭টা থেকে ১২টার মধ্যে অন্তত ২০ মিনিট শরীরে রোদ লাগান।

অতিরিক্ত কাজে প্রভাব মস্তিষ্কে

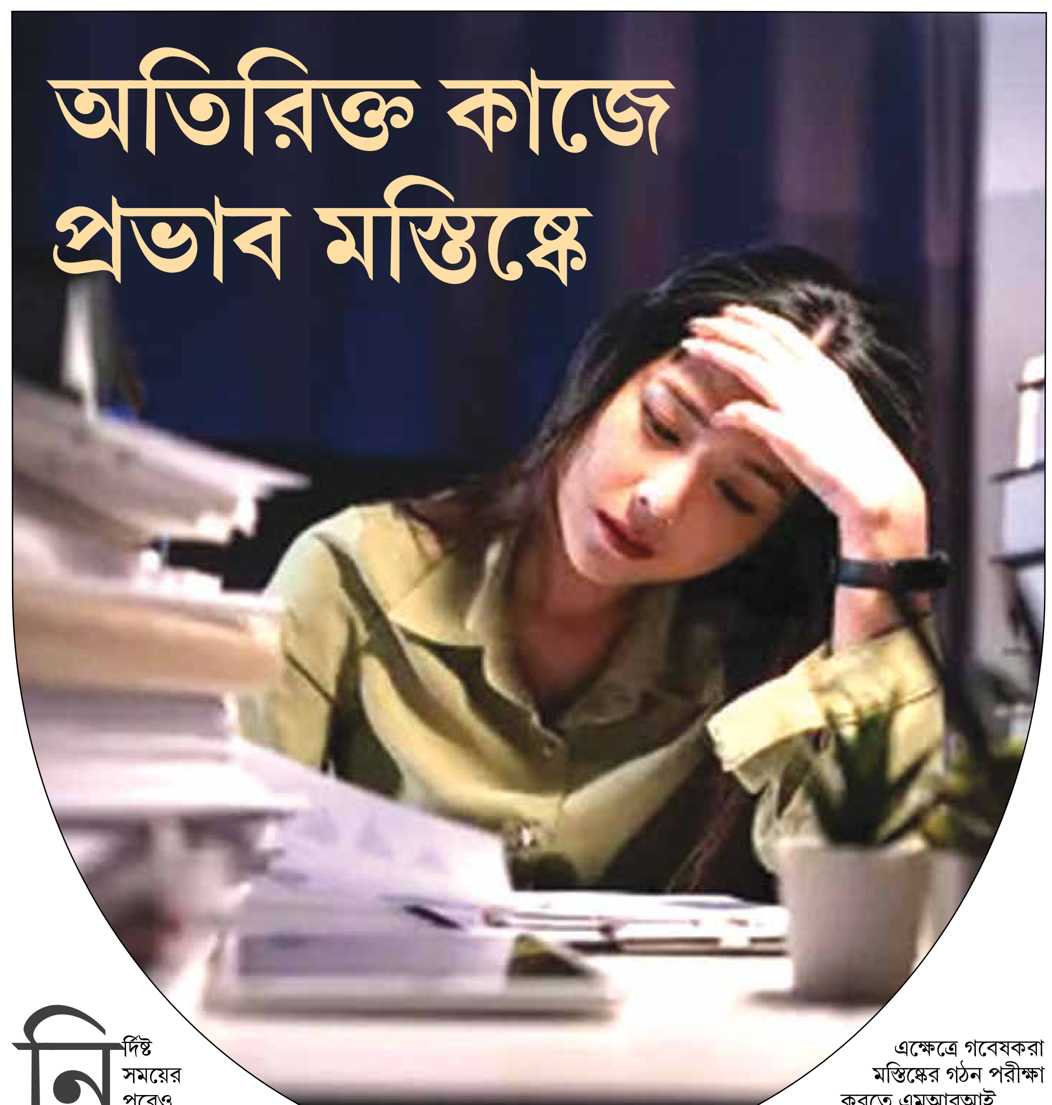

নির্দিষ্ট সময়ের পরেও বেশি সময় কাজ করলে বদলে যেতে পারে মস্তিষ্কের গঠন। সম্প্রতি অকুপেশনাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত গবেষণার এমনটাই দাবি। সেখানে বলা হয়েছে, যাঁরা অতিরিক্ত কাজ বা পরিশ্রম করেন তাঁদের মস্তিষ্কে উল্লেখোযোগ্য পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। এই গবেষণা পরিচালনায় ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার চুং-আং বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইয়োনসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন বিজ্ঞানী। গবেষণাটি কিছু স্বাস্থ্যকর্মীকে নিয়ে করা হয়েছে, যাঁরা বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মিত সপ্তাহে ৫২ ঘণ্টারও বেশি কাজ করেন। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে ১১০ জন কর্মীকে রাখা হয়েছিল, যাঁদের মধ্যে ৩২ জন অতিরিক্ত সময় এবং বাকি ৭৮ জন স্বাভাবিক সময় কাজ করেছেন।

এক্ষেত্রে গবেষকরা মস্তিষ্কের গঠন পরীক্ষা করতে এমআরআই স্ক্যান সহ ডেটা ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মতে, এই সমীক্ষা অতিরিক্ত কাজ ও মস্তিষ্কের কিছু অংশে পরিবর্তনের মধ্যে সম্ভাব্য সম্পর্ক নির্দেশ করে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, 'অতিরিক্ত কাজ' মস্তিষ্কের সেই অংশে প্রভাব ফেলতে পারে, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং স্মৃতিশক্তির সংযোগ থাকে। এছাড়া মানসিক স্বাস্থ্য, পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করেছে। প্রভাব ফেলেছে আবেগ নিয়ন্ত্রণেও। সেইসঙ্গে মিডল ফ্রন্টাল জাইরাস মস্তিষ্কের একটি অংশ, যা স্মৃতি এবং ভাষা তৈরির সঙ্গে যুক্ত, সেই অংশে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। প্রভাব পড়েছে ইনসুলা অংশে, যা আবেগের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে এবং নিজের চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন থাকার বিষয়ে সাহায্য করে।

হাঁটতে হাঁটতে যোগব্যায়াম

আমরা যোগব্যায়াম এবং হাঁটার একগুচ্ছ উপকারিতা জানি। কিন্তু উভয়ই একসঙ্গে করার কথা কখনও শুনিনি। হাঁটতে হাঁটতে যোগব্যায়াম বা ওয়াকিং ইয়োগা একটি অসাধারণ অনুশীলন, যাতে সাধারণ হাঁটার সঙ্গে যোগব্যায়ামের নীতির সমন্বয় ঘটে। যোগ থেরাপিস্ট রুচি খোসলার কথায়, এই ধরনের ব্যায়াম খুব হালকা কিন্তু শক্তিশালী উপায়, যা আপনার শরীরকে যত্নে রাখতে, মনকে শান্ত করতে এবং অভ্যন্তরীণ সত্তার সঙ্গে সংযোগস্থাপনে সাহায্য করে।' আর এই ধরনের ব্যায়ামে যোগব্যায়ামের চিরাচরিত ভঙ্গির প্রয়োজন নেই বা ম্যাটও লাগে না, শুধু হাঁটতে হাঁটতেই আপনি স্ট্রেচিং বা শ্বাসপ্রশ্বাসের বিভিন্ন কৌশল করতে পারেন।

হাঁটতে হাঁটতে যোগের প্রতিটা পদক্ষেপে মিশে থাকে গভীর শ্বাস এবং সাধারণ স্ট্রেচিং। কেউ কেউ এর সঙ্গে হাতের নড়াচড়া বা যোগের ছোট ছোট ভঙ্গি যুক্ত করেন। অর্থাৎ এই ধরনের ব্যায়াম সাধারণ হাঁটাকে আরামদায়ক করার পাশাপাশি ধ্যান করার ন্যায় অনুভব তৈরি করে।

শারীরিক দিক থেকে এই ধরনের ব্যায়াম রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে, পেশি শক্তিশালী করতে এবং হালকা নড়াচড়ার মাধ্যমে জয়েন্টের সক্রিয়তা বাড়ায়। অন্যদিকে মানসিক দিক থেকে এটি স্ট্রেস ও উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে, মননশীলতা ও শ্বাসপ্রশ্বাসের সচেতনতাকে উৎসাহিত করে এবং শান্ত ও স্থির থাকতে সাহায্য করে। এই ধরনের ব্যায়াম অঙ্গভঙ্গির উন্নতিতে সাহায্য করে। কারণ, টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে বা পিঠ, কাঁধ সোজা রেখে, পেটের পেশি টানটান করে খানিকটা হাঁটাচলা করলে উপকার পাওয়া যায়।

তবে হাঁটতে হাঁটতে যোগ সকলের জন্য উপযোগী নয়। যাঁরা নিয়মিত শারীরিক কসরত করতে বা জিমে যেতে অভ্যস্ত তাঁদের জন্য এই ব্যায়াম উপযোগী নাও হতে পারে। কারণ, এই ধরনের ব্যায়ামে মনোযোগের পাশাপাশি ধৈর্য প্রয়োজন।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এবার গ্রেপ্তার বাংলাদেশি অভিনেত্রী
» ৭

একই পরিবারের ১৭ জন মৃত

আগুনে পুড়ে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে মৃত্যু হল ১৭ জনের। মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। তার মধ্যে রয়েছে ৮ শিশুও।
» ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৯° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	২২° সর্বনিম্ন

মোদিকে দেখে টুকলি শরিফের
» ৭

৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 19 May 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 1

গর্বের ৪৬

শিকড়ের খোঁজে আমরা দায়বদ্ধ

গৌতম সরকার

বৃক্ষ যত বড় হয়, তত শাখাপ্রশাখা ছড়ায়। ফলে-ফুলে পল্লবিত হয়। এগিয়ে চলার পথে ফেলে আসা বছরে উত্তরবঙ্গ সংবাদও অনেক পালক যুক্ত করেছে। আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠতে শিকড়ে পৌঁছোনোর চেষ্টা বরাবরই ছিল। শিকড় খোঁজার সেই কাজটি পরিকল্পিতভাবে করার চেষ্টা হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে। যে চেষ্টা অন্তহীন। কখনও শেষ হয় না। শিকড়ের খোঁজ চালিয়ে যাওয়া ৪৬তম বর্ষে উত্তরবঙ্গের প্রাণের সংবাদপত্রের দৃঢ় অঙ্গীকার।

সচেতন পাঠক উত্তরবঙ্গ সংবাদের সেই সংকল্প যাত্রা ইতিমধ্যে আঁচ করেছেন নিশ্চয়ই। গত কয়েক মাসে বেশ কিছু নতুন ভাবনা পল্লবিত হয়েছে। যেমন 'উত্তরের শিকড়' বিভাগ। উত্তরবঙ্গের পথে-প্রান্তরে, আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, স্মারক, সংস্কৃতি ইত্যাদির গোড়ায় পৌঁছোনো যে বিভাগের উদ্দেশ্য। নতুন প্রজন্মকে তার পূর্বপুরুষের ইতিহাস শুধু নয়, তার এলাকার ভৌগোলিক-সাংস্কৃতিক অতীত জানানো, পুরোনোদের সেই ঐতিহ্য মনে করিয়ে দেওয়ার দায়বদ্ধতা ছিল এই পরিকল্পনার পিছনে।

আরও একটি বিভাগ 'আমাদের ছোট নদী' সেই দায়বদ্ধতার আরেক স্বাক্ষর। নদী সেই এলাকার সভ্যতা বিকাশের নীরব সাক্ষী। নদীকে কেন্দ্র করে যেমন সভ্যতা বিকশিত হয়, তেমনই সংশ্লিষ্ট জনপদের সংস্কৃতি, কৃষ্টি ইত্যাদি তৈরি হয়। যেভাবে তিস্তাবুড়ি সম্পর্কে প্রচলিত বিশ্বাস, পুজো ও গান। ভাওয়াইয়া সুরে 'তোর্ষা নদীর উথাল পাথাল রে...' গান তো তোর্ষাপাড়ের অন্যতম পরিচিতি হয়ে আছে।

তিস্তা, তোর্ষা, মহানন্দা, ফুলহর, আত্রেয়ী, ডাহুক, নাগর, কালজানি, রায়ডাক,

এরপর ছয়ের পাতায়

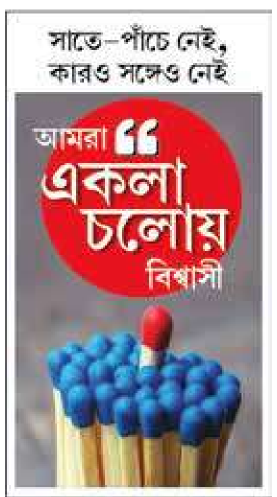

এডিশন স্পেশাল

পথ খুলছে কৈলাস মান সরোবরের
» ছয়ের পাতায়

কালি মেখে প্রতিবাদ টেট উত্তীর্ণদের
» সাতের পাতায়

নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি
» সাতের পাতায়

বিপাকে বাংলাদেশ

বাণিজ্যে বিধিনিষেধে কর্মচ্যুতির শঙ্কা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৮ মে : একদিনেই হাহাকার অধিকাংশ স্থলবন্দরে। ভারত ও বাংলাদেশ- উভয় দিকেই। শিলিগুড়ির কাছে ফুলবাড়ি দিয়ে রবিবার ভারতে এসেছে মাত্র ২০টি পণ্যবাহী ট্রাক। যেখানে অন্য সময় গড়ে অন্তত ৫০টি ট্রাক আসে রোজ। কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে এসেছে মাত্র ৪৩টি ট্রাক। অথচ শনিবারও এসেছিল ৯৬টি ট্রাক। মালদার মহদিপুর সীমান্ত অবশ্য খাঁখাঁ করেছে রবিবার। ওপার থেকে মাল বহনকারী একটি ট্রাকও আসেনি।

মহদিপুরে আমদানি ব্যবসায় জড়িত রূপকুমার সাহা আক্ষেপ করলেন, 'আসবে কী করে! যে পণ্যগুলির আমদানিতে ভারত সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি, সেগুলি মহদিপুর স্থলসীমান্ত দিয়ে আসেই না।' শনিবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রকের নিষেধাজ্ঞায় শুধু ছাড় দেওয়া হয়েছে মাছ, ভোজ্য তেল, তরল পেট্রোলিয়াম পণ্য, কুচি পাথর ইত্যাদি।

ওইসব পণ্যই শুধু ফুলবাড়ি ও চ্যাংরাবান্ধা দিয়ে উত্তরবঙ্গে এসেছে আজ। এতে দু'দেশেই বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্তদের অনিশ্চয়তার কালো মেঘ গ্রাস করেছে। 'দেশের নিরাপত্তা সবার আগে' বললেন বটে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উত্তম সরকার, কিন্তু বিরাট আর্থিক ধাক্কার উদ্বেগ লুকোতে পারছেন না। উত্তমের কথায়, 'দেশের স্বার্থের কারণে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তকে আমরা সমর্থন জানাই। তবে আমদানি বাণিজ্য কম হলে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি শ্রমিকরা কিছুটা ক্ষতির মুখে তো পড়বেনই।'

স্থলবন্দরগুলিতে ইতিমধ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলির মাথায় হাত পড়েছে। এই বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল যে অনেক শ্রমিক পরিবার। আইএনটিইউসি'র মেখলিগঞ্জ ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন বলেন, 'নিরাপত্তা দেখতে গিয়ে শ্রমিকদের পেটের দিকে না তাকালে তো চলবে না। শ্রমিক পরিবারগুলোর রুজিরুটি এভাবেই চলে।' তাঁর হিসেবে শুধু চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের ওপর নির্ভরশীল প্রায় ৫ হাজার মানুষ।

ভারত সরকার বাংলাদেশ থেকে

সীমান্তের ওপারে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশি ট্রাক। চ্যাংরাবান্ধায়।

বড় সংকট

- বাংলাদেশ থেকে পণ্য নিয়ে আসা বহু ট্রাক সীমান্তের ওপারে দাঁড়িয়েছিল
- চ্যাংরাবান্ধা, ফুলবাড়ি, মহদিপুর দিয়ে অধিকাংশ ট্রাক ভারতে ঢোকার অনুমতি পায়নি
- ভারত আমদানি বন্ধ করায় সেদেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব পড়বে বলে মত বাংলাদেশের ট্রাকচালকদের
- এপারেও ব্যবসায় প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা বাড়ছে

সড়কপথে রেডিমেড পোশাক, ফলের স্বাদযুক্ত পানীয়, বিভিন্ন মুখরোচক খাবার, চিপস, তুলা, প্লাস্টিক, কাঠের আসবাব, মিষ্টান্ন দ্রব্য ইত্যাদি আমদানি নিষিদ্ধ করেছে শনিবার রাতে। হতাশ মহদিপুরের আমদানি ব্যবসায়ী রূপকুমার সাহা বললেন, দু'দেশের তিক্ত সম্পর্কের প্রভাব কবে যে গলবে!

মালদা মহদিপুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান, ওই স্থলবন্দর দিয়ে মূলত প্রতিদিন ২০ থেকে ২৫ লরি পাট আসে। তাতে মাসে বাণিজ্য হত ৫০ কোটি টাকারও বেশি। এছাড়া মশারি, বস্ত্র, অন্যান্য পণ্যের আমদানিতে মাসে সবমিলিয়ে ১০০ কোটি টাকার ব্যবসা হয়।

এরপর ছয়ের পাতায়

সময়ের কথা

চা শিল্প, শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার কেউ নেই

রূপম দেব

প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে চা শিল্প উত্তরবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। চা শিল্প উত্তরের আর্থসামাজিক বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। কিন্তু স্বার্থান্বেষীদের ফাঁদে পড়ে চা শিল্প ধ্বংসের মুখে। দার্জিলিংয়ের চা বাস্তবে ধুঁকছে। সঠিক নীতি এবং মূল্যায়নের অভাব, রাজনৈতিক মুনাফা, নেতাদের অজ্ঞতা নানা কারণে চা বলয়ে ঘনাচ্ছে আশঙ্কার কালো মেঘ। তা সত্ত্বেও হেলদোল নেই কারও। শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন না কেউই।

উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ বন্ধ চা বাগান পুনরায় খোলা হয়েছে। বর্তমানে বড়জোর ৫-৬টি বাগান বন্ধ রয়েছে। এটা প্রচারে এনে শাসকদল নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করতে ব্যস্ত। বাস্তবে খুলে দেওয়া বাগানগুলোর বহু জায়গায় মাসের পর মাস শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস পিএফ সংক্রান্ত দাবিতে একটি পদযাত্রার আয়োজন করলেও বীরপাড়া-মাদারিহাট ব্লকের হান্টাপাড়া ও ধুমচিপাড়া বাগানে তারা প্রবেশ করেনি। কারণ, এই বাগানগুলিতে বিগত চার মাস ধরে শ্রমিকরা কোনও মজুরি পাচ্ছেন না।

এরপর ছয়ের পাতায়

সন্তান বিক্রির পর পুলিশ নিয়ে উদ্ধার

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ১৮ মে : শনিবার সকালে সন্তানকে বিক্রি করে রাতে আবার সেই সন্তানের জন্য পুলিশের দ্বারস্থ হলেন এক মহিলা। রাতেই ওই মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ শিশুটিকে উদ্ধার করে আনে। রবিবার সকালে বাচ্চা ও মাকে জলপাইগুড়ি হোমে পাঠানো হয়েছে। তবে, কোনও অভিযোগ দায়ের না হওয়ায় শিশুটির ক্রেতার বিরুদ্ধে কোনও আইনি পদক্ষেপ করা হয়নি বলে পুলিশের দাবি।

এমন ঘটনায় রবিবার সকাল থেকে মাল শহরে হইচই পড়ে যায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে মাল শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এক মহিলা তাঁর এক বছরের সন্তানকে মাত্র ৯০০০ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করেন। ওই মহিলার নাম অনামিকা গুহ। তাঁর স্বামী রাজু গুহ পেশায় হাট ব্যবসায়ী। প্রতিবেশীরাই জানিয়েছেন, ওই মহিলা মাঝেমধ্যেই স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। এক বছর আগেও ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়েছিলেন ওই মহিলা। তাঁর বাপের বাড়ি মেটেলিতে।

মাল শহরের বাজার রোডের বাসিন্দা কানু দাস নামে নিঃসন্তান ব্যক্তির কাছে তিনি বিক্রি করেন তাঁর এক বছরের সন্তানকে। কানুর পরিবার সূত্রে জানা যায়, ওই মহিলা শনিবার সকালে তাঁদের বাড়িতে যান। বলেন, তোমাদের তো সন্তান নেই, তাই সন্তান নেবে? আমি ব্যক্তিগত সমস্যার জন্য সন্তান প্রতিপালনে ব্যর্থ। ৯০০০ টাকা দিলেই আমি আমার সন্তানকে তোমাদের হাতে তুলে দেব। সন্তান না থাকায় কানুর পরিবার রাজি হয়ে যায় বাচ্চাটির দায়িত্ব নিতে। সেইমতো স্ট্যাম্প পেপারে লিখেই শিশুটিকে নিজের বাড়িতে রেখে দেন কানু। কিন্তু রাতে অনামিকা আবার পুলিশ নিয়ে তাঁদের বাড়িতে যান এবং বাচ্চাটিকে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করেন। তিনি বলেন, 'আমার স্বামী বিষয়টি মানতে চাইছেন না। তাই আপনাদের টাকা ফেরত নিয়ে আমার বাচ্চা ফেরত দিন।'

বাচ্চার বাবার বিষয়টি সামনে আসতেই আকাশ থেকে পড়ে কানুর পরিবার। কারণ, তাঁদের কাছে অনামিকা সন্তানের জন্ম সংক্রান্ত হাসপাতালের যে কাগজপত্র দিয়েছিলেন সেখানে স্বামী মৃত বলে লেখা ছিল। অনামিকা তাঁদেরও বলেছিলেন, সন্তানের বাবা মৃত।

এমন ঘটনায় শনিবার রাতেই মালবাজার রোডে ভিড় জমে যায়। শিশুটির জন্ম সংক্রান্ত নথিপত্র ও স্ট্যাম্প পেপারে লিখিতভাবে টাকা নিয়ে সন্তান বিক্রি নিয়ে হইচই পড়ে যায়। পুলিশ দ্রুত শিশু ও ওই মহিলাকে নিয়ে থানায় চলে আসে।

কানু রবিবার বলেন, 'নিঃসন্তান হওয়ায় আমাদের মনে একটা কষ্ট ছিল। তার ওপর আবেগের বশে ওই মহিলার কান্নায় ভেঙে পড়েছিলাম। তাই কাজটা করে ফেলেছি। এতকিছু জানতাম না।' বিষয়টি নিয়ে ওই মহিলার স্বামীর বা তাঁর পরিবারের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মাল থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক অবশ্য দাবি করেন,

এরপর ছয়ের পাতায়

অনামিকা গুহকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

লইবাড়ি হাট যেন মণিপুর

আমরা নারী আমরাই পারি

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ১৮ মে : সড়কপথে দূরত্ব মোটামুটিভাবে ১২০০-১৩০০ কিলোমিটার। 'লইবাড়ি হাট'-এর কল্যাণে মালদার হবিবপুর আর মণিপুরের ইম্ফলের সেই দূরত্ব যেন হেলায় উধাও। হবিবপুরের একটি গ্রাম লইবাড়ি। 'লইবাড়ি হাট' এখানেই বসে। বিশেষত্ব বলতে এটি পুরোপুরিভাবে মহিলা পরিচালিত। বিক্রেতারা তো বটেই, এই হাটে যাঁরা কেনাকাটা করতে আসেন তাঁরাও বেশিরভাগই মহিলা। অনেকেই জানেন, ইম্ফলেও এমনই একটি হাট বসে। 'ইমা কিথল' নামে সেই হাট 'মায়েদের হাট' নামেও পরিচিত। পার্থক্য বলতে, ইম্ফলের সেই হাট দেশজুড়ে সবার কাছে যতটা পরিচিত, হবিবপুরের হাটটি মোটেও ততটা নয়। অথচ এই হাটের ইতিহাস কিন্তু বেশ পুরোনো। কম করেও অন্তত ৫০ বছর। এই সময়কালে এটি ধীরে ধীরে বেড়ে কলেবরে আজ অনেকটাই বড়। মালদা জেলায় তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গে এমন হাট দ্বিতীয়টি নেই। মণিপুরের হাটটিকে বাদ দিলে দেশে হয়তো এমন আর কোনও তৃতীয় হাটের খোঁজ নেই।

লইবাড়ি হাটে পসরা নিয়ে তিন প্রজন্ম। -সংবাদচিত্র

কী নেই এই হাটে? টাটকা শাকসবজি, দেশি মাছ, মাংস, ডিম। বিক্রেতাদের অনেককে দেখা গেল বাড়ির পোষ্য হাঁস, মুরগি নিয়ে এসেছেন। স্টিলের পাত্রে বাড়ির পোষা গোরুর দুধ নিয়েও অনেককে সেখানে দেখা গেল। অর্থনীতিতে 'ইউএসপি' বলে একটা শব্দ আছে। ইউনিক সেলিং পয়েন্ট। অর্থাৎ যে বিশেষ গুণের জন্য কোনও সামগ্রী বাজারে খুব ভালোভাবে বিকোয়। রোজকে রোজ সংসারের লড়াই সামলে এই বাজারে যাঁরা বিক্রিবাটা সারেন তাঁদের কাছে 'ইউএসপি' শব্দটি অনেকটাই দূরের। অর্থ জানেন কি না বলে প্রশ্ন করা হলে পুষ্প মণ্ডল নামে এক বিক্রেতা স্বাভাবিকভাবেই ঘাড় নাড়লেন। বিষয়টি বুঝিয়ে বলার পর অবশ্য তাঁর মুখে হাসি ঝলমল, 'হাটে যা কিছু বিক্রি হয় সবই কিন্তু আমাদের ঘরের।'

এরপর ছয়ের পাতায়

বেহাল কাঠামো, বাজার হারাচ্ছে সরকারি সংস্থা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : নজরদারির অভাবে ধুঁকছে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যান্ড ফাইটোক্যামিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি। সরকারি প্রতিষ্ঠানটির আজ এমন দুরবস্থা যে বছরে লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ লিটার

নাম কুড়িয়েছিল

- বছরে চাহিদা ১ লক্ষ লিটার হলেও মাত্র ৭,১৫০ লিটারের বেশি ফিনাইল ও লিকুইড সোপ উৎপাদন
- উত্তরবঙ্গের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে ফিনাইল ও লিকুইড সোপ সরবরাহের বরাত এই প্রতিষ্ঠানের
- দিনের পর দিন রুগ্ন অবস্থায় থাকায় এই সুযোগে বেসরকারি সংস্থার তৈরি সামগ্রী বাজার দখল করেছে

থাকলেও এই মুহূর্তে মাত্র ৭ হাজার ১৫০ লিটারের বেশি ফিনাইল ও লিকুইড সোপ উৎপাদন করতে পারছে না। উত্তরবঙ্গের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে ফিনাইল ও লিকুইড সোপ সরবরাহের একমাত্র বরাতপ্রাপ্ত সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠান হিসেবে বেশ নাম কুড়িয়েছিল প্রতিষ্ঠানটি। অথচ দেখভাল ও পরিকাঠামোর অভাবে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উৎপাদনের সম্ভাবনা প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দিনের পর দিন রুগ্ন অবস্থায় থাকায় এই সুযোগে বেসরকারি সংস্থার তৈরি সামগ্রী বাজার দখল করেছে। ফিনাইল ও লিকুইড সোপের বাইরে চা গাছ ও কৃষিকাজে গাছের বৃদ্ধিতে তৈরি জৈব হরমোন উৎপাদনেও পিছিয়ে পড়েছে এই সরকারি প্রতিষ্ঠানটি। চাহিদা অনুযায়ী জোগান দিতে যেমন পারছে না, তেমনি কর্মীর অভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে জলপাইগুড়ির তোড়লপাড়ার ফাইটো কমপ্লেক্স।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরবঙ্গের শিল্প নিয়ে আলোচনা সভায় অংশ নেবেন। ওই আলোচনা সভাকে নিয়ে শিল্প মহলের উৎসাহ ও উদ্দীপনা তুঙ্গে। কিন্তু বাস্তবে খোদ জলপাইগুড়ির এক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বেহাল দশা কাটাতে রাজ্য সরকারের দিক থেকে গত কয়েক দশকে কোনও উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি। প্রচুর সম্ভাবনা ও উপার্জনের দিক থাকলেও এই সরকারি শিল্পপ্রতিষ্ঠানটির অবস্থা এখন দাঁড়িয়েছে ঢালতরোয়ালহীন নিধিরাম সর্দারের মতো। ফাইটো কমপ্লেক্সের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট সঞ্জিত গুহ বলেন, 'সমস্যাটি যেখানে জানানো দরকার সেখানে জানিয়েছি। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।'

এরপর ছয়ের পাতায়

সরকারের সাধের মডেল ভিলেজ যেন ভূতুড়ে গ্রাম

৪০ একর জমিতে ৫৭১টি আবাস আর তার জন্য রাস্তা, কালভার্ট, সোলার বাতি সহ পরিকাঠামো গড়ে তুলতে খরচ হয়েছিল ১২ কোটি টাকা। সেই ঘরের অর্ধেকই এখন ফাঁকা পড়ে। বুনোদের করিডরে গড়ে ওঠা গ্রামে থাকতে চান না কেউ।

বামনডাঙ্গায় খণ্ডহর

সপ্তর্ষি সরকার

নাগরাকাটা, ১৮ মে : সম্প্রতি জেলার রেডব্যাংক চা বাগানে চা সুন্দরীর ঘর শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রচারে ইতিমধ্যেই ঢাকঢোল নিয়ে নেমে পড়েছেন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। আগামী বছর বিধানসভা ভোটে চা শ্রমিকদের জন্যে এই প্রকল্পে ডিভিডেন্ট খুঁজছে জোড়াফুল শিবির। শ্রমিক আবাস নিয়ে জোর প্রচারের আড়ালে চা বলয়ে রাজ্য সরকারের আরেক সাধের আবাসন প্রকল্প প্রতিদিন একটু একটু করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। এক দশকের কম সময়ে প্রায় ১২ কোটি টাকার প্রকল্প এভাবেই জলে যেতে বসেছে নাগরাকাটা ব্লকের সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বামনডাঙ্গা চা বাগানে।

২০১৫-'১৬ অর্থবর্ষে চা বাগানের ৪০ একর জমিতে ৫৭১টি আবাস তৈরি করে মডেল ভিলেজের উদ্বোধন করে রাজ্য সরকার। পথ, কালভার্ট, সোলার পথবাতি, শৌচালয় সহ নানা পরিকাঠামো নিয়ে চা শ্রমিকদের জন্যে গড়ে তোলা হয় আস্ত একটি গ্রাম। ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা করে শুধু ঘর গড়তেই খরচ হয় সাড়ে নয় কোটি টাকার বেশি। এর সঙ্গে প্রতি বাড়িতে শৌচালয়, ১২৫টি সোলার পথবাতি, ৫৭১টি বাড়িতে সোলার আলোর ব্যবস্থা, পথ ও কালভার্ট মিলে আরও ৭৭ লাখ টাকার বেশি খরচ করে রাজ্য সরকার। এরপরেও ১০০ দিনের কাজে একগুচ্ছ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় এই মডেল ভিলেজে।

রাজ্য সরকার গীতাঞ্জলি আবাস যোজনার বিপুল বরাদ্দে এই মডেল ভিলেজ গড়ে চা শ্রমিকদের নামে বাড়ি বরাদ্দ করে দিলেও পরবর্তীতে এই ভিলেজ নিয়ে সেভাবে খোঁজখবর হয়নি বলে ক্ষোভ রয়েছে স্থানীয় মানুষের মধ্যে। খাতায়-কলমে বাড়ি বরাদ্দ হলেও বাস্তবে প্রায় অর্ধেক বাড়ি শুরু থেকেই আবাসিকহীন অবস্থায় পড়ে ছিল। যোজনায় বাড়ি পেয়েও একদিনও সেখানে না থাকা বলদেব লোহারের কথায়, 'গ্রামের একাংশে সন্ধে হলেই নিয়মিত হাতি ও গন্ডারের হানা হয়। শৌচালয় আর সোলার আলোর মানও একেবারেই খারাপ ছিল। পরিবারের লোকেরা প্রাণভয়ে সেখানে থাকতে রাজি নয়। তাই ওই বাড়িতে আর যাইনি।'

নাগরাকাটা বামনডাঙ্গা চা বাগানে মডেল ভিলেজের বেহাল দশা।

চা বাগানের যে এলাকায় রাজ্য সরকার মডেল ভিলেজ গড়ে তোলে তার একদিকে ডায়না বনাঞ্চল, আরেকদিকে জলঢাকা নদী এবং ওপারে ঘন বনাঞ্চল। মাঝের এই এলাকা বরাবরই বন্যজন্তুর মুক্তাঞ্চল এবং চলাফেরার করিডর হিসাবে পরিচিত। সেখানে এত বড় আবাসন প্রকল্প গড়া নিয়ে গোড়াতেই শাসকদলে দ্বিমত ছিল। তবে চা শ্রমিকদের মন পেতে মরিয়া জোড়াফুল হাইকমান্ড এবং জেলার আধিকারিকদের বড় অংশ স্থানীয় পরিস্থিতিতে গুরুত্ব না দিয়েই বিশাল অঙ্কের এই প্রকল্প বাস্তবায়নে জোর দেয়। সেই সময় তৃণমূলের তাবড় নেতা তথা জেলা পরিষদের প্রাক্তন মেন্টর, বর্তমানে বিজেপির ভারতীয় চা মজদুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি অমরনাথ ঝা বলেন, 'মডেল ভিলেজ গড়ার সময় তৃণমূলে থেকেও আমরা বারবার প্রতিবাদ করেছিলাম। যে এজেন্সি কাজের দায়িত্বে ছিল তাদের কাজের মানও একদমই জঘন্য। তবে তৃণমূলের শীর্ষনেতারা স্থানীয় মানুষ এবং দলের নেতাদের কোনও কথাই শোনেননি। সমস্ত সরকারি টাকা সেখানে জলে গিয়েছে।'

বর্তমানে শাসক নেতা বা রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা সাধের মডেল

এরপর ছয়ের পাতায়

তোপকেদাড়ায় স্নো লেপার্ডের দুই শাবকের জন্ম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : ফের একবার তোপকেদাড়া প্রজননকেন্দ্রে সফল প্রজনন সম্পন্ন হল। এবার স্নো লেপার্ড 'রের' দুটি শাবকের জন্ম দিয়েছে। গত ১৩ মে দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু জুলজিকাল পার্কের অন্তর্গত তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টারে ওই স্নো লেপার্ডটির শাবক জন্মায়। প্রজননকেন্দ্রের তরফে জানা গিয়েছে, মা এবং সন্তানরা সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছে। সদ্যোজাত দুই শাবকের মধ্যে একজন মর্দা ও একজন মাদি।

আপাতত তাদের ক্রলে রাখা হয়েছে। সেখানেই মায়ের কাছে শাবকগুলি ধীরে ধীরে বড় হবে। তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখা হচ্ছে। সর্বক্ষণ সিসি ক্যামেরায় নজরদারি চালানো হচ্ছে। মায়েরও বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর বাসবরাজ হোলেইচি-র এ বিষয়ে বক্তব্য, 'স্নো লেপার্ড মা এবং তার শাবকরা সুস্থ রয়েছে। মায়ের স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ খেয়াল রাখা হচ্ছে।'

দার্জিলিংয়ের তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টার রেডপান্ডা এবং স্নো লেপার্ড প্রজননে ইতিমধ্যেই গোটা দেশে নজির গড়েছে। সফল প্রজননের পর ওই কেন্দ্র থেকে রেডপান্ডা যেমন সিঙ্গালিলার জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে, তেমনই স্নো লেপার্ডও অন্যত্র পাঠানো হয়েছে। গত বছরের ৩১ অগাস্ট তোপকেদাড়া ব্রিডিং সেন্টারে একজোড়া স্নো লেপার্ডের জন্ম হয়েছিল।

বর্তমানে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় স্নো লেপার্ডের সংখ্যা ১৩। তার মধ্যে চারটি মর্দা ও সাতটি মাদি। গত বছরের শেষের দিকে স্নো লেপার্ড 'রের' অন্তঃসত্ত্বা হয়। এরপর থেকেই তাকে বিশেষ যত্নে রাখা হয়েছিল।

চিকিৎসকরা ২৪ ঘণ্টা তার স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখছিলেন। তারপর গত ১৩ মে রের সফলভাবে দুটি শাবকের জন্ম দেয়। বর্তমানে মা স্নো লেপার্ডকে বেশি করে জল, মাংস ও প্রোটিন জাতীয় খাবার দেওয়া হচ্ছে। খাবারের সঙ্গে একাধিক ওষুধও রয়েছে।

যেহেতু শাবকরা মায়ের দুধ খেয়েই বড় হচ্ছে তাই দিনে বেশ কয়েকবার তাকে খেতে দেওয়া হচ্ছে বলে চিড়িয়াখানার কর্তারা জানিয়েছেন।

বিশেষ যত্ন

- সদ্যোজাত দুই শাবকের মধ্যে একটি মর্দা ও অন্যটি মাদি
- আপাতত তাদের ক্রলে রাখা হয়েছে
- সেখানেই মায়ের কাছে শাবকগুলি বড় হবে
- তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখা হচ্ছে
- সর্বক্ষণ সিসি ক্যামেরায় নজরদারি চালানো হচ্ছে
- মায়েরও বিশেষ যত্ন নেওয়া হচ্ছে

উন্নত প্রজাতির আনারস চাষ মোহিতনগরে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : রাজ্যে প্রথম উন্নতমানের সুস্বাদু এমডি ২ প্রজাতির আনারস চাষের পাইলট প্রকল্প শুরু হল জলপাইগুড়ি হর্টিকালচার দপ্তরের মোহিতনগরের পুরোনো খামারবাড়িতে। প্রায় ২ বিঘা জমিতে ১০ হাজার এই উন্নত প্রজাতির আনারসের চারা রোপণ করা হয়েছে। আগামী ১৫ মাসের মধ্যে গাছে ফলন আসবে বলে হর্টিকালচার দপ্তর জানিয়েছে। পাইলট প্রকল্প সফল হলে জলপাইগুড়ি জেলা সহ উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাতে চাষিদের মধ্যে উন্নত প্রজাতির আনারস চাষ শুরু করা হবে।

হর্টিকালচার দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা খুরশিদ আলম জানিয়েছেন, উন্নত এমডি ২ প্রজাতির আনারসের সঙ্গে দেশীয় আনারসের সবদিক থেকেই অনেক পার্থক্য। সাধারণ আনারসে প্রচুর অ্যাসিড থাকে। এমডি ২ প্রজাতির উন্নত আনারসে পয়েন্ট ৪ শতাংশ অ্যাসিড থাকে। সাধারণ আনারসের গায়ে অনেক চোখের মতো অংশ থাকে যা কেটে বাদ দিলে আনারসের পরিমাণ কমে যায়। উন্নত জাতের আনারসে চোখ থাকে না। সাধারণ আনারসের তুলনায় এমডি ২ প্রজাতির আনারসের মিষ্টতা অনেক বেশি। তাছাড়া উন্নত প্রজাতির আনারসে বাদামি রংয়ের রোগের প্রাদুর্ভাব থাকে না। সাধারণ আনারস গাছের পাতা খসখসে হয়, উন্নত প্রজাতির আনারসের গাছের পাতা মসৃণ হয়। এক একটি উন্নত আনারস ফল দেড় কেজি থেকে ২ কেজি ওজনের হয়। তিনি বলেন, 'পাইলট প্রোজেক্ট সফল হলে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলাতে এই চাষ শুরু করা হবে।'

এই উন্নত প্রজাতির আনারস গাছকে টিস্যু কালচার করার পর মোহিতনগরে রোপণ করা হয়েছে। মোহিতনগর খামারের ১ বিঘা জমিতে ৫ হাজার আনারস চাষ শুরু করা হয়েছে খোলা জায়গায়। বাকি ১ বিঘা জমিতে আরও ৫ হাজার গাছ রোপণ করা হয়েছে অন্যান্য অন্য বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে। এই প্রকল্প রাজ্যের মধ্যে একমাত্র মোহিতনগরের খামারেই পাইলট প্রকল্প হিসেবে শুরু করা হয়েছে। যদি সফল হয় উত্তরবঙ্গজুড়েই চাষ করা হবে বলে হর্টিকালচার দপ্তর জানিয়েছে। এই উন্নত প্রজাতির আনারস স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি রাজ্যের বাইরে পাঠানো যাবে বলে হর্টিকালচার দপ্তরের উপ অধিকর্তা অলোক মণ্ডল জানিয়েছেন। মোহিতনগরের হর্টিকালচার দপ্তরের পুরোনো খামারে দেশীয় প্রজাতির আনারস চাষ হয়ে আসছে। কিন্তু ফলন খুব একটা ভালো না হলেও মিষ্টতা তেমন থাকত না। তাই উন্নত এমডি ২ প্রজাতির আনারস চাষের পাইলট প্রকল্প শুরু করা হল। দপ্তরের বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস, যেভাবে উন্নত আনারস গাছ বেড়ে উঠছে আগামী ১৫ মাস পর ফলন ভালো দেবে।

লাটাগুড়িতে পর্যটকদের চায়ের আড্ডা

নাগরাকাটা, ১৮ মে : এ-ও আরেক 'চায়ে পে চর্চা'। ডুয়ার্সের পর্যটকদের নিয়ে চা আড্ডার আয়োজন করেছে জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি। ২১ মে আন্তর্জাতিক চা দিবস। সেদিন লাটাগুড়িতে অনুষ্ঠানটি হবে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের তৈরি গ্রিন, ব্ল্যাক, অর্থডক্স, হোয়াইট বা পার্পলের মতো রকমারি স্বাদ এবং গন্ধের চায়ের মৌতাত তো রয়েইছে। পাশাপাশি থাকছে স্থানীয়দের নিয়ে লোকনৃত্য, চায়ের ওপর প্রশ্নোত্তরের আসরও। বুধবারের এই আয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, সেদিন বিকেল পাঁচটা থেকে চায়ের আড্ডা শুরু হবে। চলবে সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত। সব পর্যটকদের বিনামূল্যে চা খাওয়ানো হবে। থাকবে চা বিক্রির স্টলও। ময়নাগুড়ির 'জয় জল্পেশ' ফ্যাক্টরি সহ জেলার অন্যান্য জায়গার ক্ষুদ্র চা চাষিদের ছয়টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ফ্যাক্টরি কিংবা বাড়িতে নিজেদের হাতে তৈরি উচ্চ গুণগতমানের চায়ের স্বাদ পরখ করতে পারবেন পর্যটকরা। বিভিন্ন বড় বাগানের চা কিনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে সেখানে।

বৃষ্টি তখনও নামেনি। রবিবার বিকেলে বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

সীমান্তের কাছে নদীতে ভাসছে বহু জুতো

অমিতকুমার রায়

মানিকগঞ্জ, ১৮ মে : নদীর জলে ভেসে আসছে রংবেরঙের নানান মাপের জুতো। এই ঘটনা ঘিরে ছড়াল আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের নগর বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। তবে প্রশ্ন একটাই, এত নতুন জুতো এল কোথা থেকে? সীমান্ত সংলগ্ন বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশেই বাংলাদেশ। সীমান্তের ওপার থেকেই কি জুতো ভেসে আসছে? তা নিয়েও চর্চা চলছে।

পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দিলীপকুমার দাস বলেন, 'এরকম রংবেরঙের জুতো সাধারণত পাহাড়ি এলাকার মানুষ ব্যবহার করে। দুষ্কৃতীরা হয়তো কোনও দোকান বা গাড়ি থেকে এসব লুট করেছিল। এলাকায় তা বিক্রি করতে না পেরে হয়তো নদীর জলে ফেলে দিয়েছে।' জুতোগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় মানিকগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'বস্তার জুতোগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও কিছু পাওয়া যায়নি। এগুলো সবই পুরোনো, ব্যবহৃত জুতো।' অকারণ গুজব না ছড়ানোর অনুরোধ করেন জেলা পুলিশ সুপার।

গত শনিবার অমরখানা এলাকায় ডোকাইচাঁদ নদী থেকে প্রথমে বস্তাবোঝাই জুতো মেলে। রবিবার ফের অমরখানা এলাকায় যমুনা নদীর জলে আরও এক বস্তাবোঝাই জুতো নদীর জলে ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তারপর রাস্তার পাশে ঝোপে, চা বাগান, চাষের জমি থেকে ঝাঁ চকচকে রংবেরঙের জুতোর দেখা মিলতে থাকে। স্থানীয় পরেশ রায় বলেন, 'নতুন জুতো দেখে কেউ কেউ লুট করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আবার অনেকেই চিন্তিত জুতোয় কোনও বিপদ লুকিয়ে রয়েছে কি না, সেটাই বুঝতে পারছে না।'

স্বীকৃতি না থাকায় আসছে না অনুদান

ন্যাকের পরিদর্শন, ধোঁয়াশা পিবিইউয়ে

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৮ মে : প্রতিষ্ঠার পর এক দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও এতদিনে ন্যাক (ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল)-এর পরিদর্শন করাতে পারেনি কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২ বি স্বীকৃতিও নেই। অধ্যাপকদের দু'-একজন জানিয়েছেন, ১২ বি স্বীকৃতি না থাকায় ইউজিসি, সিএসআইআর-এর অনুদান পাচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয়। ন্যাক-এর পরিদর্শন না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মানও প্রশ্নের মুখে। বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা এবিএন শীল কলেজ, কোচবিহার কলেজ, বাণেশ্বর সারথিবালা মহাবিদ্যালয়, মেখলিগঞ্জ কলেজ সহ নানা প্রতিষ্ঠান ন্যাক থেকে মূল্যায়ন করিয়েছে। কিন্তু উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এতদিনেও সেই পরিদর্শন তথা মূল্যায়ন না করানোয় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে। এবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আবদুল কাদের সাফেলির বক্তব্য, 'ন্যাক-এর পরিদর্শন করাতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য থাকা প্রয়োজন। যেহেতু বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যহীন, তাই তিনি এলেই সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতি নেওয়া হবে।'

দেবকুমার মুখোপাধ্যায় উপাচার্য থাকাকালীন ইউজিসির ১২ বি স্বীকৃতি এবং ন্যাক-এর পরিদর্শন করানোর জন্য দু'-তিনবার দিল্লি গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রতিটি বিভাগে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব এবং পরিকাঠামোগত সমস্যার কারণে সেসময় প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। এদিকে উপাচার্য না থাকায় সমস্যা বাড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবে উপাচার্য আসবেন, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছেন সকলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মাধবচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'ন্যাক-এর মূল্যায়ন না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা কলেজগুলির সমস্যা হতে পারে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার মানও প্রশ্নের মুখে দাঁড়াবে। এর সমাধান দরকার।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রবীণ অধ্যাপকের মন্তব্য, 'এতদিনেও আমাদের ন্যাক-এর পরিদর্শন হয়নি। স্থায়ী উপাচার্য থাকাকালীন কর্তৃপক্ষ চেষ্টা চালালেও কোনও কারণে তা হয়নি। ১২ বি স্বীকৃতিও আমাদের নেই। কেন এবিষয়ে কারও সদিচ্ছা নেই, তা বুঝতে পারছি না।'

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানানো হয়েছে, ১২ বি স্বীকৃতি না থাকায় ইউজিসি, সিএসআইআর থেকে সেভাবে অনুদান আসছে না। এতে মূলত বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপকদের কাজের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পর ১৩ বছর হতে চললেও প্রতিটি বিভাগে শিক্ষাকর্মীর অভাব রয়েছে। প্রতিটি বিভাগে রয়েছে পর্যাপ্ত অধ্যাপকের অভাবও। এতে প্রতি মুহূর্তে নানা সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অধ্যাপকদের। এক অধ্যাপক বলেন, 'অধ্যাপক সংখ্যা, কোয়ার্টার, আলাদা প্রশাসনিক ভবন সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো কিছুই সেভাবে আমাদের নেই। এসব থাকলে ন্যাকের ক্ষেত্রে আলাদা পয়েন্ট পাওয়া যায়।'

হরিমাধব মঞ্চের শিলান্যাস প্রস্তাব মমতাকে

বালুরঘাট, ১৮ মে : সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন বাংলা নাটকের কালজয়ী নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রয়াণের পরেরদিনই বালুরঘাট পুরসভা তাঁর স্মৃতিতে বালুরঘাটে হরিমাধব মুক্তমঞ্চ গড়ে তোলার আশ্বাস দিয়েছিল। এবার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে সেই মঞ্চের শিলান্যাসের প্রস্তাব পাঠাল বালুরঘাট পুরসভা। সোমবার উত্তরবঙ্গ সফরে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার ডাবগ্রামে পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন তিনি। সেখানেই বালুরঘাট শহরের সুরেশরঞ্জন পার্কের সামনে প্রয়াত হরিমাধবের স্মৃতিতে মুক্তমঞ্চের শিলান্যাস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে।

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ দেবতা, বেলা ১১.০০ ভক্তের ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, দুপুর ১.০০ সেদিন দেখা হয়েছিল, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধে ৭.০০ বিধিলিপি, রাত ১০.০০ মন মানে না, ১.০০ নব্যাংশ

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.২০ গুরু, সন্ধে ৭.৩০ সংগ্রাম, রাত ১০.৪৫ শাপমোচন

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ মেমসাহেব, দুপুর ১.৩০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৪.৩০ বর কনে, রাত ১০.৩০ রূপবান, ১.১৫ জয় কালী কলকাতাওয়ালি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শুভ রজনী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মস্তান

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অমর সঙ্গী

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি: দুপুর ১২.০৩ দ্য লেজেন্ড অফ মাইকেল মিশ্রা, ২.০৬ নো ওয়ান কিলড জেসিকা, বিকেল ৪.২২ দিল বেচারা, সন্ধে ৬.০৫ রাজনীতি, রাত ৯.০০ দম লগাকে হইসা, ১০.৫৪ ওহ কওন থি?

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৩২ বিবি নম্বর ওয়ান, দুপুর ১.৫৭ স্যামি-টু, বিকেল ৪.৪৯ পিওম, রাত ১০.৩৪ মায়োঁ

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৩৬ দ্য হিরো : লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, বিকেল ৫.১১ দবং-থ্রি, রাত ৮.০০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ১০.৪৪ পিপা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১১ বার বার দেখো, দুপুর ১.৩৩ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, বিকেল ৩.৩৬ মনমর্জিয়াঁ, সন্ধে ৬.১৫ এজেন্ট বিনোদ, রাত ৯.০০ বাওয়াল, ১১.১৮ গুডবাই

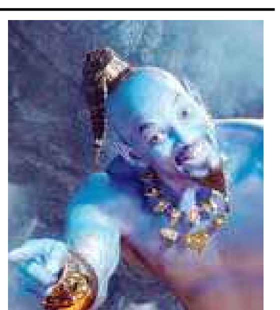

আলাদিন রাত ৮.৪৫
স্টার মুভিজ এইচডি

সাতে পাকে বাঁধা
দুপুর ১.৩০ **জলসা মুভিজ**

দ্য লেজেন্ড অফ মাইকেল মিশ্রা
দুপুর ১২.০৩ **স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি**

উত্তরের শিকড়

সমাধিফলক যেন ওঁদের অবদানের সাক্ষী

অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলায় চা শিল্প স্থাপনের কাণ্ডারি, তথা ইংরেজ টি প্ল্যান্টার্সরা যেন আজও জীবিত আছেন স্থানীয় সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেলস চার্চের তত্ত্বাবধানে থাকা সমাধিফলকে। দূর-দূরান্ত থেকে আজও অনেকেই আসেন সেসব সমাধিফলক দেখতে তথা সেই সকল চা বণিকদের সম্পর্কে জানতে।

এই চার্চের জমিতে ডুয়ার্সের নানা কবরস্থান থেকে এনে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে সমাধিফলকগুলি। তবে বহুদিন সেই ফলকগুলি অবহেলায় পড়ে ছিল। যার মধ্যে কয়েকটি সমাধিফলক তুলে এক জায়গায় উঁচু করে সাজিয়ে রেখেছে চার্চ কর্তৃপক্ষ। যেমন এখানে লুইসা ক্যাথেরিন নামে এক চা বণিকের সমাধিফলক রয়েছে। ১৯০২ সালে তিনি মারা যান ডুয়ার্সের চা বলয়ে মারণ রোগ কালাজ্বরে আক্রান্ত হয়ে। এছাড়াও ১৮৭৭ সালে ওয়ালটার আলেকজান্ডার জন থমসনের স্ত্রী শার্লি থমসন মারা যান কলেরায়। তাঁর সমাধিফলকও এখানে রয়েছে। চার্চটির প্রতিষ্ঠার পেছনে এই মহিলার অনেক অবদান রয়েছে। আরেক ইংরেজ ক্যাপ্টেন জন গ্র্যান্টের ২১ বছরের ছেলে জেমসের কলেরায় মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর সমাধিফলকও রয়েছে সযত্নে। ১৮৯৭ সালের ২২ মার্চের মৃত্যুর এই তারিখের পাশে পাথরে ইংরেজিতে খোদাই রয়েছে julpaiguri নামটি। যদিও আজকের ইংরেজি অক্ষরে jalpaiguri বানান লেখা হয়। ডুয়ার্সের সোনগাছি, বাগরাকোট, চিলৌনির বহু ইংরেজ চা কর্তা এবং ম্যানেজারের স্মৃতি ফলক চার্চের ভেতরে জ্বলজ্বল করছে। চার্চের পরিচালন সমিতির সভাপতি সুহৃদ মণ্ডল বলেন, 'আমরা চাই ডুয়ার্সের চা বাগানের গোড়াপত্তনে ইংরেজদের অবদান ও ডুয়ার্সের নানাবিধ রোগের ইতিহাস সম্পর্কিত হেরিটেজ মিউজিয়াম গড়ে তুলতে সরকারিভাবে সাহায্য করা হোক।'

বিক্রয়

আলিপুরদুয়ার নিউটাউন পার্ক রোডের পাশে 3.75 ডেসিমেল জমি অতিসত্বর বিক্রয় হবে। Mo : 8101427002. (C/115566)

•

পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি সংহতি মোড়ের কাছে ২ কাঠা জমির ওপর তিনতলা সুসজ্জিত বাড়ি বিক্রয় করতে চাই। M : 9832093348. (C/116345)

ক্রয়

খড়িবাড়ি ব্লকে একবিঘা রেজিঃ জমি কিনতে চাই। M : 9832093348. (C/116545)

কর্মখালি

৯টা থেকে ৯টা (9 AM to 9 PM) শিলিগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ড লাগবে, বেতন - 12,000/-, M : 8001040040.

•

শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় ফ্ল্যাট-এর জন্য নাইটগার্ড লাগবে, বেতন 10,000/-, বয়স : 20-50, M: 9933119446. (C/116501)

কর্মখালি
স্টার হোটেলে অনূর্ধ্ব 30 ছেলেরা নিশ্চিত কেরিয়ার তৈরি করুন। আয় 10-18000/-, থাকা খাওয়া ফ্রি। 9434495134. (C/116323)

•

Linux Admin Support Engineer in State Data Centre. Location : Siliguri & Agartala Experience : 0 to 3 years, k.saikh@bluematrixsolution.com

ASSAY INDIAN MODEL SCHOOL (AIMS)

Required pure Sci, Math, Eng., Physical Sci.Teacher. Salary : 12 K-15K. Mob : 9733055032, 7363007227. (C/116502)

অ্যাভিডেভিট

আমার কিছু তথ্যাদিতে Satyajit Ray লিপিবদ্ধ আছে। গত 17.05.25, 3rd Court, সদর, কোচবিহার J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Satyajit Roy এবং Satyajit Ray এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। ব্রহ্মত্তর কশাল ডাঙ্গা, আকরারহাট বন্দর, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/115934)

•

দিনহাটা EM কোর্টে 16.5.25 অ্যাফিডেভিট বলে আমি চন্দ্রিমা রায় বেপারী এবং চন্দ্রিমা রায় একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সাং জিৎপুর-১। (S/M)

CORRIGENDUM LEGAL NOTICE

I Tapash Nandi, Advocate, Siliguri have Published a Legal Notice on 16-05-2025 in Page No. 02, Col. No. 05, of UTTAR BANGA SAMBAD and the Deed Number which are lost shall be read as I - 4867 & I - 4870 for the year 1984 instead of DEED NUMBER I - 4870 for the year 1984.
Tapash Nandi (Advocate)
Siliguri, M:- 94341 51274

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ চলবে। প্রেমের ক্ষেত্রে অপরিচিত ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। **বৃষ :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। দূরের কোনও বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগে উপকৃত হবেন। **মিথুন :** রাস্তায় কোনওরকম বিতর্কে জড়ালেই সমস্যা হবে। প্রিয়জনের জন্যে কিছু করতে পেরে আনন্দ। **কর্কট :** সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্যে খরচ বাড়বে। নতুন বাড়ি কেনার যোগ। **সিংহ :** অহেতুক কথা বলে জনপ্রিয়তা নষ্ট হবে। জমি ও বাড়ির কাগজপত্র সাবধানে রাখুন। **কন্যা :** জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণে তৃপ্তি লাভ। দূরের বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। **তুলা :** সপরিবারে ভ্রমণে আনন্দ। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পাবেন। ভালো কাজের জন্যে সম্মান প্রাপ্তি। **বৃশ্চিক :** সামান্য উদাসীনতায় সম্পর্কের ক্ষতি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলের ইঙ্গিত। **ধনু :** প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝতে পারেন। কোনও নতুন কর্মক্ষেত্র থেকে ভালো সুযোগ আসবে। **মকর :** ব্যবসায় ভালো ফল লাভ হবে। নতুন কোনও প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। প্রিয়জনের সহায়তা প্রাপ্তি। **কুম্ভ :** কর্মক্ষেত্র বদলের সিদ্ধান্ত। পুরোনো রোগ ফিরতে পারে। প্রেমে শুভ। **মীন :** বিদ্যার্থীদের শুভ। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ বৈশাখ, ১৯ মে, ২০২৫, ৪ জেঠ, সংবৎ ৭ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২০ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।১০। সোমবার, সপ্তমী রাত্রি ১।২৯। শ্রবণানক্ষত্র দিবা ৩।৫৪। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১।২৩। বিষ্টিকরণ দিবা ১।৫৪ গতে ববকরণ রাত্রি ১।২৯ গতে বালবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ৩।৫৪ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ৩।৪৪ গতে কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ১।২৯ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, রাত্রি ১।২৯ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৬।৩৭ গতে ৮।১৬ মধ্যে ও ২। ৫২ গতে ৪।৩১ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।১৩ গতে ১১।৩৪ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১২। ৪২ গতে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান, কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১২।৪২ গতে ২। ৫২ মধ্যে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৮।৩০ গতে ১০।১৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৮ গতে ১১।৫৮ মধ্যে ও ১।২২ গতে ২। ৫০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৩।৩০ গতে ৪।১২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পুড়ে গিয়েছে রান্নাঘর। রবিবার চামটিমুখী এলাকায়।

বৌ ফেরেননি, রেগে ঘরে আগুন

পরে অনুতপ্ত রতন

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ১৮ মে : রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন স্ত্রী। বারবার ফোন করে আসার কথা বলেও তাঁকে ফেরানো যায়নি। স্ত্রী ফিরে না আসার দুঃখে রবিবার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেন চামটিমুখী এলাকার বাসিন্দা রতন রায়। ওই ঘটনায় রান্নাঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে বাকি ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। রতনের এরকম কাণ্ড দেখে রীতিমতো হতবাক এলাকার বাসিন্দারা। রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে একাজ ঘটিয়েছেন রতন। পরবর্তীতে ওই ব্যক্তি অনুতপ্ত বোধ করেন।

রতন বলেন, 'রান্না করতে বসে মন খারাপ হয়েছিল। মাথা ঠিকমতো কাজ না করায় ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছি।' স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সপ্তাহখানেক আগে বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই এলাকার বাসিন্দা রতন রায় ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে কোনও একটি বিষয় নিয়ে বচসা হয়। রাগ করে সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান তাঁর স্ত্রী। স্ত্রী বাবার বাড়ি যাওয়ার দু-তিনদিন পর থেকে তাঁকে ফোন করতে থাকেন রতন। বারবার বাড়ি ফিরে আসার কথা বলেন। তবে গোসা ভাঙেনি স্ত্রীর। তাই তিনি বাড়ি ফিরে আসেননি। এদিকে, বাড়িতে একা থেকে আরও বেশি ভেঙে পড়েন রতন।

এদিন দুপুরে রান্না করছিলেন তিনি। হঠাৎ রান্না ঘরে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। বিষয়টি নজরে পড়তেই প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। তড়িঘড়ি আগুন নেভাতে হাত লাগান তাঁরা। খবর দেওয়া হয় ধূপগুড়ির দমকলকেন্দ্রে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

এরপর এলাকাবাসী রতনকে আশ্বস্ত করেন যে, তাঁরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে রতনের স্ত্রীকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন।

স্থানীয় বাসিন্দা মৃদুল রায় বলেন, 'রতন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। রতনকে আশ্বস্ত করা হয়েছে। তাঁর স্ত্রীকে বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনা হবে।'

এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য ননীগোপাল রায় বলেন, 'দুজনের মধ্যে বচসার পর স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যাওয়ায় ভেঙে পড়ে রতন। অভিমানে সে এই ধরনের কাজ করেছে। ভবিষ্যতে যাতে এরকম ঘটনা আর না ঘটে সেদিকে আমরা নজর রাখব।'

অভিমান

রাগ করে সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান স্ত্রী

দু-তিনদিন পর থেকে তাঁকে ফোন করতে থাকেন রতন

তবে গোসা ভাঙেনি স্ত্রীর

এদিন রাগ নিয়ন্ত্রন করতে না পেরে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেন

এফপিসি ও বন দপ্তরের বৈঠক

বেলাকোবা, ১৮ মে : বন দপ্তর ও এলাকাবাসীদের মধ্যে সংঘাত এড়াতে রবিবার ফরেস্ট প্রোটেকশন কমিটি, এলাকার জনপ্রতিনিধি ও বন দপ্তরের মধ্যে একটি বৈঠকের আয়োজন করা হল বোদাগঞ্জ বাজারে।

বৈঠকে এফপিসির সভাপতি বাবলু রায় সহ ১৪ জন সদস্য, বন দপ্তরের এসকর্ট রেঞ্জ অফিসার ও বারোপাটিয়ার প্রাক্তন প্রধান তথা জলপাইগুড়ি এসটি এসসি ওবিসি সংগঠনের চেয়ারম্যান কৃষ্ণ দাস উপস্থিত ছিলেন। গত বুধবার রাজগঞ্জ ব্লকের মান্তাদারিতে হাতির হানায় এক পরিযায়ী শ্রমিক রাজেশ ওরাওঁ-এর মৃত্যু হয়। তারপর স্থানীয়রা ক্ষোভে ফেটে পড়ে বন দপ্তরের গাড়ি ভাঙচুর করেন। এমনকি বেলাকোবার রেঞ্জ অফিসার চিরঞ্জিত পালও ক্ষোভের শিকার হয়েছিলেন। এদিনের আলোচনায় এফপিসির অভিযোগ, বন দপ্তর নিয়ম মেনে টহলদারি চালাচ্ছে না। এনিয়ে বন দপ্তরের বিরুদ্ধে বোদাগঞ্জে বাজারে শুক্রবারও এলাকার মানুষ বিক্ষোভে শামিল হন। যদিও এর আগেই নজরদারি না থাকার অভিযোগকে অস্বীকার করেছেন এলাকার ডিএফও।

বুনো হাতির দলের হানায় শুক্রবার কৃষকদের ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপাটিয়া অঞ্চলে একাধিক জায়গায় দাঁতালের হামলা হয়েছে।

এদিনের আলোচনায় বন্যপ্রাণী ও মানুষের মধ্যে সংঘাত এড়ানো, জঙ্গলে বন্যপ্রাণীদের খাদ্যের অভাব মেটানো নিয়ে কথা হয়েছে। বাবলু বলেন, 'বুনো হাতির আক্রমণ থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা, গত চার বছর ধরে বন্ধ এফপিসিতে বন দপ্তরের আর্থিক সাহায্য পুনরায় চালু করা, এছাড়া হাতির নিরাপত্তায় বোদাগঞ্জ বাজার থেকে ঝাকুয়াপাড়া পর্যন্ত ১১ হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক লাইনের বিপজ্জনক অবস্থা সারানো নিয়ে আলোচনা হয়েছে।'

রেঞ্জ অফিসার সমস্ত বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

জয়ী বিজেপি

গয়েরকাটা, ১৮ মে : সমবায় সমিতি নির্বাচনে জয় ছিনিয়ে নিল বিজেপি। বানারহাট ব্লকের শালবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চামটিমুখী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের নির্বাচনে ৯টি আসনের মধ্যে ৬টিই দখল করেছে গেরুয়া শিবির। বাকি তিনটি আসনে জয়ী হয়েছে তৃণমূল। রবিবার পুলিশি নিরাপত্তায় নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর সন্ধ্যায় গণনাপর্ব শুরু হয়। গণনা শেষে দেখা যায়, বিজেপি প্রার্থীরা ৬টি আসনে জয়লাভ করেছেন। ধূপগুড়ি উত্তর-পশ্চিম মণ্ডল-২ সহ সভাপতি সন্তোষ রায় বলেন, 'এই রায় জনগণের রায়। মানুষ ভালোবেসে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থন করেছেন।'

আদালতে সম্পত্তির হলফনামা দেননি স্বপন সাহা

পুনরায় উৎপলকে নোটিশ

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৮ মে : ঠিকাদারের বকেয়া বিল মেটানোর মামলায় পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যানকে মামলার অংশীদার করতেই নড়েচড়ে বসল পুর কর্তৃপক্ষ। গত বৃহস্পতিবার মামলার শুনানির আগেই বুধবার মামলাকারী ঠিকাদার স্বপন ভৌমিকের অ্যাকাউন্টে জমা হল প্রায় সাত লক্ষ টাকা। যদিও এটা ছিল বকেয়া বিলের দ্বিতীয় কিস্তি। দুই কিস্তিতে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা পুরসভা মেটালেও বাকি টাকা কতদিনের মধ্যে মেটাবে সেটা আদালতে জানায়নি পুরসভা।

বর্তমান চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়িকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলেও ১৫ মে শুনানিতে আদালতে হাজির হননি চেয়ারম্যান। পরবর্তীতে, পুনরায় চেয়ারম্যানকে নোটিশ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। পরবর্তী শুনানির আগেই পুরসভাকে বাকি টাকা মেটানোর নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। মামলাকারীর আইনজীবী সুমন সাহা বলেন, 'শুনানির আগেই কিছু টাকা দিয়েছে পুরসভা। পরবর্তী শুনানির আগেই সম্পূর্ণ বকেয়া মেটানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত।'

প্রায় নয় বছর আগে মাল পুরসভায় স্বপন সাহা চেয়ারম্যান থাকাকালীন একটি সীমানা প্রাচীর নির্মাণের বরাত পেয়েছিলেন স্থানীয় ঠিকাদার স্বপন ভৌমিক। বরাত পাওয়া কাজটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে ২৫ লক্ষ ৬ হাজার ৯২৬ টাকার বিল পুরসভার কাছে জমা দিয়েছিলেন ঠিকাদার।

অভিযোগ, বিলের টাকা মেটাতে গড়িমসি শুরু করে পুরসভা।

বেশ কয়েকবার প্রাপ্য টাকা চেয়ে পুরসভাকে লিখিতভাবে আবেদন করেছিলেন ঠিকাদার স্বপন। কিন্তু পুর কর্তৃপক্ষ সেই সময় তাঁর প্রাপ্য টাকা প্রদান করেনি। এরপর ২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে পুরসভার বিরুদ্ধে প্রথম মামলা রুজু করেন স্বপন। সেই সময় আদালত পুরসভাকে নির্দেশ দেয় বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য। পুরসভা জানায়, তারা ১৭ লক্ষ টাকা কয়েকটি কিস্তিতে মেটাবে। কিন্তু তাতে রাজি হননি স্বপন। ২০২৪ সালে স্বপন পুনরায় হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। আদালত ৩১ তারিখের মধ্যে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া জন্য নির্দেশ দেয়। এরপরেই ২০২৪ সালের মে মাসের ৭ তারিখ মাল পুরসভা ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের ডিভিশন বেঞ্চে পালটা আপিল মামলা করে। যদিও পরবর্তীতে পুরসভার দায়ের করা মামলা খারিজ করে দিয়ে দুই মাসের মধ্যে টাকা মেটানোর নির্দেশ দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। দুই মাসের মধ্যে বকেয়া টাকা পরিশোধ না করতে পারায় আদালত অবমাননার দায়ে পড়ে মাল পুরসভা।

২০২৪ সালের ৮ ডিসেম্বর পুরসভার তরফে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা স্বপনকে দেওয়া হয়। বকেয়া টাকা আদালতের নির্দেশ মেনে ২০২৫ সালের ৬ মার্চের মধ্যে মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন মাল পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা।

কিন্তু প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মার্চ মাসের ৬ তারিখ পর্যন্ত বকেয়া টাকা পরিশোধ না করায় স্বপন সাহার বিরুদ্ধে রুল জারি করে হাইকোর্ট। সেইসঙ্গে চলতি মাসের ৩ তারিখ আদালতে সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। এরপর মার্চ মাসের ২৮ তারিখ স্বপন সাহা হাইকোর্টের কাছে একটি হলফনামা জমা দেন। পরবর্তীতে চলতি মাসের ১৩ তারিখে স্বপন ভৌমিকের অ্যাকাউন্টে পুরসভার তরফে দ্বিতীয় কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছে। সঙ্গে এই মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন করেছেন প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। যদিও সেই আবেদন খারিজ করে আদালত। বর্তমান চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি বলেন, 'সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি আইন মেনে করা হচ্ছে।'

তবে বিরোধীদের কটাক্ষ তৃণমূলের দিকেই। বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'যাঁর আমলে দুর্নীতি হয়েছে, তিনি তো এখন পার পাবেন না, আর প্রাক্তন চেয়ারম্যান এখন মামলা থেকে পালাতে চাইছেন।' সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, 'তৃণমূল পুরসভার কালচার নষ্ট করেছে, এটা আমাদের কাছেও লজ্জার।'

বর্ষার আগে ভোগান্তির আশঙ্কা

পিচের প্রলেপ নেই, জরাজীর্ণ রাস্তায় দুর্ভোগ

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ১৮ মে : দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বেলাকোবা সংলগ্ন বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টের মণিঙ্গাঝোরা গ্রামের রাস্তার কঙ্কালসার অবস্থা হয়েছে। অনেক জায়গায় পিচের প্রলেপ উঠে নীচের পাথর বেরিয়ে গিয়েছে। ফলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা জোরালো হয়েছে। বন্যপ্রাণীর আতঙ্কের পাশাপাশি এই রাস্তাটি এলাকাবাসীর কাছে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নেপালিবস্তির বাসিন্দা অমিত কেরকেট্টা জানান, বছরের পর বছর ধরে রাস্তাটি মেরামত হয়নি। বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট এলাকার বনবস্তিবাসীরা দ্রুত রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছেন।

> জেলা পরিষদের কাছে রাস্তা সংস্কারের বিষয়টি জানিয়েছি। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হলে কাজ শুরু করা হবে।
>
> **রণবীর মজুমদার**, সদস্য জেলা পরিষদ

জেলা পরিষদের সদস্য রণবীর মজুমদার বলেন, 'জেলা পরিষদের কাছে রাস্তা সংস্কারের বিষয়টি জানিয়েছি। টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হলে কাজ শুরু করা হবে।' শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নেপালিবস্তি থেকে শুরু হয়ে মণিঙ্গাঝোরা হয়ে প্রায় ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তাটি ভ্রামরীদেবীর মন্দিরে যায়। রাস্তাটি নেপালিবস্তি, চাটাগ্রাম, মণিঙ্গাজোরা, নোধাবাড়ি, যোলোইডাঙ্গা, মেজবাড়ি ও বোদাগঞ্জ গ্রামগুলির ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে। এই সাতটি গ্রাম মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজার মানুষ রাস্তাটি ব্যবহার করেন। এছাড়া পর্যটকরা যাতায়াত করেন। টুপেন রায়, অরুণ রায়ের মতো গ্রামবাসী জানান, রাস্তা খারাপ হওয়ায় টোটো ও রিকশাচালকরা এই রাস্তায় ঢুকতে চান না। সমস্যা মেটানোর দাবিতে তাঁরা সরব হয়েছেন।

বড়দিঘি-মালবাজার পর্যন্ত বেহাল রাস্তা।

অর্থবরাদ্দ হলেও কাজ কই

কৌশিক দাস

বড়দিঘি, ১৮ মে : দীর্ঘদিন ধরে চলাচলের অযোগ্য রাস্তা। খানাখন্দে ভরা বড়দিঘি-মালবাজার রাজ্য সড়ক দিয়ে যাতায়াতে ভোগান্তির শেষ থাকে না বাসিন্দাদের। এর আগে বহুবার তেশিমলা ও কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। অবশেষে মাস তিনেক আগে পূর্ত দপ্তরের তরফে রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রায় ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু রাস্তা আর হল কই। এখনও ওই রাস্তা সংস্কারে কোনও পদক্ষেপ না করায় ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা।

তেশিমলার বাসিন্দা রাব্বু প্রধানের কথায়, 'কেন রাস্তাটি সংস্কার হচ্ছে না এ নিয়ে প্রশাসনের কর্তারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে প্রায়শই দুর্ঘটনায় মুখে পড়তে হচ্ছে বাসিন্দাদের। এরপর আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলে এলাকাজুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হবে।'

এদিকে, সামনেই বর্ষা। তখন ভোগান্তি আরও চরমে উঠবে বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী। এ ব্যাপারে পূর্ত দপ্তরের সহায়ক বিভাস দে-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'টেন্ডার প্রক্রিয়া সহ অন্যান্য কাজ চলছে। এরপর ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া হবে। জুলাই মাসে রাস্তার কাজ শুরু হবে।' তবে ওই আশ্বাসে চিঁড়ে ভিজছে না। অবিলম্বে রাস্তার কাজ শুরু না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসী।

মাল ব্লকের বড়দিঘি-মালবাজার রাজ্য সড়কের বেহাল দশায় ক্ষোভে ফুঁসছেন বাসিন্দারা। কুমলাই ও তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে যাওয়া প্রায় ৮ কিমি দীর্ঘ ওই রাস্তায় পিচের চাদর উঠেছে। গোটা রাস্তায় ছোট-বড় গর্তে ভরে গিয়েছে।

বছর চারেক আগে রাস্তাটির সংস্কার করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ফের বেহাল হয়ে পড়ে। এরপর গত কয়েক বছরে রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে বাসিন্দারা একাধিকবার বিক্ষোভে শামিল হন। তাঁদের অভিযোগ, প্রশাসনের আধিকারিকরা এলাকায় এসে আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেননি।

প্রতিদিন কর্মসূত্রে মালবাজার যাতায়াত করেন নেওড়া চা বাগানের বাসিন্দা উত্তম লোহার। তাঁর কথায়, 'গোটা রাস্তা গর্তে ভরে গিয়েছে। বাইকে হামেশাই দুর্ঘটনা ঘটছে। টোটো উলটে যাচ্ছে। যাত্রীরা আহত হচ্ছেন। তবু প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। কবে যে সমস্যা মিটবে কে জানে।'

এ ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন।

যাত্রী অসাবধানতা নিয়ে উদ্বেগ

ধূপগুড়ি, ১৮ মে : চলন্ত ট্রেন থেকে একের পর এক যাত্রী পড়ে যাওয়ার ঘটনায় উদ্বিগ্ন রেল পুলিশ। চলতি মাসেই ধূপগুড়িতে পরপর দুই ঘটনায় এমনই উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

গত ৪ মে ট্রেন থেকে পড়ে এক যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছিলেন। একই ঘটনা ঘটেছে শনিবার রাতেও। ধূপগুড়ি স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় সরাইঘাট এক্সপ্রেস থেকে সমীরকুমার সিং নামে এক ব্যক্তি পড়ে যান।

দুটি ক্ষেত্রেই রেলযাত্রীর অসাবধানতার কারণে এমন ঘটনা ঘটছে বলে দাবি করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। তদন্ত করে এমন তথ্যই তারা পেয়েছে বলে জানিয়েছে। জলপাইগুড়ি আরপিএফের ইনস্পেকটর বিপ্লব দত্ত বলেন, 'বারবার সচেতন করা সত্ত্বেও যাত্রীরা শুনছেন না। ট্রেনের দরজায় বসে, দাঁড়িয়েই যাত্রা করছেন। এতে দুর্ঘটনা ঘটছে।'

প্রকল্পের উদ্বোধন

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : জলপাইগুড়ি সফরে এসে তিন শতাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এর মধ্যে রাস্তা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলপ্রকল্পের মতো প্রকল্পগুলি তৈরিতে খরচ হয়েছে ২৮৭ কোটি টাকা। অপরদিকে ১৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩০টি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। এছাড়াও জমির পাট্টা, কিষান ক্রেডিট কার্ড সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রায় দেড় লক্ষ উপভোক্তাকে দেওয়া হবে। এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সভা থেকে ১৪ হাজার উপভোক্তাকে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা দেওয়া হবে।

বিপাকে কৃষক

ধূপগুড়ি, ১৮ মে : জলপাইগুড়ি জেলাজুড়ে এখনও কৃষকবন্ধু প্রকল্পের ২০ শতাংশ উপভোক্তার আধার লিংক হয়নি। ফলে একদিকে যেমন বিপাকে পড়ছেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা, তেমনি উপভোক্তাদের প্রকল্পের টাকা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। জেলায় কৃষকবন্ধু প্রকল্পের আওতায় মোট ১ লক্ষ ৬ হাজার ৩৫১ জন উপভোক্তা রয়েছেন। জেলার প্রতিটি ব্লকের কৃষি দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকরা কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। যাঁরা ভিনরাজ্যে চলে গিয়েছেন তাঁদের আধার লিংক করা যায়নি বলে তাঁরা জানিয়েছেন। জলপাইগুড়ির উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) গোপাল সাহার সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

মদ পাচার

বীরপাড়া, ১৮ মে : নদীপথ হোক কিংবা সড়কপথ, আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে ভুটান থেকে ভারতে পাচার করা হচ্ছে মদ ও বিয়ার। শনিবার রাতে ভুটান সীমান্তের মাকড়াপাড়া চেকিং পয়েন্টে একটি যাত্রীবাহী গাড়ি থেকে ৪৮ বোতল ভুটানি মদ ও ৭১ বোতল ভুটানি বিয়ার বাজেয়াপ্ত করল আবগারি দপ্তর এবং এসএসবি। গ্রেপ্তার করা হয়েছে গাড়ির চালককে।

বর্ষার আগে রেল ট্র্যাকে বিশেষ নজর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মে : বর্ষার মরশুমে রেল ট্র্যাকের নিরাপত্তায় জোর দিল রেলমন্ত্রক। রেইনকাট হলে রেল ট্র্যাকে ট্রেন চলাচল বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। তাই কোন কোন জায়গায় রেইনকাট রয়েছে তা দেখা হচ্ছে। এছাড়াও রেল ট্র্যাক সংলগ্ন নালায় যাতে জল জমতে না পারে, সেদিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। রেলসেতু এলাকায় নদীর জল যাতে বিপদসীমা না ছাড়ায় সেদিকেও নজর রাখছে পেট্রলিং টিম। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'বর্ষাকাল শুরু হতেই রেল ট্র্যাক সহ সিগন্যালিং ব্যবস্থার উপর নজর রাখতে পেট্রলিংয়ে জোর দেওয়া হয়েছে রেলের তরফে।' রেলমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মধ্যে কামাখ্যাগুড়ি সংলগ্ন এলাকা, সেবক-গুলমার মতো জায়গায় প্রায় প্রতিবছরই রেইনকাটের সমস্যা দেখা যায়। এর ফলে ট্রেন চলাচল আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে নীচু ও জলা জায়গা থাকায় সমস্যা আরও বাড়ছে। রেইনকাটের এই সমস্যা বড় আকার নিলে বোল্ডার বাঁধ তৈরি করা হয়। চলতি বছরেও একই রকমভাবে বর্ষার আগেভাগে সবরকম প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে।

ঝড়-বৃষ্টিতে সিগন্যালিং নিয়ে সমস্যা বড় আকার নেয়। বিশেষ করে পয়েন্ট অপারেটিং গিয়ার সিগন্যালিং পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পয়েন্ট অপারেটিং গিয়ার নীচু জায়গায় থাকায় অনেক সময় তা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সিগন্যালিংয়ে সমস্যা বড় আকার নেয়। সেসব জায়গায় বাড়তি নজরদারি চলে। জল যাতে না জমতে পারে, তা দেখা হয়। বর্ষার মরশুমে পেট্রলিং টিমের সদস্যদের সংখ্যাও বাড়িয়ে তোলা হয়েছে। নির্দিষ্ট স্টেশন সংলগ্ন রেল ট্র্যাক, সেতুর উপর নজরদারি রাখতে দিনরাত নজর রাখছে পেট্রলিং টিম। রাতের দিকে ভারী বৃষ্টি হলে তড়িঘড়ি কাজ করতে হয়। তাই রেইনকাটের সম্ভাবনা রয়েছে এমন জায়গায় বোল্ডার মজুত রাখা হচ্ছে।

ধর তো দেখি আমাকে

খেলার ছলে।। জলপাইগুড়ির মৌলানিতে ছবিটি তুলেছেন শুভদীপ শর্মা। রবিবার।

বাইসন-চিতাবাঘের তাণ্ডবে নাজেহাল ডুয়ার্স

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৮ মে : কোথাও বাইসনের হামলা, কোথাও চিতাবাঘের আতঙ্ক। নিউ গ্লেনকো থেকে চিলৌনি বা মোরাঘাট, একের পর এক চা বাগানে বুনোদের তাণ্ডবে চা শ্রমিকদের কাজকর্ম শিকেয় উঠেছে।

রবিবার বিকেলে চিলৌনি চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় ঢুকে দিনভর দাপিয়ে বেড়ায় একটি পূর্ণবয়স্ক বাইসন। প্রথমে চিলৌনি চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় বাইসনটি ঢুকে পড়ে।

সেই সময় বাইসনের হামলায় বিলাসি লোহার ও সুরেশ রাউতিয়া নামে দু'জন জখম হন। এরপরে বাইসনটি ঢুকে পড়ে বাগানের ৩২ নম্বর সেকশনে। চা বাগানের একটি ঝোপের মধ্যে আশ্রয় নেয়। স্থানীয়রা আহত দুইজনকে উদ্ধার করে নিয়ে যান মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। এরমধ্যে বিলাসির অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। সুরেশকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিন ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছান খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা। সন্ধ্যা নাগাদ বাইসনটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করা হয়। খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, 'একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বাইসন ছিল। ঘুমপাড়ানি গুলি করে কাবু করার পর সেটিকে খুনিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

চিলৌনি চা বাগানে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু বাইসনকে।

এদিনই নিউ গ্লেনকো চা বাগানে একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘ ধরা পড়ল। গত কয়েকদিন ধরে ওই চা বাগানের ১৮ নম্বর সেকশনে চিতাবাঘের উৎপাত শুরু হয়েছিল। বাগান কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বন দপ্তরকে জানালে দু'দিন আগে চিতাবাঘ ধরতে এলাকায় একটি খাঁচা বসানো হয়। সেই খাঁচাতেই চিতাবাঘটি ধরা পড়েছে। মালবাজার বন্যপ্রাণ স্কোয়াডের ওয়ার্ডেন অঙ্কন নন্দী বলেন, 'চিতাবাঘটিকে সুস্থ অবস্থায় গরুমারা জাতীয় উদ্যানে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

রবিবার বাগানের শ্রমিকদের চিতাবাঘের হামলা থেকে বাঁচার উপায় জানাতে মোরাঘাটে একটি সচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ বলেন, 'আমাদের কর্মীরা খাঁচাটি সঠিকভাবে পেতেছেন কি না তা দেখতে বাগানে গিয়েছিলাম। এছাড়া, বাগান শ্রমিকদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক প্রচার করা হয়েছে। আমরা চা বাগানে নজর রাখছি।'

সপ্তাহখানেক আগে মোরাঘাটের ছেত্রী লাইন সংলগ্ন এলাকায় একটি চিতাবাঘকে শাবকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখেন বনকর্মীরা। বাগান কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ওই এলাকায় একটি খাঁচা পাতা হয়।

ছাগলের টোপ দিয়ে প্রতিদিন খাঁচা পাতার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। প্রায় সাতদিন পেরিয়ে গেলেও সেই খাঁচায় চিতাবাঘ ধরা না পড়ায় এদিন বাগানের ওই এলাকা পরিদর্শন করেন বনকর্মীরা। চিতাবাঘের হামলা থেকে বাঁচার জন্য দলবেঁধে চলাফেরা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পাশাপাশি চা বাগানে ঢোকার সময় শব্দ করা বা সন্ধ্যার পর ফাঁকা এলাকায় ঘুরে না বেড়ানোর মতো বিভিন্ন বিষয়ে স্থানীয়দের জানালেন বন দপ্তরের বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের কর্মীরা।

টুকরো খবর

রোগীদের সাহায্য

ময়নাগুড়ি, ১৮ মে : রোগীদের বিনামূল্যে অপারেশনের ব্যবস্থা করতে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করল রামমোহন রায় ফ্যানস ক্লাব। রবিবার ময়নাগুড়ি মাড়োয়ারি গেস্টহাউসে শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক সংস্থা অপারেশন স্মাইল-এর উদ্যোগে ফালাকাটা প্রয়াস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও ধূপগুড়ি নতুন দিশা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহযোগিতায় শিবিরটি আয়োজিত হয়। এছাড়া ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্লকের প্রথম দশ স্থানাধিকারীকে এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিকের মোট ১১ জন এবং উচ্চমাধ্যমিকের মোট ২১ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে মানপত্র তুলে দিয়ে ও উত্তরীয় পরিয়ে সম্মান জানানো হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের ভালো ফলে অবদানের জন্য অভিভাবকদেরও সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

মিছিল

ক্রান্তি, ১৮ মে : এসএসসির ২০১৬ প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের উপর অমানবিক হামলার প্রতিবাদে পথে নামল জলপাইগুড়ি জেলা ছাত্র পরিষদ। রবিবার তাদের উদ্যোগে ক্রান্তিতে একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। জেলা ছাত্র নেতা অর্জুন সরকার ওই কর্মসূচির আয়োজন করেন। এদিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাত্র পরিষদের সভানেত্রী প্রিয়াংকা চৌধুরী, সহকারী সভাপতি শিবাঙ্কর সরকার এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদক অরিজিৎ নিয়োগী উপস্থিত ছিলেন। বিকাশ ভবনের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থানরত শিক্ষকদের উপর বিধাননগর থানার পুলিশের লাঠিচার্জের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। হামলায় একাধিক শিক্ষক আহত হন। ছাত্র পরিষদ ওই ঘটনায় রাজ্য সরকারের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেছে। পাশাপাশি শিক্ষকদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও তোলা হয়েছে।

শিবির

বেলাকোবা, ১৮ মে : রবিবার ব্যবসায়ীদের নিয়ে চিন্তামুক্ত জীবন বিষয়ের ওপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন হল রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবায়। বেলাকোবার ব্যবসায়ী বিনোদ ছওছরিয়ার উদ্যোগে ওই শিবিরটি হয়। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি ব্রহ্মাকুমারী সেন্টারের ইনচার্জ বিকে নিতু, বিকে প্রীতি, বিকে প্রকাশ, জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট চিকিৎসক পিনাকী সরকার, প্রাক্তন শিক্ষক লক্ষ্মীকান্ত পাল রায় প্রমুখ।

চিন্তা থেকে বিভিন্ন রোগ হয়। কমবেশি সকলে বিভিন্ন কারণে চিন্তায় ভোগেন। বর্তমান অবস্থাতে কীভাবে ওই চিন্তামুক্ত জীবন কাটানো যায় তার জন্য এমন শিবির। স্থানীয় ব্যবসায়ী, বাসিন্দা, জলপাইগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকা বেলাকোবা, ফাটাপুকুর, রাজগঞ্জের শতাধিক মানুষ ওই আলোচনা শিবিরে অংশ নেন। এদিন বিকে প্রীতি চিন্তামুক্ত জীবন নিয়ে শিবিরে আলোকপাত করেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

রঙিন।। বালুরঘাটের দোগাছি ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন অন্তরা ঘোষ।

জরাজীর্ণ অবস্থায় ফ্লাড শেলটার

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৮ মে : বন্যা কিংবা কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য তৈরি হয়েছিল ময়নাগুড়ি ফ্লাড শেলটার। ময়নাগুড়ি শহর সংলগ্ন মাধবডাঙ্গার ভবনটির এখন জরাজীর্ণ অবস্থা। যে কোনও সময় ঘাড়ের ওপর ভেঙে পড়তে পারে, তাই ভবনটির পাশ দিয়ে যেতেও ভয় পাচ্ছেন স্থানীয়রা।

ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় জানান, 'অনেক বছর ধরে ফ্লাড শেলটার বিল্ডিংটি বেহাল হয়ে পড়ে থেকে ব্যবহারের অযোগ্য। সরকারি জায়গাও দখল হয়ে যাচ্ছে বলে শুনেছি। ভবনটি ভেঙে নতুনভাবে তৈরির চিন্তাভাবনা রয়েছে।'

১৯৬৮ সালে ময়নাগুড়িতে তিস্তার ভয়াবহ বন্যার এক বছর পর ময়নাগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক নিত্যানন্দ অধিকারী প্রায় দুই বিঘা জমি দান করেন। সেই জমিতেই এই দ্বিতল ফ্লাড শেলটারটি তৈরি করেছিল সেচ দপ্তর। ঠিক হয়, বন্যা ছাড়াও অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতিতে এই ভবনটিতে অসহায়দের আশ্রয় দেওয়া হবে। সেইমতো দ্বিতল ভবনটিতে বেশ কয়েকটি ঘরও তৈরি করা হয়। তারপর তিন দশক ভবনটি কাজে লাগানো হয়। তারপর থেকে সেটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

দীর্ঘদিন ব্যবহৃত না হওয়ায় ভবনটির এখন শোচনীয় দশা।

দুরবস্থা
- ভবনের বিভিন্ন অংশ থেকে সিমেন্টের আস্তরণ ভেঙে লোহার রড বেরিয়ে এসেছে
- কার্নিশের বিভিন্ন অংশও ভেঙে গিয়েছে, পিলারগুলোও নড়বড়ে
- ভেঙে পড়ছে ছাদের চাঙড়, কার্নিশ

ভবনের বিভিন্ন অংশ থেকে সিমেন্টের আস্তরণ ভেঙে লোহার রড বেরিয়ে এসেছে। কার্নিশের বিভিন্ন অংশও ভাঙা। পিলারগুলোর অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। ফ্লাড শেলটার বিল্ডিং সংলগ্ন এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ রায় বলেন, 'অনেক বছর আগে ফ্লাড শেলটার বিল্ডিংটিতে সময়-অসময়ে এলাকার মানুষ আশ্রয় নিতে পারতেন। প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজেও একাধিকবার ভবনটি ব্যবহার করতে দেখেছিলাম। এখন তো ভবনটা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে। কোনদিন যে পুরো ভেঙে পড়বে!'

বাসিন্দারা জানালেন, মাঝেমধ্যেই তাঁরা ছাদের চাঙড়, দেওয়াল ভেঙে পড়ার আওয়াজ পান। বিল্ডিংটির পাশেই একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থাকায় ঝুঁকি অনেকটাই বেশি।

করোনা পরিস্থিতির প্রথম দিকে ময়নাগুড়ি ব্লকে কোয়ারান্টিন সেন্টার, সেফ হাউস তৈরির জায়গার অভাবে হন্যে হয়ে ঘুরতে হয়েছিল ময়নাগুড়ি ব্লক প্রশাসনকে। এলাকাবাসীর মতে, ফ্লাড শেলটার বিল্ডিংটি ব্যবহারের যোগ্য থাকলে এই সমস্যা খুব সহজেই মিটে যেত। এলাকাবাসী গৌতম রায়, সুকুমারী রায়রা চাইছেন, প্রশাসন দ্রুত পুরোনো ভবনটি ভেঙে নতুন করে তৈরি করুক। ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুণ্ডু ফ্লাড শেলটার বিল্ডিংটি পরিদর্শন করা হবে বলে আশ্বাস দিলেন।

'লম্বা হাতে' চোরাই তেলের অবাধ কারবার

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : অবৈধ তেলের কারবার ও পাচারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে শনিবার রাতে সুদীপ সরকারকে ধরেছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট (ডিডি)। ওই রাতেই এনজেপি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় ডাবগ্রামের বাসিন্দা সুদীপকে। কিন্তু এক-দুজনের গ্রেপ্তারে কি বন্ধ হয়ে যাবে এমন কারবার? রবিবার এমন প্রশ্ন শোনা গিয়েছে আইওসি ডিপো সংলগ্ন এলাকায়।

এমন প্রশ্নের মূলে রয়েছে নানান ঘটনা, ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশের অভিযান এবং বছরের পর বছর ধরে অবাধে চলতে থাকা বেআইনি তেলের কারবার। যেমন, বছর দেড়েক আগে বখরার গণ্ডগোলে খুন হয় কালীপদ রায় ওরফে গোলে। গোলে খুনের পর বেশ কয়েক মাস তপ্ত থাকে এলাকা। শীর্ষ মহলের নির্দেশে ধরপাকড় চলে টানা কয়েকদিন। কিছুদিন যেতে না যেতেই আগের পরিস্থিতি ফিরে আসে আইওসি সংলগ্ন এলাকায়।

আসলে 'লম্বা হাতে'র জন্য বন্ধ হয় না এখানকার সিন্ডিকেট। ট্যাংকার থেকে তেল চুরি চলতে থাকে দিনের পর দিন। স্থানীয় সূত্রেই জানা গিয়েছে, প্রতিটি গাড়ি থেকে প্রায় দেড়শো লিটার তেল চুরি হয়। এভাবে ট্যাংকার থেকে তেল চুরি হলেও, তা কি টের পান না পেট্রোল পাম্পের মালিকরা? নর্থবেঙ্গল পেট্রোল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্যামল পালচৌধুরী বলছেন, 'নেতা-পুলিশ অনেকেরই সহযোগিতা রয়েছে। চুরির বখরা অনেকদূর যায়। সবকিছু জেনেবুঝেও কিছু করার নেই পাম্প মালিকদের।' শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'যদি কারও কোনও অভিযোগ থাকে, তা লিখিতভাবে জানাতেই পারে। সেইমতো তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ময়নাগুড়ি বাস টার্মিনাস মার্কেট কমপ্লেক্স

খসল চাঙড়, বাঁচলেন ব্যবসায়ী

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৮ মে : দোকানঘর খুলে ভেতরে ঢুকতেই সিলিংয়ের চাঙড় খসে পড়ল। ব্যবসায়ীর ভাগ্য ভালো। অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন। রবিবার ময়নাগুড়ি শহরের বাস টার্মিনাসের মার্কেট কমপ্লেক্সের ঘটনা। এদিনের ঘটনা অবশ্য নতুন কিছু নয়। দু'বছর আগে পাশের একটি দোকানে সিলিংয়ের চাঙড় এভাবেই ভেঙে পড়েছিল। সেবার অবশ্য ব্যবসায়ী জখম হয়েছিলেন। বর্তমানে এই মার্কেট কমপ্লেক্সের বেহাল অবস্থা হয়েছে। কংক্রিটের অসংখ্য খুঁটি ক্ষয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন স্টলের সামনে কংক্রিটের পাকা অংশ ভেঙে কোনওরকমে ঝুলে রয়েছে। ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ, এবিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদকে বহুবার জানানো হলেও সমস্যা মেটাতে আজও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

নতুনবাজার ওয়েলফেয়ার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সিদ্ধার্থ সরকার বলেন, 'যে কোনও সময় এই বিল্ডিং ভেঙে পড়তে পারে।' ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়ের অবশ্য আশ্বাস, 'এ বিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা হবে।' জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বললেন, 'সংশ্লিষ্ট বাস টার্মিনাস এবং মার্কেট কমপ্লেক্সটি সংস্কারের জন্য অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। খুব শীঘ্রই গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

ওষুধ ব্যবসায়ী বিপ্লব সরকারের দোকানে এদিন চাঙড় ভেঙে পড়ে। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি উত্তেজিত, 'সকালে দোকান খুলতেই সামনে সিলিংয়ের চাঙড় খসে পড়ে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছি।' পাশেই নূপুর দত্তের দোকান। তিনি বললেন, 'দু'বছর আগে পার্শ্ববর্তী এক ব্যবসায়ীর ওপর ছাদের মোটা কংক্রিটের টুকরো ভেঙে পড়েছিল। সেই ব্যবসায়ী জখম হয়েছিলেন। ব্যবসায়ী শুভময় সরকারের আশঙ্কা, 'যে কোনও সময় গোটা বিল্ডিংটাই ভেঙে পড়তে পারে।' তাঁর কথায়, 'অসংখ্য কংক্রিটের খুঁটি ক্ষয়ে গিয়েছে। দোকানের সামনে কংক্রিটের শেড বিভিন্ন জায়গায় ভেঙে কোনওরকমে ঝুলছে।'

জরদা সেতু পার্শ্বস্থ নতুনবাজারে এই বাস টার্মিনাস এবং মার্কেট কমপ্লেক্স রয়েছে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ২০০৫ সালের ১২ মার্চ এই বাস টার্মিনাস এবং মার্কেট কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করেন। গোটা বিল্ডিংটি এখন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রয়েছে। এখানকার মার্কেট কমপ্লেক্সটি তিনতলা। সেভাবে ব্যবসা জমেনি। এখনও পর্যন্ত বহু স্টল ফাঁকাই পড়ে রয়েছে। দিনে ১০-১৫টি গাড়ি এই টার্মিনাসে ঢোকে। সমস্যা যাতে দ্রুত মেটানো হয় সেই দাবিতে এখানকার খাবার হোটেল ব্যবসায়ী সন্ধ্যা রায়ের মতো অনেকেই সরব।

মার্কেট কমপ্লেক্সের চাঙড় খসে পড়ায় বিপদের শঙ্কা।

শিয়রে বিপদ
- ময়নাগুড়ি শহরের বাস টার্মিনাসের মার্কেট কমপ্লেক্সের বেহাল অবস্থা
- অসংখ্য কংক্রিটের খুঁটি ক্ষয়ে গিয়েছে, দোকানের সামনে কংক্রিটের শেড ঝুলছে
- রবিবার দোকানঘর খুলে ভেতরে ঢুকতেই এক ব্যবসায়ীর সামনে সিলিংয়ের চাঙড় খসে পড়ে
- সমস্যা মেটাতে আতঙ্কিত ব্যবসায়ীরা দ্রুত ব্যবস্থার দাবিতে সরব হয়েছেন

বিপজ্জনক আবাসন

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : জলপাইগুড়ি শহরের রেসকোর্সপাড়ায় দমকল বিভাগের বিপজ্জনক বিল্ডিং হিসেবে চিহ্নিত হওয়া পরিত্যক্ত আবাসনের পেছনের দিকের চাঙড় আচমকাই ভেঙে পড়ে শনিবার গভীর রাতে। এক দমকলকর্মী বলেন, '২০১২ সালে এই বিল্ডিংকে বিপজ্জনক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। রাতের বৃষ্টিতে চাঙড় ভেঙে পড়ে। বিল্ডিংয়ে প্রচুর আগাছা জন্মেছে। ওই রাতেই কিছুটা পরিষ্কার করা হয়।' ওই এলাকার বাসিন্দা উজ্জ্বল প্রামাণিক বলেন, 'রাতের দিকে হওয়ায় কেউ আহত হয়নি।'

চাকরি পাবেন উকিলের ছেলে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৮ মে : এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসাবে চাকরি পেতে চলেছেন উকিল বর্মনের ছেলে পরিতোষ বর্মন। জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে সোমবার কোচবিহার হাসপাতালে বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সির অধীনে একটি বিভাগে সুপারভাইজার হিসাবে কাজে যোগ দেবেন তিনি। সোমবার সকালে প্রথমে মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিয়ে তিনি ওই চাকরিতে যোগ দেবেন। এমন ঘটনায় উকিলের পরিবার খুশি।

রাজনৈতিক মহলের মতে, আর কয়েকমাস বাদেই বিধানসভা ভোট রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উকিল বর্মনের ছেলেকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়ে একদিকে রাজবংশী ভোট এবং অপরদিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কেন্দ্র তথা বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভে হাওয়া দেওয়া হল।

ছেলের চাকরির জন্য উকিলের পরিবার তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককেই কৃতিত্ব দিচ্ছে। উকিল বলেন, 'তৃণমূলের জেলা সভাপতি আমার ছেলের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করেছেন। সোমবার কোচবিহারে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে একটি বিভাগে আমার ছেলে সুপারভাইজার হিসাবে কাজে যোগ দেবে। এতে আমরা খুবই খুশি। এজন্য আমরা হিপ্পির কাছে কৃতজ্ঞ।'

বাংলাদেশে অপহৃত শীতলকুচির উকিল বর্মন খুবই দুঃস্থ। তাঁর দুই ছেলেই রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে উকিলের সামান্য কিছু কৃষিজমি রয়েছে। সেই কৃষিকাজ করেই অভাবের সংসার চলে। এই অবস্থায় অন্য আর পাঁচটা দিনের মতো গত ১৬ এপ্রিল ধানের খেতে জলসেচ দিতে গিয়েছিলেন উকিল। সেই সময় জমি থেকে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা তাঁকে অপহরণ করে বাংলাদেশে নিয়ে যায়। প্রায় এক মাস বাংলাদেশে বন্দি থাকার পর ১৪ মে তিনি বাড়ি ফেরেন।

বৈঠক

লাটাগুড়ি, ১৮ মে : ১৭ ও ১৮ মে ক্রান্তি ব্লকের লাটাগুড়ির একটি বেসরকারি রিসর্টে অনুষ্ঠিত হল নস্যশেখ উন্নয়ন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মহঃ মহিউদ্দিন, কেন্দ্রীয় সম্পাদক আমিনাল হক ও কোষাধ্যক্ষ শামিম আখতার। বৈঠকে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল ও সম্প্রসারণ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার জনজাতি ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষজনের সরকারি প্রকল্প ও সুযোগসুবিধা সম্পর্কে সচেতন করতে সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এতে এলাকার মানুষ উপকৃত হবে এবং সরকারি সুবিধা পাবে বলে মত সেখানে উপস্থিত নেতৃবৃন্দের।

এছাড়াও এসসি ও এসটি সম্প্রদায়ের জন্য যেমন সংরক্ষণ রয়েছে ঠিক তেমনি ওবিসি সম্প্রদায়ের জন্যও লোকসভা ও বিধানসভায় আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। এই দাবি জানিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দুইদিনব্যাপী ওই বৈঠকে একতা, ঐক্য ও সংগঠনের ভিত আরও শক্তিশালী করার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়।

রাস্তার কাজের শিলান্যাস

ধূপগুড়ি, ১৮ মে : রবিবার ধূপগুড়ি ব্লকের গধেয়ারকুঠির গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভাণ্ডার বড়বাড়ি থেকে টুকলিমারি পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তার শিলান্যাস করলেন বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়। আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ করা প্রায় ৪৮ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ব্যয়ে এদিন দুই কিলোমিটার রাস্তার কাজ শুরু হল।

এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন। তাই দীর্ঘদিন ধরে এলাকাবাসীর দাবি ছিল পাকা রাস্তার। এদিন রাস্তার কাজের শিলান্যাস হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী। বিধায়ক বলেন, 'রাস্তা তৈরি হয়ে গেলে সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের অনেক সুবিধা হবে।'

ছোট্ট তারা

মাটিয়ালি ব্লকের মেটেলি নবোদয় শিশু নিকেতন বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী দিশা দে পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কন, গান ও নৃত্যে পারদর্শী।

সেনাদের সম্মানে পতাকা হাতে তৃণমূল

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

১৮ মে : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পরিকল্পনামাফিক পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দিকে দিকে কর্মসূচি পালন করল তৃণমূল। জাতীয় পতাকা হাতে রবিবার মেটেলি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস মেটেলি বাজারে মিছিল করে। পাশাপাশি পাবলিক লাইব্রেরির প্রাঙ্গণে নিহত জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাতে শহিদ বেদিতে পুষ্পপ্রদানও করা হল। মেটেলি উচ্চবিদ্যালয় ময়দান থেকে জাতীয় পতাকা হাতে মিছিলটি শুরু হয়ে মেটেলি বাজার এলাকা পরিক্রমা করেছে।

অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সেনবাহিনীকে সম্মান জানাতে রবিবার বানারহাট ব্লক তৃণমূলও পদযাত্রার আয়োজন করল। বিন্নাগুড়িতে দলীয় পতাকার বদলে হাতে জাতীয় পতাকা ও বুকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি নিয়ে তৃণমূল কর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দারা মিছিলে হাঁটেন। বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখা অফিসের ময়দান থেকে মিছিলটি সেনাছাউনি পর্যন্ত যায়। ধূপগুড়িতেও একইভাবে সেনা ও শহিদদের সম্মান জানাতে জাতীয়তাবাদী মিছিল করেন তৃণমূলের ধূপগুড়ি টাউন ব্লক কমিটির নেতা-কর্মীরা। ডাকবাংলো ময়দান থেকে মিছিল শুরু হয়ে মায়ের থান মোড়ে শেষ হয়। মিছিলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার দাবিও তোলা হয় এই মিছিল থেকে। এদিকে দক্ষিণ বেরুবাড়ির মিছিলটি মানিকগঞ্জ বাজার চত্বরে অবস্থিত বেরুবাড়ি আন্দোলনের সংকল্পবেদিতে মাল্যদান করে শুরু হয়। পরে গৌরাঙ্গ বাজার এলাকায় নেতাজির আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান করে তা শেষ হয়। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নির্মল রায়, বিধায়ক প্রদীপকুমার বর্মা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয়কুমার রায়, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সুমিত্রা অধিকারী প্রমুখ মিছিলের নেতৃত্ব দেন। সেখানে একটি পথসভায় অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদের সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। সেনা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মিছিল করল রাজগঞ্জে। মিছিলটি রাজগঞ্জ বাজার থেকে শুরু হয়ে এলাকার বিভিন্ন জায়গা পরিক্রমা করে। রাজগঞ্জ বাজার এলাকায় একটি পথসভাও হয়। নাগরাকাটায় সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে অভিনন্দন মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস।

জাতীয় পতাকা নিয়ে নাগরাকাটায় মিছিল। ছবি : শুভজিৎ দত্ত

ডিপিএসে 'লেগাশিও ৩.০'

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : শিলিগুড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের ক্যাম্পাসে আয়োজিত হল 'লেগাশিও ৩.০'। ১৬ তারিখ থেকে শুরু করে তিনদিন ধরে চলেছে এই আন্তর্জাতিক মানের সম্মেলন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্র আগরওয়ালের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডঃ নূপুর দাস। এছাড়া ছিলেন বিদ্যা ভারতী ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ও ডিপিএস শিলিগুড়ির প্রো ভাইস চেয়ারপার্সন কমলেশ আগরওয়াল, ডিপিএস-এর প্রিন্সিপাল অনিশা শর্মা এবং অন্যরা।

রবিবার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন ভারতীয় কূটনীতিক তথা প্রাক্তন বিদেশসচিব ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত হর্ষবর্ধন শ্রিংলা।

একদিনের জেল হেপাজত

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : দু'বছরের এক শিশুকন্যাকে চকোলেটের লোভ দেখিয়ে যৌন নিগ্রহের ঘটনায় গ্রেপ্তার ষাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তিকে রবিবার মহিলা থানার তরফে জলপাইগুড়ি জেলা ও দায়রা আদালতে তোলা হয়। সহকারী সরকারি আইনজীবী সৌম্য চক্রবর্তী জানান, বিচারক আপাতত ওই ব্যক্তিকে একদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। আদালত সূত্রে খবর, অভিযুক্তকে সোমবার বিশেষ পকসো আদালতে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

উল্লেখ্য, শনিবার সকালে দাদার সঙ্গে খেলছিল ওই শিশু। সেসময় পাড়ার এক বৃদ্ধ চকোলেট খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে দাদা সহ ওই শিশুকন্যাকে নিয়ে যায়। দাদাকে বাড়িতে রেখে দিলেও ওই শিশুকন্যাকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে যৌন নিগ্রহ করে বলে শিশুকন্যার পরিবারের অভিযোগ। এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। এবিষয়ে, জলপাইগুড়ির মহিলা থানার আইসি ডিকি লামু ভুটিয়া জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে ওই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

নজরে তিস্তাচরের অসংরক্ষিত এলাকা

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ১৮ মে : তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় বসবাসকারীদের নিয়ে বিপাকে পড়েছে প্রশাসন। প্রত্যেক বছর বর্ষার আগে ক্রান্তি ব্লকের চাপাডাঙ্গা এবং চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই চরের প্রায় ১০০টি বাড়ি ডুবে যায়। এবার এখনও বর্ষা শুরু হয়নি। এর মধ্যেই কয়েকদিন আগে প্রায় তিস্তাগর্ভে চলে গিয়েছিল বাড়িগুলো। এবছর যাতে এই সমস্ত চরে আর নতুন করে বসতি না গড়ে ওঠে সেদিকে নজর রাখতে বিশেষ টিম গড়ে তুলছে ক্রান্তি ব্লক প্রশাসন। পাশাপাশি চরের বর্তমান বাসিন্দাদের অন্য কোথাও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা যায় কি না, সেটাও দেখা হচ্ছে।

ক্রান্তি ব্লকের ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে চাপাডাঙ্গা ও চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়েছে তিস্তা নদী। নদীর চরে এই অসংরক্ষিত এলাকায় নিজেদের দখলে থাকা চাষের জমিতে ফসল ফলিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন তাঁরা। তাই সেখানেই ঘরবাড়ি গড়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এখানকার বাসিন্দাদের অনেকেরই অন্য এলাকাতেও বাড়ি রয়েছে।

ক্রান্তি ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'তিস্তার যে অংশে এই মানুষগুলো বসবাস করেন, সেখানে তাঁদের থাকার কথা নয়। তা সত্ত্বেও এই মানুষগুলো দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ওখানে বসবাস করছেন। বন্যার সময় ত্রাণ থেকে অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ব্লক প্রশাসনের তরফে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।'

ক্রান্তির পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় জানান, অসংরক্ষিত এলাকায় বসবাসকারী পরিবারগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। অন্যদিকে, সেখানে যাতে কেউ বাড়িঘর নির্মাণ না করেন, সেটা দেখার জন্য চ্যাংমারি এবং চাপাডাঙ্গায় আলাদা করে টিম তৈরি করা হচ্ছে।

ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেন জানান, ওই অসংরক্ষিত এলাকার পরিবারগুলোকে পুনর্বাসন দেওয়ার চেষ্টাও চলছে। অসংরক্ষিত এলাকার পাশাপাশি সংরক্ষিত এলাকাতেও গ্রামবাসীর অনেকের বাড়ি রয়েছে। তাঁর কথায়, 'যাঁদের সংরক্ষিত এলাকায় জমি বা বাড়ি নেই, তাঁদের জমির পাশাপাশি বাড়ি দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এর জন্য ভূমি রাজস্ব দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে নির্দিষ্ট জায়গায় জমি খোঁজার কাজ চলছে। সেই জমি পাওয়া গেলে প্রক্রিয়া মেনে চরে থাকা এই পরিবারগুলোকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে।'

প্রশাসনের তরফে তিস্তাচরের অসংরক্ষিত এলাকার বাসিন্দাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থার কথা ভাবলেও এলাকাবাসী তা চাইছেন না। চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অসংরক্ষিত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন মহম্মদ হাফিজ, জীবন দাসরা। হাফিজ বলেন, 'কয়েক দশক ধরে আমরা এই চরের জমিতে চাষাবাদ করে সংসার চালাচ্ছি। সরকার আমাদের অন্য জায়গায় জমি এবং ঘর দিলে কাজ কী করব? তাই বর্ষার এই সমস্যা থাকুক, আমরা চরেই থেকে যেতে চাই।'

বন্যা পরিস্থিতি চাঁপাডাঙ্গা এলাকায়।

উদ্যোগী প্রশাসন
- প্রত্যেক বছর বর্ষার আগে থেকে জলবন্দি হয় তিস্তার চরে অসংরক্ষিত এলাকার প্রায় একশোটি পরিবার
- এবছর সেই ভোগান্তি যাতে না হয়, সেজন্য সচেষ্ট ক্রান্তি ব্লক প্রশাসন
- এলাকাগুলিতে যাতে নতুন করে বসতি না গড়ে ওঠে, সেদিকে নজর রাখবে টিম

পুরসভায় অন্তর্ভুক্তির দাবি জোরালো

একটা সময় জলপাইগুড়ি শহর মানে ছিল কদমতলা, ডিবিসি রোড, মার্চেন্ট রোড, দিনবাজার সহ বিভিন্ন এলাকা। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শহর এলাকা বেড়ে পাহাড়পুর থেকে শুরু করে আসাম মোড়, অন্যদিকে গোশালা মোড় থেকে শুরু করে পান্ডাপাড়া চেকপোস্ট পেরিয়ে গিয়েছে। উন্নয়ন দেখে বোঝার উপায় নেই এলাকাগুলো পঞ্চায়েতের অধীন। যদিও নাগরিক পরিষেবা তথৈবচ। আজ শেষ কিস্তি সৌরভ দেবের কলমে।

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : শহরের বর্ধিত এলাকা হিসেবে উন্নয়নের নিরিখে সবথেকে বেশি এগিয়ে পাহাড়পুর পঞ্চায়েতের বজরাপাড়া, জমিদারপাড়া, সঞ্জয়নগর কলোনি, টিবি হাসপাতালপাড়া সহ বেশ কিছু এলাকা। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ, সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন, একাধিক বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল, বাইক-গাড়ির শোরুম, হোটেল-রেস্তোরাঁ সবই রয়েছে এই এলাকাতেই।

একইভাবে উন্নয়নের দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে অরবিন্দ পঞ্চায়েতের শিরীষতলা, আসাম মোড়, সেবাগ্রাম, ৭৩ মোড় সংলগ্ন এলাকাও। সার্বিক উন্নয়ন হলেও এইসব এলাকায় নাগরিক পরিষেবা নিয়ে একাধিক অভিযোগ রয়েছে বাসিন্দাদের। পথবাতি থেকে শুরু করে জঞ্জাল অপসারণ, পানীয় জলের সমস্যা এখনও রয়েছে বেশ কিছু এলাকায়।

ভেতর পান্ডাপাড়ার বাসিন্দা সুস্মিতা সরকারের কথায়, 'রাস্তার ওপারে পুরসভা এলাকা। সেখানে দেখা যায়, সকালবেলায় সাফাইকর্মীরা আবর্জনা তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। অথচ আমাদের এলাকায় আবর্জনা তোলার লোক নেই। কাজেই আমরাও চাই পুরসভার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাগরিক পরিষেবা পেতে।'

যদিও শহর সংলগ্ন পঞ্চায়েতের দাবি, নাগরিক পরিষেবা নিয়ে এলাকায় কোনও খামতি রাখা হয় না। অরবিন্দ পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডলের কথায়, 'সাধারণ মানুষ পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানাতেই পারেন। কিন্তু আমরা পুরসভার মতোই নাগরিক পরিষেবা দিয়ে থাকি। বাড়ি বাড়ি পানীয় জল, রাস্তাঘাট নির্মাণ, পথবাতি সবক্ষেত্রেই সাধ্যমতো চেষ্টা করি, পরিষেবাগত কোনও খামতি রাখি না।'

১৯৯৫ সালে কিছু গ্রামীণ এলাকাকে জলপাইগুড়ি শহরের সঙ্গে যুক্ত করে পুরসভার ওয়ার্ডের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল। তৎকালীন ভাইস চেয়ারম্যান পিনাকী সেনগুপ্ত বলেন, 'বর্তমান জলপাইগুড়ি পুরসভা সি ক্যাটিগোরির। আমি ভাইস চেয়ারম্যান থাকাকালীন অরবিন্দ-১ পঞ্চায়েতের পুরোটা এবং খড়িয়া পঞ্চায়েতের কিছুটা অংশকে পুরসভার সঙ্গে যুক্ত করে ওয়ার্ডের সংখ্যা ২৫ করা হয়। এখন শহরের বর্ধিত অংশকে পুরসভার অন্তর্ভুক্ত করে 'এ' ক্যাটিগোরিতে উন্নীত করা দরকার। এক্ষেত্রে যাঁরা পুরসভার পদে বসে রয়েছেন শুধুমাত্র তাঁদের সদিচ্ছা প্রয়োজন।'

শহরের বর্ধিত অংশ। জলপাইগুড়ির আসাম মোড়। ছবি : শুভঙ্কর চক্রবর্তী

এ ব্যাপারে জলপাইগুড়ি পুরসভার চেয়ারপার্সন পাপিয়া পালের বক্তব্য, 'পুরসভার তরফে রাজ্য সরকারের কাছে ক্যাটিগোরি উন্নীতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়া রয়েছে। আশা করছি সরকার থেকে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

এখন শহরের বর্ধিত এলাকায় তৈরি হয়েছে মেডিকেল কলেজ। শহর সংলগ্ন পাহাড়পুর এলাকায় জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবনের হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সেইসঙ্গে বর্ধিত শহর এলাকায় একাধিক বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল রয়েছে। এভাবে শহর সংলগ্ন পঞ্চায়েত এলাকার উন্নয়ন শুরু হতেই পুরসভায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলেছেন বাসিন্দারা।

> রাস্তার ওপারে পুরসভা এলাকা। সেখানে দেখা যায়, সকালবেলায় সাফাইকর্মীরা আবর্জনা তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। অথচ আমাদের এলাকায় আবর্জনা তোলার লোক নেই। কাজেই আমরাও চাই পুরসভার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নাগরিক পরিষেবা পেতে।
>
> **- সুস্মিতা সরকার**, *বাসিন্দা, ভেতর পান্ডাপাড়া*

পাহাড়পুরের বাসিন্দা রবি সরকারের কথায়, 'আমরা প্রায় ১৫ বছর ধরে এলাকায় রয়েছি। আগের তুলনায় এলাকার উন্নয়ন অনেক হয়েছে। এখন সার্কিট বেঞ্চ আমাদের পাড়াতেই বলা যেতে পারে। কিন্তু নাগরিক পরিষেবার সমস্যা অনেকটাই রয়ে গিয়েছে। পথবাতি একটা বড় সমস্যা। এছাড়া আবর্জনা ফেলার নির্দিষ্ট কোনও জায়গা নেই।' এই সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পুরসভার সঙ্গে তাঁদের এলাকাকে যুক্ত করে দেওয়ার দাবি তোলেন তিনি।

জলপাইগুড়ি শহরজুড়ে তারের জটলা চিন্তা বাড়াচ্ছে বাসিন্দাদের।

তারের জটলায় দুর্ঘটনার শঙ্কা

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : কিছুদিন আগেই কলকাতার এক হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছিল জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনকে। তড়িঘড়ি শহরের সমস্ত হোটেল, রেস্তোরাঁয় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে শহর ঘুরেছিল প্রশাসনের একটি প্রতিনিধিদল। কিন্তু তারা হয়তো রাস্তার পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা তারের জটলা দেখেনি, যা থেকে শর্টসার্কিটের জেরে অগ্নিকাণ্ড কিংবা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের সম্ভাবনা প্রবল। এমনটা নজরে পড়লে নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করত প্রশাসন।

সময়ের সঙ্গে জলপাইগুড়ি শহরে বেড়েছে জনসংখ্যা। বেড়েছে বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট, টেলিকমিউনিকেশনের চাহিদা। তাই একসময় যেখানে শহরের রাস্তায় কয়েকটি খুঁটি এবং তারের দেখা মিলত, এখন সেখানে হাজার তারের সমারোহ দেখলে রীতিমতো ভয় ধরে যায়। কোনটা বিদ্যুতের, কোনটা কেবলের, কোনটা ইন্টারনেট অথবা টেলিফোনের তার, বোঝা মুশকিল। শহরের সব রাস্তার দু'পাশে বৈদ্যুতিক খুঁটির মধ্যে তারের জটলা যে কোনও সময় বড়সড়ো দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন শহরবাসী। ফুটপাথ দিয়ে হাঁটার সময়ও প্রায় মাথা ছুঁইছুঁই তারের জটলা এই আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে।

কদমতলা, দিনবাজার, বেগুনটারি মোড়, কলেজপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় একই ছবি। কয়েক মাস আগে আদরপাড়ার একটি বাড়িতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একজনের মৃত্যু এবং দিনবাজারে কয়েক বছর আগের শর্টসার্কিটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড আজও শহরবাসীর মনে তাজা।

শহরের বাসিন্দা আজিজ আলম বলেন, 'বিদ্যুতের খুঁটিগুলিতে যেভাবে তারের জটলা হয়ে আছে, তাতে লাইনের কাজ করতে গেলে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরাও বিপাকে পড়েন। কেবলের তার, টেলিফোনের তার সবমিলে জগাখিচুড়ি হয়ে রয়েছে। এই তারে শর্টসার্কিট হলে বড়সড়ো দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যায়।' এক ইলেক্ট্রিশিয়ান অমর রায়ের বক্তব্য, 'দোকানের আর বাড়ির লাইনের জন্য কোন তার রয়েছে, সেটাই অনেকসময় বোঝা যায় না। কাজ করতে খুব অসুবিধা হয়।' আরেক শহরবাসী দেবজিৎ দত্তের কথায়, 'বিদ্যুতের খুঁটিতে তারের জটলা বেঁধে রেখে চলে যাচ্ছে বেশ কিছু সংস্থা। বিদ্যুৎ বিভাগের সম্মতি নেওয়া হয়েছে কি না কে জানে। আগুন লাগলে অথবা দুর্ঘটনা ঘটলে দায় কে নেবে?' এ ব্যাপারে অবশ্য কেবল অপারেটরদের মুখে কুলুপ।

> বিদ্যুতের খুঁটিতে তারের জটলা বেঁধে রেখে চলে যাচ্ছে বেশ কিছু সংস্থা। বিদ্যুৎ বিভাগের সম্মতি নেওয়া হয়েছে কি না কে জানে। আগুন লাগলে অথবা দুর্ঘটনা ঘটলে দায় কে নেবে?
>
> **- দেবজিৎ দত্ত**, *শহরবাসী*

গত বছর ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে এই জটলা পাকানো তার সরানোর জন্য জলপাইগুড়ি পুরসভা ইন্টারনেট ও কেবল অপারেটরদের নির্দেশ দেয়। কিছু অপারেটর সেই তার সরিয়ে নিলেও, যারা সেই তার সরায়নি, তাদের তার কেটে দেয় পুরসভা। কিন্তু তারপর এই তারের জটলা পরিষ্কার করার উদ্যোগ দেখা যায়নি পুরসভার তরফে। এ নিয়ে চেয়ারপার্সন পাপিয়া পাল বলেন, 'আমরা অবশ্যই পুনরায় অভিযানে নামব।' অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি বিদ্যুৎ দপ্তরের রিজিওনাল ম্যানেজার গোবিন্দ তালুকদার বলেন, 'আমরা সম্পূর্ণ বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত পদক্ষেপ করব।'

পাড়ায় পাড়ায়

জলপাইগুড়ি

পানীয় জলের কল ঘিরে আগাছা

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : পানীয় জলের কল থেকে জল পাওয়া যায়। কিন্তু কলের কাছে দাঁড়িয়ে জল নেওয়া যেন দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ পানীয় জলের কলগুলির আশপাশের এলাকায় জঞ্জাল ও আগাছা গজিয়ে উঠেছে। জলপাইগুড়ি পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু জায়গায় এমনই ছবি দেখা গেল।

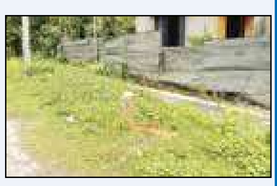

এবিষয়ে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লিপিকা সরকার বলেন, 'আমার এই ব্যাপারটি জানা ছিল না। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' আগাছার জঙ্গল থেকে অনেকে জল নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বাসিন্দা বেবিরানি দাস বলেন, 'কলেরপাড়গুলি আগে ভালোই ছিল। নিকাশিনালাগুলির সংস্কারের কাজ করার সময় এগুলি ভাঙা হয়েছিল। এরপর সেই কাজ শেষ হলেও তা মেরামত করা হয়নি। কলের জল আশেপাশে গড়িয়ে যাওয়ায় সহজেই আগাছা গজিয়ে উঠছে।'

ময়নাগুড়ি

স্ল্যাবহীন নর্দমা ঘিরে আশঙ্কা

ময়নাগুড়ি, ১৮ মে : ময়নাগুড়ি শহরের উদ্যান সংলগ্ন পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে রাস্তার বাঁকে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে একটি কালভার্ট। এছাড়া সরু রাস্তার পাশের নর্দমার ওপর স্ল্যাব নেই। এই রাস্তার পাশে রয়েছে একটি প্রাথমিক স্কুল। পুরসভা অফিস থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে এই

রাস্তাটি রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা রতন সরকার বলেন, 'পুর কর্তৃপক্ষের কাছে এই নর্দমার ওপর পাকা স্ল্যাব বসানোর দাবি একাধিকবার জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।' বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার গোবিন্দ পাল জানিয়েছেন।

তথ্য : অনসূয়া চৌধুরী এবং বাণীব্রত চক্রবর্তী

জলপাইগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি, অথই জলে খাদ্য সুরক্ষা

মশলা-সসে উল্লেখ নেই মেয়াদের

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : কোথাও টেবিলের ওপর সাজানো সারিসারি আমিষ-নিরামিষ খাবার, তার ওপর ঘুরছে মাছি। কোথাও বা মানুষজন টেবিলে বসে খেয়ে ওঠার পর অপর গ্রাহক বসার আগে ঠিকঠাক মোছা হচ্ছে না। কিছু বিরিয়ানির দোকানে স্যালাড, ডিম খোলা রাখা। হাওয়া হলে রাস্তা থেকে উড়ে এসে পড়ছে ধুলো। শহরের বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁর ছবি এমনই। পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন করার আগেই দোকান মালিক বা কর্মীদের অজুহাত তৈরি।

আঢাকা খাবার। কদমতলার একটি পাইস হোটেলে।

এছাড়া বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁয় দেখা গিয়েছে অপরিচ্ছন্নতা। কিছু জায়গায় ব্র্যান্ডেড মশলা রাখা হলেও অধিকাংশ হোটেল, স্টল, রেস্তোরাঁয় রংবেরংয়ের বেনামী মশলা রান্নায় দেদার ব্যবহার করা হচ্ছে। রাস্তার পাশে ঠেলায় বিক্রি হওয়া ফাস্ট ফুড দোকানে যে রং বা মশলা মেশানো হচ্ছে বা সস ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলো তৈরির বা মেয়াদ শেষের তারিখের উল্লেখ নেই। নেই এফএসএসএআই লাইসেন্স স্ট্যাম্প। পান্ডাপাড়ার এক ছোট হোটেল মালিকের কথায়, 'আমরা ঘানি থেকে গুঁড়ো মশলা কিনে আনি। খাদ্য সুরক্ষা বিভাগ থেকে এসেও সব দেখেছেন। ওঁরাও কোনও কিছু বলেননি।'

শহরের কদমতলা, থানা মোড়, কলেজপাড়া, পুলিশ লাইন ছাড়াও নানা অলিগলিতে মোমো-চাউমিনের বহু দোকান খুলেছে। সেখানে মোমোর জন্য ব্যবহৃত ময়দা, মাংস, সস বা সবজি কিংবা যে ভোজ্য তেলে পকোড়া ভাজা হচ্ছে সেগুলো কতটা স্বাস্থ্যসম্মত সেসব যাচাই করা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছেন নাগরিকদের একাংশ। তবে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁদের কোনও উত্তর মেলেনি। তবে দপ্তর সূত্রে খবর, খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর কোনও বেনামী মশলা ব্যবহারের অনুমতি দেয় না। এমনকি নামী কোম্পানি হলেও তার নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। যদিও দোকানিদের বক্তব্য, তাঁরা সব নিয়ম মেনেই ব্যবসা করছেন। ডিবিসি রোডের বিরিয়ানি ব্যবসায়ী মহম্মদ তাহিরের যুক্তি, 'ভালো মানের বিরিয়ানি দিচ্ছি, ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে। দিনে ২০০-২৫০ প্লেট বিক্রি করি। খাবারের মান নিয়েও অভিযোগ নেই।'

এদিকে শিলিগুড়ির রেস্তোরাঁ কাণ্ডের পর রাস্তার পাশের খাবারের গুণগত মান নিয়ে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আরও অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে বলে মানছে জলপাইগুড়ি পুরসভাও। ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'খাবারের মান যাচাইয়ের বিষয়টা সম্পূর্ণ ফুড সেফটি বিভাগের। তবে এই বিষয়ে জেলা প্রশাসন এবং পুর প্রশাসন সবসময় ফুড সেফটি দপ্তরের সঙ্গে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফর শেষে জেলা প্রশাসন, খাদ্য বিভাগের সঙ্গে পুরসভা যাতে ছোট ছোট হোটেল, রেস্তোরাঁয় অভিযান করে সেবিষয়ে পুরসভা অবশ্যই উদ্যোগ নেবে।'

অন্যদিকে বেশ কিছু হোটেল, রেস্তোরাঁয় ক্রেতারা খেয়ে যাওয়ার পর উচ্ছিষ্টাংশ রান্নাঘরের পাশেই জমিয়ে রাখছেন দোকানদাররা। এনিয়ে এক দোকানের মালিককে প্রশ্ন করতেই তাঁর জবাব, 'একবারে সব পরে ফেলা হবে।' এবিষয়ে জেলা প্রশাসনের তরফে কেউ কিছু বলতে চাননি। থানা মোড়ের এক বিরিয়ানির দোকানে আসা তরুণ সৌরভ রায়ের কথায়, 'আমরা খাবার খাই ঠিকই, কিন্তু আর কিছু দেখি না।'

হোটেল, রেস্তোরাঁ কিংবা ফুটপাথের পাশের খাবারের দোকানদাররা যাই বলুন না কেন, খাবার খোলা রাখা এবং বেনামী মশলা ও সস দিয়ে রান্না হওয়া নিয়ে অভিযোগ তো রয়েছেই।

> শুক্রবার শিলিগুড়িতে হঠাৎই অভিযান চালান ফুড সেফটি দপ্তরের আধিকারিকরা। একটি রেস্তোরাঁয় কমোডের পাশে বিরিয়ানি, ভাত রাখার দৃশ্য ধরা পড়ে। স্বভাবতই এরপর অন্য শহরে খাবারের মান নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।

প্রায় রাস্তার ওপর খোলা খাবার দেদার বিকোচ্ছে ময়নাগুড়িতে।

খাবার ঢেকে রাখার বালাই নেই

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৮ মে : শহরের যেখানে-সেখানে গজিয়ে উঠেছে হরেকরকম খাবারের দোকান। তবে সেইসব খাবার কতটা স্বাস্থ্যসম্মত, তা দেখেন না বেশিরভাগ মানুষই। ময়নাগুড়ি শহরজুড়ে কিছুটা নজর দিতেই দেখা গেল, বেশিরভাগ দোকানে খাবার খোলা পড়ে রয়েছে। তার উপর মাছি ভনভন করছে, ধুলোবালি পড়ছে। এপ্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি ফুড সেফটি অফিসার রাজেন রাই বলেন, 'খুব শীঘ্রই আমরা ময়নাগুড়িতেও অভিযান চালাব। সবদিকেই এই ধরনের নানা অভিযান চলছে।'

ময়নাগুড়ি শহরের অধিকাংশ হোটেল-রেস্তোরাঁর ভিতরেও চূড়ান্ত অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। কোথাও মেঝে জলকাদায় ভর্তি। সেখানে ঢাকনা ছাড়াই সমস্ত খাবার রাখা থাকে। পাশেই এঁটো বাসন ও উচ্ছিষ্টাংশ স্তূপাকারে জমানো।

শহরের পুরোনো বাজারের ভিতর নিরোদ সাহার খাবারের দোকান। সেখানে চা, শিঙাড়া, পুরি-তরকারি সমস্তকিছুই আঢাকা। মাছি ভনভন করছে। নিরোদের অবশ্য বক্তব্য, 'সব ঢেকেই রাখা হয়। এগুলি সবে তৈরি করা হয়েছে।' শহরের ডাকঘর মোড়ে একটি খাবারের দোকানেও একই ছবি। এলাকারই একটি মিষ্টির দোকানের কারখানায় গিয়ে তো চোখ কপালে উঠল। কারখানা লাগোয়া একটি শৌচাগার রয়েছে। সেই এলাকাও জলকাদায় ভর্তি। এরমধ্যেই হরেকরকম মিষ্টি তৈরি করে খোলা জায়গায় মাটিতে রাখা হচ্ছে। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'আমাদের কোনও খাদ্যসুরক্ষা আধিকারিক নেই। জলপাইগুড়ি থেকে বিশেষ প্রতিনিধিদল এসে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়। এক মাস আগেও এই ধরনের অভিযান চালানো হয়েছিল।'

পুলিশের অভিযানে আটক

মালবাজার, ১৮ মে : মাল থানার পুলিশের তরফে রবিবার রাতে শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালীন ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি গালামালের দোকানে অ্যালকোহল বিক্রির খবর পায় পুলিশ। তৎক্ষণাৎ এলাকায় পৌঁছে দোকানে থাকা ৪০ বছর বয়সি এক তরুণকে আটক করা হয়।

গাঁজা সহ ধৃত ৫

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : জলপাইগুড়ি নেতাজিপাড়া বেসরকারি বাসস্ট্যান্ড থেকে গাঁজা সহ পাঁচজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। ধৃতদের মধ্যে তিনজন মহিলা। তাদের কাছ থেকে প্রায় ৫৩ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কোচবিহার, ফালাকাটা সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে এই গাঁজা শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সোমবার পাঁচজনকে আদালতে পেশ করা হবে।

জরুরি তথ্য

(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংক

এ পজিটিভ	-	২
এ নেগেটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	২
বি নেগেটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	২

■ মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংক

■ পিআরবিসি

এ পজিটিভ	-	৪
বি পজিটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	১০

থমকে 'ক্লিন ময়নাগুড়ি গ্রিন ময়নাগুড়ি', উঠছে প্রশ্ন

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৮ মে : ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে 'ক্লিন ময়নাগুড়ি গ্রিন ময়নাগুড়ি' মিশন চালু হয়েছিল। একাধিক পথসভা ও সচেতনতা শিবির করে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বর্জনের কথা প্রচার করা হয়েছিল। সেই প্রচেষ্টা কিংবা প্রচার কর্মসূচির ধারাবাহিকতা পুরসভা বজায় রাখতে পারেনি। এনিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ময়নাগুড়ির প্রাক্তন প্রধান সজল বিশ্বাস বলেন, 'আমরা এই মিশন পূরণ করার জন্য লাগাতার সচেতনতা শিবির করেছিলাম।'

সম্পূর্ণ বাজার চত্বরে আবর্জনার স্তূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বাজারে রাখা ডাস্টবিনগুলি থেকে আবর্জনা উপচে পড়ছে। কোথাও আবার নিকাশিনালা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাস্তায় জলকাদা জমে গিয়েছে। পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডটি মূলত বাজার এলাকা। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তথা তৃণমূল কংগ্রেসের ময়নাগুড়ি টাউন ব্লক সভাপতি গোবিন্দ পাল বলেন, 'আমরা নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার করা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছি।' পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বললেন, 'ক্লিন ময়নাগুড়ি গ্রিন ময়নাগুড়ি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হয়েছে। খাগড়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ চলছে। সেই কাজ শেষ হলে সমস্যা মিটে যাবে।'

এদিকে, বাজার এলাকায় যত্রতত্র বেআইনি পার্কিংয়ের ফলে যানজটে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগাড়। পুর কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে উদাসীন। ময়নাগুড়ি ট্রাফিক ওসি অতুলচন্দ্র দাস বলেন, 'বেআইনি পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে লাগাতার অভিযান চলছে।' ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, 'সার্বিক পরিস্থিতিতে সচেতনতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রচার করা জরুরি। সেক্ষেত্রে আমরা প্রশাসনকে সবরকম সহযোগিতা করব।'

একদিকে যত্রতত্র পার্কিংয়ের জেরে প্রাণ ওষ্ঠাগত নাগরিকদের, অন্যদিকে রাস্তার একাংশজুড়ে পড়ে আবর্জনা। ময়নাগুড়িতে।

অন্যদিকে শহরজুড়ে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের দেদার ব্যবহার চলছে। বাইরে থেকে এই ক্যারিব্যাগ সরবরাহ করা হচ্ছে। কিন্তু পুর কর্তৃপক্ষের সেদিকে কোনও নজরই নেই। একসময় পুর কর্তৃপক্ষ থেকে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ বিক্রি ও ব্যবহারের ওপর জরিমানা ধার্য করে বাজারে লিফলেট বিলি করা হয়েছিল। এখন সেসব অতীত।

গত ১০ বছরে ঝড়ে শহরের অসংখ্য গাছ ভেঙে পড়েছে। কিন্তু সেই জায়গায় পুরসভার পক্ষ থেকে কোনও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি হয়েছে কি না সেবিষয়ে অনেকেরই যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনার সম্পাদক অপু রাউতের মতে, 'সচেতনতা বাড়াতে প্রয়োজন বিভিন্ন কর্মসূচি।' তিনি জানান, শহরের দুর্গাবাড়ি মোড়, ট্রাফিক মোড় ও নতুন বাজারে তাঁরা বেশ কিছু গাছ লাগিয়েছেন। সেগুলি বড় হয়েছে। তবে জায়গা পেলে আরও গাছ লাগিয়ে শহরকে সবুজ করে তুলতে তাঁদের পরিকল্পনা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতির কর্মসূচি

পিএফ নিয়ে থানায় অভিযোগ শ্রমিকদের

শুভজিৎ দত্ত

মেটেলি থানায় নাগেশ্বরী ও কিলকোট চা বাগানের শ্রমিকরা।

নাগরাকাটা, ১৮ মে : বকেয়া মজুরি এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকা জমা না দেওয়ার অভিযোগে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন ডুয়ার্সের বেশ কয়েকটি চা বাগানের শ্রমিকরা। রবিবার মেটেলি থানায় এসে নাগেশ্বরী এবং কিলকোট চা বাগানের শ্রমিকরা পৃথকভাবে অভিযোগ দায়ের করেন। পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতির এই কর্মসূচিটির পোশাকি নাম 'কানুন মানো অভিযান'।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ক্রিশান খাড়িয়া বলেন, 'কোথাও দিনের পর দিন মজুরি বকেয়া রাখা হচ্ছে। কোথাও মজুরি দেওয়া হলেও শ্রমিকদের পিএফের টাকা বাগান কর্তৃপক্ষ জমা দিচ্ছে না। আমাদের দাবি একটাই। ঘাম, রক্তের বিনিময়ে অর্জিত শ্রমিকদের প্রাপ্য তাঁদের মিটিয়ে দিতে হবে।' কোনওভাবে আপস না করার কথা শোনা গেল কিলকোট চা বাগানের বাসিন্দা তথা সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির আরেক সদস্য রত্না ওরাওঁয়ের মুখেও।

মূলত যে বাগানগুলির বিরুদ্ধে শ্রমিকদের অভিযোগ, সেগুলির কর্ণধার সুরজিৎ বক্সী বলেন, 'কয়েকটি বাগানে মজুরি বকেয়া নেই। যেগুলিতে রয়েছে সেগুলিতেও অল্প কয়েকদিনের বাকি রয়েছে। তাছাড়া, পিএফ বকেয়া রাখতে কেউই চায় না। মনে রাখতে হবে, এজন্য ২৭ শতাংশ হারে সুদ গুনতে হয়।' তাঁর সংযোজন, 'আমাদের বাগানগুলির জমির লিজের ডিড চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। তা মেলার পরই সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।'

তিনি জানান, শ্রমিকদের বিপাকে ফেলার কোনও ইচ্ছেই তাঁদের নেই। কোম্পানির ১২টি বাগানের মধ্যে ছয়টির পরিস্থিতি একেবারেই ভালো নয়। সেই ইচ্ছে থাকলে আগেই বাগানগুলো ছেড়ে দিতেন বলে তাঁর বক্তব্য।

এদিন শুধু নাগেশ্বরী ও কিলকোট চা বাগানেই নয়, ডুয়ার্সের মধু চা বাগানের শ্রমিকদের বকেয়া নিয়ে জয়গাঁ থানায়, মাদারিহাটের গ্যারগান্ডা, হান্টাপাড়া, ধুমচিপাড়া এবং বীরপাড়া চা বাগানের জন্য বীরপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। মজুরি এবং পিএফের টাকা ঠিকমতো না মেলায় শ্রমিকদের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে বলে সংগঠনটির দাবি।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জোসেফ মুন্ডা বলেন, 'আমাদের দাবি শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনাগন্ডা দ্রুত মিটিয়ে দিতে হবে। বকেয়া পিএফের বিষয় নিয়ে আমরাই প্রথম পিএফ কার্যালয় ঘেরাও করেছিলাম।' যাঁরা পিএফের টাকা জমা দিচ্ছেন না, সেই মালিকদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এবার সিকিম হয়ে কৈলাস যাত্রা

ফের উন্মুক্ত হচ্ছে নাথু লা

সানি সরকার

নয়া যাত্রা

- বিদেশসচিবের চিন সফরে গলেছে বরফ, মিলেছে চিনের অনুমতি
- কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর নাথু লা দিয়ে কৈলাস যাত্রার সম্ভাবনা
- প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তরাখণ্ডের পথ বন্ধ হতেই নজরে সিকিম
- কেন্দ্রের নির্দেশে গ্যাংটক ও নাথু লা-তে পরিকাঠামো তৈরি

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তরাখণ্ডের পথ বন্ধ হতেই সিকিমে নজর। দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর ফের নাথু লা দিয়ে কৈলাস যাত্রা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। যার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে পাহাড়ি রাজ্যটিতে। প্রথমে ভারত-চিনের ডোকালাম সংঘাত এবং পরবর্তীতে কোভিড পরিস্থিতির জেরে বন্ধ হয়ে থাকে নাথু লা দিয়ে মান সরোবর যাত্রা। সেই পথই আবার খুলতে শুরু করেছে।

কিন্তু কেমন করে বরফ গলল? প্রশাসনিক সূত্রে খবর, চলতি বছর জানুয়ারিতে চিন সফরে গিয়ে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন চিনের বিদেশসচিব সান ওইডংয়ের সঙ্গে। ওই বৈঠকের পরই নতুন করে কৈলাস যাত্রার পথ উন্মুক্ত করতে সম্মত হয় বেজিং। বিদেশমন্ত্রক থেকে বার্তা পেয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিয়েছে প্রেমসিং তামাংয়ের প্রশাসন।

'১৭-র ডোকালাম সংঘাত, '২০-র গালওয়ান সংঘর্ষ এবং কোভিড, ত্র্যহস্পর্শে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সিকিম দিয়ে কৈলাস মান সরোবর যাত্রা। টানা কয়েক বছর বন্ধ থাকার পর বিদেশসচিবের তৎপরতায় নাথু লা-র পুরোনো পথ নতুন করে খুলতে চলেছে। মূলত কৈলাস যাত্রা জুন মাসের শেষে শুরু হয়ে চলে অগাস্ট পর্যন্ত। কেননা, এই সময় পাহাড়ি এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও, শীত-বসন্তের বরফ গলে জল হয়ে যায়। ফলে ট্রেক রুট কষ্টকর হলেও তেমন চরম সমস্যায় পড়তে হয় না পুণ্যার্থীদের। সড়ক পরিকাঠামো অনেকটা উন্নত থাকায় বাস যাত্রার ধকল আগের মতো নেই। নাথু লা থেকে মান সরোবরের দূরত্ব প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার। এর মধ্যে লিপুলেখ লা-তে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার ট্রেক করতে হয়।

পাশাপাশি রয়েছে, কৈলাস পরিক্রমার ক্ষেত্রে পাহাড়ের ওপর ৫২ কিলোমিটারের ট্রেকিং। যা করতে প্রায় তিনদিন লেগে যায়। যদিও শারীরিক দক্ষতার কারণে অনেকে তা দু'দিনে সম্পন্ন করে ফেলেন।

এবার দুই দফায় কৈলাস যাত্রার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে পাঁচটি দল যাবে। প্রতিটি দলে থাকবেন ৫০ জন করে। পরবর্তীতেও ৫০ সদস্যের দল গঠন করে ১০টি দলকে অনুমতি দেওয়া হবে।

সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর, কৈলাস যাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে রাজধানী গ্যাংটক ও নাথু লা-তে দুটি অ্যাক্লাইমেটাইজেশন সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। সেখানে শৌচালয় থেকে যাত্রার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সমস্ত সুযোগসুবিধা রাখা হচ্ছে। পরিকাঠামো উন্নয়নে একযোগে কাজ করছে রাজ্যের বন, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং পর্যটন দপ্তর। কী কী কাজ করা হয়েছে, কোন কাজ বাকি রয়েছে, সেই সংক্রান্ত রিপোর্ট চলতি সপ্তাহে পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রের কাছে।

সিকিমের পর্যটনমন্ত্রী ছেরিং থেনডুপ ভুটিয়া বলেন, 'কৈলাস যাত্রার পরিকাঠামো তৈরির জন্য গত মাসেই কেন্দ্রের তরফে নির্দেশ আসে। সেই মোতাবেক পরিকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে।' কৈলাস মান সরোবর যাত্রাকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে পর্যটনের প্রসার হবে বলেও আত্মবিশ্বাসী তিনি।

শিকড়ের খোঁজে আমরা দায়বদ্ধ

প্রথম পাতার পর

সংকোশ ইত্যাদি অবশ্য ছোট নদী নয়। তার বাইরে অনেকে পরিচিত-স্বল্প পরিচিত, অখ্যাত নদী-উপনদী-শাখানদীর অস্তিত্ব ছড়িয়ে আছে উত্তরবঙ্গের আট জেলায়। যেগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্থানীয় গ্রামীণ জীবন, সেখানকার সভ্যতা-সংস্কৃতি, ইতিহাসের বিস্মৃত অধ্যায়। সেই নদীগুলির বেশ কিছু এখন অস্তিত্ব সংকটে ধুঁকছে। উন্নয়ন, নগরায়ণ কিংবা নিছক দূষণের চাপে অনেক জায়গায় হারিয়ে যেতে বসেছে গ্রামীণ মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত অধ্যায়।

'আমাদের ছোট নদী' সেই অধ্যায়কে বিস্মৃতির হাত থেকে রক্ষা করে সকলের সামনে তুলে ধরার এক উল্লেখযোগ্য চেষ্টা। স্থানীয় ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রশাসনকে মনে করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষকে তার কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করারও ছিল সেই পরিকল্পনার অন্যতম কারণ। জীবন তো শুধু ইতিহাস আর ঐতিহ্য নিয়ে চলে না। বাস্তবের মাটিতে উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ইত্যাদিও জরুরি।

জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনকে তাই প্রয়োজনে সবসময় কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সেই চেষ্টার আরেকটি রূপ পাঠক গত কয়েক মাসে দেখেছেন 'জনতার চার্জশিট' বিভাগে। তেমনই বিরোধীদের দায়বদ্ধতা মনে করিয়ে দিতে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়েছে 'পেতাম যদি সিংহাসন' বিভাগ। উত্তরবঙ্গে প্রায় সমস্ত শহরই ক্রমে আধুনিক হচ্ছে, প্রসারিত হচ্ছে। উন্নয়নের ঢাকঢোল ভালোই পেটানো হয় শহরগুলিতে। অথচ প্রতি শহরের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে নাগরিক সমস্যার অন্ত নেই।

রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুতের জোগান থেকে শুরু করে খেলার মাঠ, অবসর বিনোদনের পার্ক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির মঞ্চের অভাব কিংবা রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যা প্রায় প্রতি শহরে। পাশাপাশি আবর্জনা, দূষণ, অরাজকতা ইত্যাদিতে জেরবার অনেক এলাকা। এত অভাব-অভিযোগ, সমস্যার প্রতি পুর কর্তৃপক্ষের নজর আকর্ষণে উত্তরবঙ্গ সংবাদ চালু করেছে 'পাড়ায় পাড়ায়' বিভাগ। উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়ের দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পাঠকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন এইসব উদ্যোগের নেপথ্য কারণ।

পাঠকমাত্রই জানেন, তথ্য বিকৃতি, মিথ্যার জাল ক্রমে সংবাদজগৎকে কলুষিত করছে। সেখানে দাঁড়িয়ে সত্য যাচাইয়ের লাগাতার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রকৃত তথ্য পাঠকের দুয়ারে পৌঁছে দিতে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সাম্প্রতিক আবহে উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই প্রক্রিয়ার প্রতিফলন নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন পাঠক। কষ্টসাধ্য এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের ক্ষতির ঝুঁকি নিয়েও সাংবাদিকতায় সেই সত্যনিষ্ঠায় অবিচল থাকতে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। পক্ষপাত, আনুগত্য, নিছক ব্যবসায়িক স্বার্থ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে গত ৪৫ বছর ধরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ শুধু মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার ঐতিহ্য নির্মাণ করেছে। সর্বশেষ সেই কথাটাই বলার যে, উত্তরবঙ্গের আত্মাকে নিষ্কলুষ, পবিত্র, নির্মল রাখতে একইরকম নির্ভীক, দল ও শক্তি নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে চলার শপথ আমরা নিলাম ৪৬তম বর্ষের শুরুতেই।

সরকারের সাধের মডেল ভিলেজ যেন ভূতুড়ে গ্রাম

প্রথম পাতার পর

ভিলেজে ঢুঁ দেন না বলেই অনুযোগ স্থানীয় মানুষের। এর মাঝে যাঁরা বাড়িতে থাকা শুরু করেছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই আমূল বদলে ফেলেছেন প্রকল্পে পাওয়া ঘরের চেহারা। কেউ সেই ঘর ভেঙে নতুন করে ঘর বানিয়ে ফেলেছেন। আবার কেউ প্রকল্পে পাওয়া ঘর নিজের মতো করে মেরামত করে বাড়িয়ে ফেলেছেন। সরকারি আবাসনের বেহাল দশা নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা জানকী মুন্ডা বলেন, 'যে বাড়ি দিয়েছিল সেগুলো তো ভেঙে যায়। তাই মেরামতি করতেই হয়েছে। বাড়ির বদলে জায়গাটুকু আমাদের বেশি কাজে দিয়েছে।'

মডেল ভিলেজের প্রায় অর্ধেক বাড়ি আবাসিকহীন। টিনের চাল, লোহার ফ্রেম সহ দরজা-জানলা চুরি হয়েছে অনেক আগেই। গ্রামের একদিকে দাঁড়ালে পরিত্যক্ত ভূতুড়ে আবাসন ছাড়া অন্য কিছুই মনে হয় না রাজ্য সরকারের মডেল ভিলেজকে। এনিয়ে জলঘোলা হলে তা যে শাসকদলের বিরুদ্ধেই যাবে তাও একান্তে অস্বীকার করেন না তৃণমূল নেতারা। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুরের কথায়, 'মডেল ভিলেজ নিয়ে আমরা একটা মিটিংও করেছি। কিন্তু সেটার মেরামতিতে যে পরিমাণ বরাদ্দ দরকার তা পঞ্চায়েত সমিতির তহবিলে সম্ভব না। এজন্য একটি বিস্তারিত রিপোর্ট এবং প্রকল্প উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের হাতে দেব বলে আমাদের ভাবনা রয়েছে।'

আগামী বছর নির্বাচনি প্রচারে চা সুন্দরী শাসকের প্রচারে উঠলে পালটা হিসেবে এই মডেল ভিলেজের বেহাল দশার কথা উঠবে বলেই মত রাজনৈতিক নেতাদের। সেই তর্জায় নিরীহ প্রান্তিক চা শ্রমিকদের পাকা বাড়ির স্বপ্ন হয়তো অগ্রাহ্যই থেকে যাবে।

বেহাল কাঠামো

প্রথম পাতার পর

আশির দশকে জলপাইগুড়ির তোড়লপাড়ায় রাজ্য শিল্প বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল ফাইটোকেমিক্যাল কমপ্লেক্স। প্রায় ১ একর জমিতে অফিস ও ল্যাবরেটরি, স্টোর রুম তৈরি হয়। বাকি ৩২ একর জমিতে সীমানা প্রাচীর দিয়ে বিভিন্ন প্রজাতির ভেষজ রোপণ করা হয়েছিল। বর্তমানে ফাইটো কমপ্লেক্সে এখন বছরে মাত্র ৭৫০০ লিটার চা গাছের বৃদ্ধির জন্য গ্রোথ হরমোন তৈরি হয়। এছাড়া লিকুইড জেএম প্লাস ইডিটিএ মাত্র ২২০০ লিটার উৎপাদন করা হয় বছরে কৃষি সহ অন্যান্য গাছের বৃদ্ধির জন্য।

সরকারি এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রি ও কর্মীর অভাব এবং উৎপাদিত সামগ্রীর চাহিদার সঙ্গে জোগানের অসামঞ্জস্যর কারণে সরকার লাভের মুখ দেখতে পারছে না। উৎপাদন বিভাগের গবেষণাগারে প্রশিক্ষিত একজন কর্মী আগামী মাসে অবসর নিতে চলেছেন। তাঁর জায়গায় নতুন কাউকে না নিয়ে অন্য এক কর্মীকেই হাতে-কলমে শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে প্যাকিং, প্যাকেজিং বিভাগে মাত্র ২ জন কর্মীকে দিয়ে কাজ করাতে সমস্যা হচ্ছে। প্রয়োজন ৭ জন কর্মীর। অস্থায়ীভাবে ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে একজনকে ফাইটো কমপ্লেক্সের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রতিদিন অফিস করতে পারেন না অন্য দপ্তরের দায়িত্ব থাকায়। এতবড় ফাইটো কমপ্লেক্সে যেখানে ২৫ জন কর্মীর প্রয়োজন সেখানে স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মী মিলিয়ে মাত্র ৭ জনকে দিয়ে কাজ চলছে। আরেকটি বড় সমস্যা হচ্ছে উৎপাদিত সামগ্রী কিনতে ক্রেতাকে আগে থেকে টাকা দিয়ে বুক করতে হয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই সামগ্রী হাতে পান না ক্রেতারা। কলকাতায় জানাতে হয়। সেখান থেকে বিল এলে তারপর সামগ্রী সরবরাহ করা সম্ভব হয়। ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা কেউ তিন-চারদিনের জন্য সরকারের ঘরে কেনার জন্য ফেলে রাখতে চাইছেন না। ফলে বিক্রি কমছে। তাছাড়া বিপণনের প্রচার নেই। ফাইটো কমপ্লেক্সে কর্মীর অভাবে তাই ইতিমধ্যে জৈব কীটনাশক নিম তৈরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

কনসালটেটিভ কমিটি ফর টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'রাজ্যের এই শিল্পপ্রতিষ্ঠানে চা গাছের বৃদ্ধির জন্য তৈরি করা গ্রোথ হরমোনের চাহিদা থাকলেও চেয়েও পাওয়া যায় না। শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি দ্রুত চাঙ্গা করে তোলা উচিত।' নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক কিশোর মারোদিয়ার কথায়, 'সুযোগ পেলে মুখ্যমন্ত্রীর শিল্প সম্মেলনে বিষয়টি তুলব।'

এবারের মতো ছেড়ে দাও... পোষ্যকে নিয়ে নদী পারাপার। টাকাগাছে তোর্ষা নদীর পাড়ে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

পণ্য লোডিং

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : গত বছরের এপ্রিল মাসের তুলনায় চলতি বছরের এপ্রিল মাসে পণ্য লোডিংয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল বড়সড়ো সাফল্য পেল। গত বছরের তুলনায় এবছর এপ্রিলে সিমেন্ট লোডিং বেড়েছে ৬.৯ শতাংশ, ডলোমাইট ৬.৮ শতাংশ, সার ৯১.৭ শতাংশ, স্টোন চিপস লোডিং বেড়েছে ৭০ শতাংশ। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'লোডিং বৃদ্ধিতে রেলের রাজস্ব আদায় বেড়েছে।'

সন্তান বিক্রির

প্রথম পাতার পর

'টাকার বিনিময়ে বাচ্চা বিক্রি করার কোনও ঘটনা ঘটেনি। আর্থিক সমস্যার জন্য মহিলা তাঁর সন্তানকে ওই ব্যক্তির কাছে রাখতে এসেছিলেন। যদিও পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে শিশুটিকে হোমে পাঠানো হয়। সম্ভবত ওই ব্যক্তি পরবর্তীতে শিশুটিকে দত্তক নেওয়ার জন্য আবেদন করবেন।' জেলা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান মান্না মুখোপাধ্যায় বলেন, 'রবিবার এমনিতেই সিডব্লিউসি বন্ধ থাকে। মাল থানা থেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরবর্তীতে মা ও বাচ্চাকে আমাদের কাছে পাঠানো হয়।' এমন ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। শিশুটির জন্ম সংক্রান্ত নথিপত্রের তথ্যে গরমিল কেন ছিল, স্ট্যাম্প পেপারে টাকা নিয়ে বাচ্চা নেওয়ার কথা থাকলেও কেন কানু দাসের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা হয়নি, এমন অনেক প্রশ্নেরই উত্তর মেলেনি। বিশিষ্ট আইনজীবী সুমন শিকদার বলেন, 'এরা যে পদ্ধতিতে বাচ্চাটিকে নিয়েছে সেই পদ্ধতি একদমই আইনসিদ্ধ নয়। এর জন্য কিছু নিয়মনীতি আছে। সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত ছিল।'

জল্পনায় জেলা সভাপতির নাম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ মে : সোমবার শিলিগুড়িতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতির (সমতল) পদ নিয়ে জল্পনার পারদ ক্রমশ চড়ছে। সমাজমাধ্যমজুড়ে সম্ভাব্য সভাপতি হিসাবে একাধিক নেতা-নেত্রীর নাম, ছবি দিয়ে ভোট চাইছেন দলেরই বিভিন্ন স্তরের নেতা-নেত্রীরা। অনেকেই আবার পাপিয়া ঘোষকেই রেখে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করছেন। তবে, নেতা-নেত্রীদের অনেকেই মনে করছেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরেই নতুন জেলা সভাপতির নাম চূড়ান্ত হয়ে যাবে। এমনকি আগামী বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটিতে শক্তিশালী কোর কমিটি গঠন করা হতে পারে বলেও দলীয় সূত্রের খবর। অর্থাৎ প্রশাসনিক একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে সোমবার থেকে শুরু হওয়া মুখ্যমন্ত্রীর চারদিনের সফর রাজনৈতিকভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

দু'দিন আগেই রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের বিভিন্ন জেলার কমিটিতে রদবদল করা হয়েছে। তবে, দার্জিলিং জেলা (সমতল) কমিটির নতুন চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা হলেও সভাপতির পদ পরবর্তীতে ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। তালিকা প্রকাশিত হতেই বর্তমান সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষকে সরানো হচ্ছে, নিশ্চিত হয়ে যায় দলের নেতৃত্ব। শনিবার থেকেই সমাজমাধ্যমজুড়ে নতুন সভাপতির পদ নিয়ে অনেক নেতা-নেত্রী পোস্ট করছেন। কেউ বলছেন, পাপিয়া ঘোষকেই পুনরায় চাই, কেউ বলছেন অরুণ ঘোষ সভাপতি পদের যোগ্য, আবার কেউ কেউ কুন্তল রায়, কাজল ঘোষকে সভাপতি করার দাবি জানিয়ে পোস্ট করছেন।

দলীয় সূত্রে খবর, সামনেই বিধানসভা ভোট রয়েছে। শিলিগুড়ির শহর এবং গ্রামাঞ্চলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা মাথায় রেখে দার্জিলিং জেলা নেতৃত্বে একজনকে সভাপতির দায়িত্বে না রেখে এখানে ছয় থেকে আটজনের কোর কমিটি তৈরি করে দেওয়া হতে পারে। বীরভূম এবং উত্তর কলকাতা জেলা কমিটিতে এমনটাই করা হয়েছে। শিলিগুড়িতেও কোর কমিটিতে শহর এবং গ্রামের প্রভাবশালী নেতা-নেত্রীদের এনে

আজ শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

তাঁদের মাধ্যমেই পার্টি চালানোর চিন্তাভাবনাও রয়েছে। দলনেত্রী সোমবার বিকেলে শিলিগুড়িতে পৌঁছোবেন। সন্ধ্যায় দীনবন্ধু মঞ্চে উত্তরবঙ্গের শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক রয়েছে। মঙ্গলবার ফুলবাড়ির হেলিপ্যাড সংলগ্ন ভিডিওকন ময়দানে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান রয়েছে। তার পরেই সন্ধ্যায় উত্তরকন্যায় দলের নেতা-নেত্রীদের নিয়ে বৈঠক করতে পারেন মমতা। সেখানে তিনি শিলিগুড়ির বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর এবং নতুন জেলা সভাপতির পদ নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

করলাভ্যালিতে গেট মিটিং

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : শ্রমিকদের আবাসন সংস্কার, সঠিক মজুরি সহ একাধিক দাবি নিয়ে সিটু অনুমোদিত চা বাগান মজদুর ইউনিয়নের তরফে রবিবার করলাভ্যালি চা বাগানে গেট মিটিং হয়।

শ্রমিকদের অভিযোগ, ২৫০ টাকা করে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি পাওয়ার কথা থাকলেও তাঁরা ২৪০ টাকার বেশি মজুরি পাচ্ছেন না। এছাড়াও অবসর নেওয়া শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটি বকেয়া রয়েছে। সংগঠনের ইউনিট সম্পাদক গোবিন ওরাওঁ বলেন, 'কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের প্রাপ্য দিচ্ছে না। অথচ শ্রমিকরা নিজেদের কাজ নিয়মিত করে যাচ্ছেন। আমরা তাঁদের প্রাপ্য দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছি।'

বিপাকে বাংলাদেশ

প্রথম পাতার পর

বাণিজ্যমন্ত্রকের নির্দেশে তাতে বিরাট ধাক্কা লেগেছে।

ধাক্কা সীমান্তের ওপারেও। প্লাস্টিকের দানা নিয়ে ফুলবাড়ি সীমান্ত দিয়ে এপারে এসে ট্রাকচালক মহম্মদ শাহজাহান বলেন, 'বিভিন্ন ধরনের মাল নিয়ে ১০০টির বেশি ট্রাক বাংলাদেশের বাংলাবান্ধা সীমান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আদৌ ঢুকতে পারবে কি না জানি না।'

আরেক বাংলাদেশি ট্রাকচালক ওমর ফারুক দেশে ফেরার আগে রবিবার বলেন, 'ভারত আমদানি বন্ধ করায় আমাদের দেশের অর্থনীতিতে বড় প্রভাব পড়বে।'

বাণিজ্য সম্পর্কিত নয়াদিল্লির গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের প্রকাশিত রবিবারের রিপোর্টে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য এতে ৪২ শতাংশ কমে যায়।

অর্থমূল্যে যে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৭৭০ মিলিয়ন ডলার। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী সবচেয়ে বড় আঘাত আসবে বস্ত্রশিল্পে।

যেমন ওমর ফারুকের কথায়, 'অনেক মানুষ এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। গাড়ি চালাতে না পারলে আমার আয় বন্ধ হয়ে যাবে। আমার মতো অনেক পঞ্চগড় ও বাংলাবান্ধা সীমান্ত লাগোয়া চালকদের কাজ চলে গেল। একটা ট্রাকের ওপর অন্তত দশজন মানুষের পরিবার চলে। গাড়ি না চললে মাল তোলা ও নামানোর শ্রমিকরা কাজ হারাবেন।'

চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দরের শ্রমিক সহিদুল ইসলাম বলেন, 'আজকেই কাজ পাইনি। দশজনের পরিবার কী করে চলবে জানি না।' বাংলাদেশ থেকে কাটা কাপড় নিয়ে চ্যাংরাবান্ধা হয়ে এপারে এসেছেন বুড়িমারির ট্রাকচালক মহম্মদ সাজু হোসেন।

তাঁর বক্তব্য, 'খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছি। ট্রাক চালিয়ে দিন গুজরান হয়। আমাদের ওদিকের প্রচুর শ্রমিক ও ট্রাকচালক এই ব্যবসার ওপর নির্ভরশীল। কমপক্ষে পাঁচ শতাধিক মানুষের পরিবার চলে এর ওপর। আমাদের এখন কী করে চলবে, কিছুই বুঝতে পারছি না।'

আরেক বাংলাদেশি ট্রাকচালক আবদুল হানিফার চ্যাংরাবান্ধায় রবিবার বলেন, 'এই কাজ ছাড়া আর কিছু জানি না। প্রত্যেক ট্রিপে হাজার থেকে ১১০০ টাকা পাই। রাতে ভারতে থাকতে হলে আরও ২০০ টাকা এক্সট্রা পাওয়া যায়। সব বন্ধ হয়ে যাবে।' তাঁর কথায়, 'ভারত সরকারের এই পদক্ষেপে ভারতের ক্ষতি কিছু হবে, কিন্তু বেশি লোকসান হবে বাংলাদেশের।' *(তথ্য সহায়তা : সাগর বাগচী, শতাব্দী সাহা ও জসিমুদ্দিন আহম্মদ)*

হাট যেন মণিপুর

প্রথম পাতার পর

বাইরের নয়।' হাট ঘুরে সব দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল 'লইবাড়ি হাট'-এর ইউএসপি নিয়ে একটি বিজ্ঞাপনী ক্যাচলাইন লিখলে অনায়াসে লেখা যায় 'বিশুদ্ধ ও খাঁটি'।

এমন একটি ক্যাচলাইন করা গেলে তা যে মোটেও ভুল হবে না সেটা হাটে বাজার করতে আসা ক্রেতা নমিতা রায় মেনে নিলেন। বললেন, 'এখানে এসে কেনাকাটা সেরে কোনওদিন খারাপ কিছু পাইনি। বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর এসব খারাপ বলে কেউ কোনওদিন অভিযোগ করেনি।' নমিতার মতো অভিজ্ঞতা প্রায় সবারই। তাই তাজপুর, শোলাডাঙ্গা, কালপেঁচি, ডাঙ্গাপাড়া, মেস্তরপাড়া, বেলতলা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেকেরই এখানে নিয়মিত আনাগোনা।

তবুও তুলনা এসেই পড়ে। স্বামীদের কেউ কৃষিকাজ করেন, কেউবা দিনমুজর। সংসারে একটু সুখের আশায় হেমলতা মণ্ডলরা এই হাটে এসে পসরা সাজিয়ে বসেন। মণিপুরের ইমা কিথল হাটের নাম শুনেছেন? নামটা শুনে হেমলতা হেসেই কুটিপাটি। তারপর সব শুনে তাঁর সহজসরল প্রশ্ন, 'ওরাও কি আমাদের দেখে এমন হাট শুরু করেছে?' পরে ওই হাটের বিষয়ে আরও কিছু শুনে বিড়বিড় করে বললেন, 'কী আজব এই দুনিয়া!'

দুনিয়া সত্যিই আজব। নইলে দিনকেদিন যেখানে সবকিছুর দাম মারাত্মকভাবে বেড়ে চলে সেখানে প্রতি সপ্তাহের রবি ও বৃহস্পতিবার বিকেলে বসা লইবাড়ি হাটের সমস্ত সামগ্রীর দাম সাধারণের অনেকটাই নাগালে। আর সেই সুবাদে ভালো বিকিকিনির সুবাদে বিক্রেতার মুখে হাসি, ক্রেতারাও। সরকারি সহযোগিতা পেলে এই হাসি আরও চওড়া হওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে কল্পনা মণ্ডলের মতো বিক্রেতারা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। রোদ বৃষ্টি থেকে বাঁচতে সরকারিভাবে হাটখোলার জন্য টিনের ছাউনি সহ উঁচু বাঁধানো মেঝে, বর্ষায় হাটের জল যাতে সহজে বের হতে পারে সেজন্য নিকাশি ব্যবস্থার দাবিও জোরালো হয়েছে।

শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার কেউ নেই

প্রথম পাতার পর

এই অঞ্চলের চা বলয়ে সদ্য সমাপ্ত উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। নির্বাচিত বিধায়কের বাড়ি ডিমডিমা বাগান এলাকায়। অথচ সেই বাগানেও শ্রমিকরা প্রায় দুই মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। আশ্চর্যের বিষয়, ওই ব্লকেই শাসক ও বিরোধী দুই পক্ষের সর্বাধিক কেন্দ্রীয় স্তরের চা শ্রমিক নেতা রয়েছেন। অথচ সেখানেই বাগানের সমস্যা সবচেয়ে প্রকট।

রাজ্য সরকার চা বাগান সমস্যার সমাধানে একাধিক কমিটি গঠন করেছে, তৈরি হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর। সেই নীতি অনুসারে, যখন-তখন বাগান বন্ধ করে দেওয়া, মজুরি বকেয়া রাখা, লিজ বাতিল করা যাবে। এই নিয়ম কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। রাজ্যের তৈরি টি অ্যাডভাইজারি কাউন্সিল আসলে সমস্যার সমাধানে নয়, নেতাদের সরকারি স্টিকার লাগানো গাড়িতে ঘোরাঘুরির সুবিধা দিতেই তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়। সম্প্রতি শ্রমমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য আবার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হবে। কিন্তু গত সাত বছরে কুড়ি বারেরও বেশি বৈঠক করার পরেও যখন ফল মেলেনি, তখন আরেকটি কমিটির প্রতিশ্রুতি নতুন প্রতারণারই নামান্তর।

প্রকৃত সমস্যা হল, চা বলয়ে কার্যকর কোনও বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি নেই। সিপিএম তাদের শাসনকালে শ্রমিকদের প্রতি যে অবিচার করেছে, তার জন্য এখনও ক্ষমা চাইতে সাহস পাচ্ছে না। অন্যদিকে বিজেপি, অসমে যারা এখনও মজুরি সীমাবদ্ধ রেখেছে ২২৫-২৫০ টাকার মধ্যে, তারাও জমির মালিকানা বা উপজাতীয় স্বীকৃতির দাবিতে কোনও জোরালো আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে তাদের নেতারাও চা বলয়ে আস্থা তৈরি করতে পারছেন না। বরং পদ হারালেই এক দল থেকে আরেক দলে যাওয়া তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিরই অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কলকাতাকেন্দ্রিক নেতৃত্ব এবং প্রশাসনের প্রতি অনুগত উত্তরবঙ্গের নেতারা আজ পর্যন্ত চা বাগানের জন্য কোনও স্পষ্ট বিকল্প নীতির সন্ধান দিতে পারেননি। সমবায়ের মাধ্যমে বাগান পরিচালনার প্রশ্ন উঠলেই তাঁরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ২০২৩ সালে হঠাৎই রাজ্য সরকার ঘোষণা করে যে, চা বাগানের শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়া হবে। অথচ এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শ্রমিকদের মতামত নেওয়া তো দূরের কথা, কোন জমিতে পাট্টা দেওয়া হবে, সেই জমির চরিত্র কী, এই পাট্টা কী সুবিধা দেবে, এসব নিয়ে কোনও স্বচ্ছতা নেই। নেতা ও প্রশাসনের মনোভাব এমন, 'এতদিন কেউ কিছু করেনি, আমরা তো করছি, এবার আর প্রশ্ন তুলো না।'

চা শিল্পের প্রকৃত চিত্র বোঝার জন্য শুধু রাজনৈতিক দিক নয়, অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণও জরুরি। চায়ের একটি বড় অংশ অকশন ছাড়াই সরাসরি বিক্রি হয়ে যায়, যার কোনও হিসেব সাধারণ মানুষের কাছে নেই। মালিকপক্ষ সাধারণত অকশনে কম দাম দেখিয়ে চা শিল্পের সংকটের গল্প ফাঁদে। ফলে একটি বিশাল অঘোষিত অর্থপ্রবাহ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। চা শিল্পে এই প্রক্রিয়া বহু আগেই শুরু হয়েছিল। কলকাতা, দিল্লি ও গুয়াহাটির প্রভাবশালী লবি আজ বাংলা ও অসমের চা শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে। দুই রাজ্যে সরকার ভিন্ন হলেও মজুরি বৃদ্ধির হার প্রায় সমান, যাতে কোনও এক রাজ্যের শ্রমিকদের মজুরি বাড়লে অন্য রাজ্যে শ্রমিক বিক্ষোভ তৈরি না হয়। এটা হয়তো একধরনের সমঝোতা। তার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে চা বলয়ে রাজনৈতিক বিপর্যয় আসতে পেরে জেনেও যখন বাংলায় টি ট্যুরিজমের নামে চা বাগানের তিরিশ শতাংশ জমি বরাদ্দ করে দেওয়া হয় তা দেখে। অসমেও কর্পোরেট স্বার্থে শ্রমিক উচ্ছেদ করে একই কাজ করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার দাবি করেছে, চা পর্যটনে আশি শতাংশ স্থানীয় মানুষ কর্মসংস্থান পাবেন। তবে বাস্তবটা ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, শিলিগুড়ি শহরের পাশের একটি চা বাগানে গড়ে ওঠা একটি রিসর্টে 'কলোনিয়াল সুইট'-এর এক রাতের ভাড়া দিয়ে দশজন শ্রমিককে এক মাস বেতন দেওয়া যায়। কিন্তু সেখানে ক'জন স্থানীয় মানুষ কাজ পেয়েছেন, সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

আসলে চা শিল্পের বাহ্যিক চাকচিক্যের আড়ালে আজও রয়ে গিয়েছে এক দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শোষণের পরম্পরা। উত্তরবঙ্গের অনুন্নয়ন এবং শ্রমিক জীবনের অবমাননার মূল শিকড় আজও গেঁথে রয়েছে ১৫০ বছরের চা শিল্প ব্যবস্থার গভীরে।

লেখক-সমাজকর্মী

অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়া গ্রেপ্তার ঢাকায়

ঢাকা, ১৮ মে : জনপ্রিয় বাংলাদেশি অভিনেত্রী নুসরত ফারিয়াকে রবিবার ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করল বাংলাদেশ পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে গত বছর জুলাই অভ্যুত্থানের সময় খুনের চেষ্টার অভিযোগে ভাটারা থানায় মামলা রয়েছে। সেই সূত্রেই ফারিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার থাইল্যান্ডে যাওয়ার সময় তাঁকে ইমিগ্রেশন চেকপয়েন্টে আটক করা হয়। সেখান থেকে প্রথমে ভাটারা থানায়, তারপর ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে জেরা করা হয়। সোমবার নুসরত ফারিয়াকে আদালতে তোলা হবে। দুই বাংলার একাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন ফারিয়া। শ্যাম বেনেগাল নির্মিত 'মুজিব-দ্য মেকিং অফ এ নেশন'-এ শেখ হাসিনার চরিত্রে ফারিয়ার অভিনয় সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এর আগে হত্যাচেষ্টার ওই মামলায় অপু বিশ্বাস, আসনা হাবিব ভাবনা, জায়েদ খান সহ ১৭ জন তারকাকে আসামি করা হয়েছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনে সমস্যা

শ্রীহরিকোটা, ১৮ মে : পরের পর সফল অভিযানের পর পৃথিবীর কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করতে গিয়ে ধাক্কা খেল ইসরো। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা জানিয়েছে, রবিবার ভোরে ইওএস-০৯ কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে কক্ষপথের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল ইসরোর পিএসএলভি-সি৬১ রকেট। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানের কাছাকাছি পৌঁছোনোর পরেও রকেট থেকে উপগ্রহটিকে আলাদা করে কক্ষপথে স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। সমস্যার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ইসরোর প্রধান ভি নারায়ণ। তিনি জানিয়েছেন, এদিন ভোর ৫টা ৫৯ মিনিটে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস রিসার্চ সেন্টার থেকে

সফল উৎক্ষেপণের পর পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে নির্দিষ্ট জায়গায় ইওএস-কে স্থাপন করার কথা ছিল পিএসএলভি-সি৬১-র। কিন্তু এজন্য জ্বালানির মাধ্যমে যে পরিমাণ চাপ তৈরির কথা ছিল তা সম্ভব হয়নি। ইসরোর নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের গবেষকদের কাছে বিষয়টি ধরা পড়ার পর অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

নারায়ণ বলেন, 'আজকের অভিযানের ৪টি ধাপ ছিল। কিন্তু তৃতীয় ধাপে লক্ষ্য করা যায় অভিযান শেষ করা সম্ভব নয়। কেন এটা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আশা করি আমরা খুব তাড়াতাড়ি সমস্যা মিটিয়ে ফেলব।' রবিবারের অভিযানটি ছিল ইসরোর ১০১তম মহাকাশ অভিযান। এজন্য যে পিএসএলভি রকেট ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি ৬৩টি অভিযানে শামিল হয়েছিল।

আমেরিকায় টর্নেডো হত ২৭

ওয়াশিংটন, ১৮ মে : আমেরিকার কেন্টাকি ও মিসৌরি প্রদেশে ভয়ংকর টর্নেডো ঝড়ের কবলে পড়ে কমপক্ষে ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বহু। কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর। হতাহতের অধিকাংশ কেন্টাকির বাসিন্দা। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে সেখানকার স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। কেন্টাকির গভর্নর অ্যান্ডি বেসার এক্স পোস্টে জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাতে দক্ষিণ কেন্টাকিতে আঘাত হানে টর্নেডো। ঘূর্ণিঝড়ের ধাক্কায় বহু ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে লরেল কাউন্টির। প্রাণহানির খবর এসেছে মিসৌরির সেন্ট লুইস থেকেও। শহরের মেয়র কারা স্পেনসার জানান, ৫ জন বাসিন্দা মারা গিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অন্তত ৫ হাজার বাড়িঘর।

ভারতকে অনুকরণ শরিফের

বিদেশে প্রতিনিধিদল পাঠাবে পাকিস্তানও

ইসলামাবাদ, ১৮ মে : অপারেশন সিঁদুরের পর থেকে ভারতের দেখে টুকলি করার মানসিকতা ক্রমশ জাঁকিয়ে বসছে পাকিস্তানের শাহবাজ শরিফ সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেখাদেখি সেনাঘাঁটিতে ভাষণ দেওয়ার পর এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল ইসলামাবাদ। সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর হিসেবে পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক স্তরে কোণঠাসা করতে বিশ্বের ৩২টি দেশে শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে ৫১ জনের সাতটি প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী বৃহস্পতিবার ওই দলগুলি রওনা দেবে। ভারতের এই কূটনৈতিক উদ্যোগের জবাবে এবার পাকিস্তানও দেশে দেশে প্রতিনিধি দল পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছে।

ভারতের তরফে সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বমণ্ডলীর নাম ঘোষণার খানিকটা পরই প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বিশ্বমঞ্চে পাকিস্তানের অবস্থান তুলে ধরার দায়িত্ব তুলে দেন পিপিপি চেয়ারম্যান তথা দেশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারির হাতে। তাঁর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দেশে গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে পালটা ইসলামাবাদের অবস্থান তুলে ধরবে। বেনজির-পুত্রের নেতৃত্বাধীন ওই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন পাকিস্তানের আরও দুই প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী হিনা রাব্বানি খার এবং খুররম দস্তোগির খান। রয়েছেন প্রাক্তন বিদেশসচিব জলিল আব্বাস জিলানি। পাকিস্তানের বক্তব্য বিশ্বের সামনে তুলে ধরার দায়িত্ব তাঁর হাতে সঁপে দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিলাওয়াল।

ভারতে যেভাবে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর মোদি সরকারের সিদ্ধান্তের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, খানিকটা সেই সুরেই ফেসবুকে শরিফ সরকারের প্রশংসা করেছেন বেনজির-পুত্র। তিনি লিখেছেন, 'আমি এদিন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। উনি আমাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে শান্তির জন্য পাকিস্তানের সওয়াল তুলে ধরার জন্য একটি প্রতিনিধি দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অনুরোধ করেন। এই দায়িত্ব নিতে পেরে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি আমি। এই কঠিন সময়ে পাকিস্তানের সেবা করতে আমি সংকল্পবদ্ধ।'

তবে শাহবাজ সরকারই নয়, জেনারেল আসিম মুনিরের সেনাবাহিনীও পাকিস্তানকে শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে তুলে ধরতে চায়। শনিবার পাক সেনার জনসংযোগ দপ্তরের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী বলেন, 'পাকিস্তান হিংসাত্মক দেশ নয়। তারা হিংসা চায় না। বরং শান্তি চায়। সেই কারণেই আমেরিকার মধ্যস্থতায় সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ইসলামাবাদ।'

শরিফ সরকার যেভাবে বিলাওয়ালের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধি দলকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকেও সঠিক বলে মনে করছে সেনাবাহিনী। সন্ত্রাসের মদতদাতা দেশের বদলে একটি শান্তিপ্রিয় দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার সুযোগ এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে বলে ধারণা তাঁদের। পাশাপাশি বিলাওয়ালের মাধ্যমে ভুট্টো পরিবারের কূটনৈতিক যোগাযোগের পরম্পরাকেও কাজে লাগানোর পক্ষপাতী পাক সেনা।

ঋণের ১ম কিস্তির আগে ১১ শর্ত ইসলামাবাদকে

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : ভারতের তীব্র বিরোধিতা উপেক্ষা করে পাকিস্তানকে বড় অঙ্কের ঋণ মঞ্জুর করেছে আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)। তবে সেই বরাদ্দের প্রথম কিস্তি ছাড়ার আগে একগুচ্ছ শর্তের কথা ঘোষণা করল আন্তর্জাতিক সংস্থাটি। যার মধ্যে আর্থিক সংস্কারের পাশাপাশি রয়েছে সামরিক বাজেট বরাদ্দে আংশিক রাশ টানার মতো বিষয়। শনিবার আইএমএফের তরফে জানানো হয়েছে, মোট ১১ দফা শর্ত পূরণের বিনিময়ে ঋণের টাকা পাবে পাকিস্তান। সূত্রের খবর, এর আগে আইএমএফের ঋণ পেতে ৫০টি শর্ত পূরণ করতে হয়েছে পাক সরকারকে। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হবে নতুন শর্তগুলি। এর মধ্যে রয়েছে আগামী অর্থবর্ষে পাকিস্তানের জাতীয় বাজেট ১৭.৬ ট্রিলিয়ন পাকিস্তানি মুদ্রায় সীমিত রাখা। সেই বাজেট সেদেশের পার্লামেন্টে অনুমোদন করাতে হবে শাহবাজ শরিফের সরকারকে।

এছাড়া বিদ্যুৎ বিল ও ঋণে বাড়তি সারচার্জ আদায়, ৩ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি আমদানির ওপর জারি নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ২০২৭-এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করে তা জনসমক্ষে পেশ করার মতো শর্ত। শুধু তাই নয়, আইএমএফের টাকা যাতে অন্য কোনও খাতে খরচ করা না হয় পাক সরকারের কাছে সেই নিশ্চয়তা চেয়েছে আইএমএফ। এজন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর আইএমএফকে রিপোর্ট পাঠাতে বাধ্য থাকবে ইসলামাবাদ।

ভারতের অপারেশন সিঁদুরে পাক সেনা ও বায়ুসেনার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ধাক্কা সামাল দিতে প্রতিরক্ষা বাজেট ১৮ শতাংশ বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। কিন্তু আইএমএফ জানিয়েছে, পাকিস্তান সরকার প্রতিরক্ষা বাজেটে বরাদ্দ গতবারের চেয়ে সর্বাধিক ১২ শতাংশ পর্যন্ত বরাদ্দ বাড়াতে পারে। পহলগাম হামলার পর পাকিস্তানকে ঋণ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ভারত। কেন্দ্রের বক্তব্য, পাকিস্তানকে অতীতে বারবার ঋণ ও অনুদান দিয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি। কিন্তু সেই সাহায্য কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে পাকিস্তান। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বদলে আন্তর্জাতিক ঋণের একাংশ চলে গিয়েছে সেখানকার সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির ভাঁড়ারে। ভারতের আপত্তির পরেই পাকিস্তানের ওপর আইএমএফের নয়া শর্ত আরোপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

আইএমএফ-এর শর্ত

- জাতীয় বাজেট ১৭.৬ ট্রিলিয়ন পাকিস্তানি মুদ্রায় সীমিত রাখা
- বিদ্যুৎ বিলে বাড়তি সারচার্জ
- ৩ বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার
- ২০২৭-এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করে তা জনসমক্ষে পেশ করা
- প্রতিরক্ষা বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি ১২ শতাংশের মধ্যে রাখতে হবে
- কৃষি আয়কর আইন বাস্তবায়ন
- করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি
- আয়কর আইনে সরলীকরণ
- প্রশাসনিক সংস্কার
- শিল্প পার্কগুলিকে ভরতুকি বন্ধ
- জ্বালানি ক্ষেত্র থেকে বাড়তি কর আদায়

দুর্ঘটনাস্থল থেকে শিশুকে উদ্ধার করেছেন দমকলকর্মীরা। হায়দরাবাদে।

আগুনে মৃত এক পরিবারের ১৭

হায়দরাবাদ, ১৮ মে : আগুনে পুড়ে তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদে মৃত্যু হল ১৭ জনের। মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। তাঁদের মধ্যে ৮টি শিশু। ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন হায়দরাবাদের চারমিনার সংলগ্ন গুলজার হাউসে। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটি থেকে আরও ১৭ জনকে জীবন্ত উদ্ধার করেছেন দমকলকর্মীরা। রবিবার ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন তেলেঙ্গানার মন্ত্রী পুন্নম প্রভাকর। তিনি জানান, মৃতরা এক পরিবারের সদস্য। তাঁদের বয়স ৭০ থেকে ২ বছরের মধ্যে।

রাজ্যের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের ডিরেক্টর ওয়াই নাগি রেড্ডি জানিয়েছেন, কৃষ্ণা পার্লস নামে একটি দোকানে প্রথম আগুন লাগে। দোকানটি একটি বহুতলের নীচের তলে অবস্থিত। সেখান থেকে আগুন দ্রুত ওপরের তলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের ১১টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। মৃতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। ক্ষতিগ্রস্তদের ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হায়দরাবাদের ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন।

ট্রাম্প উপদেষ্টার জঙ্গি-যোগ

ওয়াশিংটন, ১৮ মে : আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরামর্শদাতাদের তালিকায় রয়েছে ইসমাইল রোয়ার এবং শেখ হামজা ইউসুফ। লরা লুমার নামে এক সাংবাদিকের দাবি, সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের সঙ্গে দীর্ঘদিনের যোগ রয়েছে রোয়ার ও ইউসুফের। তারপরেও

দু'জনকে কীভাবে প্রেসিডেন্টের পরামর্শদাতা কমিটিতে শামিল করা হল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। লুমার জানিয়েছেন, লস্কর-ই-তৈবার সদস্য রোয়ার পাকিস্তানে গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। ২০০৪-এ আমেরিকার এক আদালত তাকে ২০ বছরের সাজার নির্দেশ দিয়েছিল। ১৩ বছর জেলে কাটিয়ে ২০১৭-য় ছাড়া পায় রোয়ার। অন্যদিকে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে যুক্ত ইউসুফ।

সংবিধানই সর্বোচ্চ, বার্তা গাভাইয়ের

মুম্বই, ১৮ মে : প্রশাসন বনাম বিচারবিভাগের মধ্যে কার ক্ষমতা বেশি, তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ এখনও হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের শীর্ষমহল থেকে দাবি করা হয়, সংসদ বা আইনবিভাগের ক্ষমতা সর্বাধিক। এই বিতর্কের নিষ্পত্তি ঘটিয়ে রবিবার এক অনুষ্ঠানে দেশের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই বলেছেন, 'বিচারবিভাগ বা শাসনবিভাগ নয়, ভারতের সংবিধানই হল সবার ওপরে। গণতন্ত্রের তিনটি স্তম্ভই সমান। তিনটি স্তম্ভই সংবিধান অনুযায়ী কাজ করে। প্রত্যেককে তাই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।' সম্প্রতি দেশের ৫২ তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেন বিআর গাভাই।

রবিবার মহারাষ্ট্র ও গোয়ার বার কাউন্সিলের তরফে তাঁকে এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তার পাশাপাশি আইনজীবীদের একটি সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল বিধানসভায় পাশ হওয়া কোনও বিল অনন্তকাল ফেলে রাখতে পারেন না বলে সম্প্রতি রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের জন্য এভাবে সময়সীমা বেঁধে দেওয়ায় অনেকেই সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনা করেছেন। বিচারবিভাগের এই অতিসক্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন খোদ উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরও। তিনি সাফ বলেছেন, সংসদই সর্বোচ্চ। এই অবস্থায় প্রধান বিচারপতির কথা ধনকরের উদ্দেশে বার্তা কি না, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

পাকিস্তানে গুলিতে মৃত্যু লস্কর জঙ্গির

ইসলামাবাদ, ১৮ মে : ভারতে তিনটি জঙ্গি হামলার মূলচক্রী সইফুল্লা খালিদ সিন্ধুপ্রদেশে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাল। ভারত সরকারের অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানের মাটিতে লস্কর জঙ্গি খালিদের মৃত্যু নয়াদিল্লির কাছে স্বস্তির খবর। একটি সূত্র জানিয়েছে, সইফুল্লা খালিদের নাম ভারতে মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গির তালিকায় ছিল। ২০০৫ সালে বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, ২০০৬-এ নাগপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদর দপ্তর ও ২০০৮ সালে রামপুরে সিআরপিএফ ক্যাম্পে জঙ্গি হামলা চালানোর যাবতীয় ছক, সইফুল্লা খালিদের মস্তিষ্কপ্রসূত। বহুদিন থেকে সইফুল্লা নেপালে। সেখান থেকেই সে ভারতে একের পর এক জঙ্গি হামলা চালিয়েছে। নিজের সুবিধার জন্য সইফুল্লা নেপালে বিনোদ কুমার নাম নিয়ে বাস করছিল। নাগমা বানু নামে এক স্থানীয় মহিলাকে বিয়ে করে।

অতি সম্প্রতি সইফুল্লা সিন্ধুপ্রদেশের বাদিল জেলার মাতলিতে চলে যায়। সেখান থেকে লস্কর-ই-তৈবা ও তার শাখা সংগঠন জামাত-উদ-দাওয়ার হয়ে কাজ চালাচ্ছিল। সিন্ধুতে এসে জঙ্গি নিয়োগ ও তহবিল সংগ্রহই ছিল তার কাজ। অনেকের বক্তব্য, পাকিস্তানের মাটিতে সইফুল্লার মৃত্যু আরও একবার প্রমাণ করে দিল পাকিস্তান জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়। সইফুল্লা খালিদকে কে বা কারা মেরেছে তা জানা যায়নি।

আজ ত্রিদেশীয় সফরে জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : সোমবার ত্রিদেশীয় সফরে যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। কেন্দ্রীয় সরকারের কৌশলগত কূটনৈতিক মিশনের লক্ষ্যে বিদেশমন্ত্রীর এই সফর ছ'দিনের। রবিবার সাউথ ব্লকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জয়শংকর নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক ও জার্মানি যাচ্ছেন। সফরকালে বিদেশমন্ত্রী তিন দেশের নেতৃত্বের সঙ্গে দেখা করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে পারস্পরিক স্বার্থের দিকটি নিয়ে আলোচনা করবেন। বাণিজ্য, প্রযুক্তি, মানুষে মানুষে সম্পর্কের সহযোগিতা নিয়েও আলোচনা হবে।

গোরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা। কর্নাটকের চিকমাগালুরে রবিবার। -পিটিআই

জেল খাটা নেতাদের সামনের সারিতে নয়

লক্ষ্য, দলের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ মে : আগামী বছর বিধানসভা ভোটের আগে দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে মরিয়া তৃণমূল। সেই কারণেই 'জেল খাটা' দাপুটে তৃণমূল নেতাদের সামনের সারিতে আনতে চাইছেন না দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বীরভূম জেলা তৃণমূলের এক সময়ের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের শীর্ষ নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে দলের কর্মসূচির সামনের সারিতে না থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকি, দলের কোর কমিটির সদস্য থাকলেও অনুব্রত মণ্ডলকে দলের কোনও কর্মসূচি না ডাকতেও এদিন তাঁকে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পদ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি না। মানুষের সঙ্গে থাকাটাই আমার কাজ। জেল যখন খেটেছি, অন্য দলে যাব না।
অনুব্রত মণ্ডল

কড়া তৃণমূল

- অনুব্রত মণ্ডল ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে কোনও কর্মসূচিতে না ডাকার নির্দেশ
- দলীয় কর্মসূচিতে সামনের সারিতে নয় অভিযুক্তরা
- গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কোনওভাবেই সামনে আসা যাবে না
- গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হলে অভিযুক্তদের সঙ্গে সঙ্গে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

বিধানসভা ভোটের আগে দলের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রাখতে অনেক টালবাহানার পর অভিষেকের সুপারিশ মেনেই দলে রদবদল করা হয়েছে। সেখানেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, 'অভিযুক্ত' নেতাদের আর প্রথম সারিতে রাখতে চান না দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। সেই মনোভাবে সায় দিয়েছেন দলনেত্রী।

খবর, কয়েকটি জেলায় এখনও জেলা সভাপতি পদে কোনও নাম ঘোষণা করা হয়নি। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, দার্জিলিং (সমতল) সাংগঠনিক জেলায় সভাপতি পদ। সোমবার তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবারই বীরভূম জেলা তৃণমূলের কোর কমিটির বৈঠক বসেছিল। বৈঠক চলাকালীন অনুব্রতকে ফোন করে কোনও কর্মসূচি না ডাকার নির্দেশ দেন মমতা। দলের কোর কমিটি যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবে বলেই অনুব্রতকে জানিয়ে দেন মমতা। একইভাবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের কর্মসূচিতেও প্রথম সারিতে না থাকতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মন্ত্রিত্ব ফিরে পাওয়া নিয়ে জল্পনা চলছে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি যে দিকে এগোচ্ছে, তাতে তাঁর মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পাওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। এদিন অনুব্রত অবশ্য দাবি করেন, 'তৃণমূল ছাড়লে আমাকে জেল খাটতে হত না। অনেক আগেই এমপি বা এমএলএ হতে পারতাম। পদ না পেলে আমার অম্বল হয়ে যাবে, এমন ধরনের মানুষ আমি নই। পদ নিয়ে চিন্তাভাবনা করি না। মানুষের সঙ্গে থাকাটাই আমার কাজ। জেল যখন খেটেছি, অন্য দলে যাব না।'

চাকরিহারাদের তলব পুলিশের

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ মে : বিকাশ ভবনের সামনে পুলিশ ও শিক্ষকদের মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতির পর শিক্ষকদের একাংশকে থানায় তলব করল পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে বিধাননগর উত্তর থানায় সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, সরকারি কর্মীদের কাজে বাধা দেওয়া, পুলিশকে মারধর সহ একাধিক ধারায় অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সোমবার থেকে তাঁদের থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। আন্দোলনকারীরা ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে আইনজীবীদের পরামর্শ নেওয়া শুরু করেছেন।

শনিবার চাকরিহারাদের কর্মসূচিতে পড়ুয়ারা হাজির ছিল। এই বিষয়ে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের কাছে তিনদিনের মধ্যে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। কমিশনের বক্তব্য, শিশুরা কোনওভাবেই কোনও আন্দোলনের অংশ হতে পারে না। যারা ওই কর্মসূচিতে ছিল তাদের বয়সসীমা ও কাদের মাধ্যমে তারা অংশ নিল তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

রবিবারও যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা অধিকার মঞ্চের তরফে একাধিক কর্মসূচি করা হয়। দৃষ্টিহীন ও বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষকরা এদিন বিকাশ ভবনের সামনে এসে নিজেদের সংগ্রামী জীবনের কথা তুলে ধরেন।

বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর একের পর এক শিক্ষকের কাছে নোটিশ পাঠিয়ে হাজিরা দিতে বলে পুলিশ। হাজিরা না দিলে গ্রেপ্তার করার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। চাকরিহারা শিক্ষক বৃন্দাবন ঘোষ বলেন, 'ওইদিন বিশাল জমায়েতের জেরে জিনিসপত্র ভেঙেছে। শিক্ষকদের হেনস্তার জন্যই হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এখনও

রিপোর্ট চাইল কমিশন

পর্যন্ত ৫ থেকে ৬ জন শিক্ষককে নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে জেনেছি। সংখ্যাটা আরও বেশি হতে পারে। ১৯ ও ২১ মে বিধাননগর উত্তর থানায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'এভাবে নতুন নতুন ধারায় মামলা, আলাদা করে ডাকার কারণ কী? আমাদের আঘাত করা হয়, আবার আমাদের বিরুদ্ধে মামলা হল।' সূত্রের খবর, ১৫ জন আন্দোলনকারীকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। এদিন কুণাল ঘোষ বলেন, 'অশান্তি করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের রিলিফই না বন্ধ হয়ে যায়।'

কালি মেখে প্রতিবাদ টেট উত্তীর্ণদের

কলকাতা, ১৮ মে : নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারির দাবিতে মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ জানালেন ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীরা। শুক্রবার থেকে তাঁরা কলেজ স্কোয়ারের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসেছেন। শনিবার সেখানে তাঁরা 'বেকার মেলার' আয়োজন করেন। রবিবার সেখানেই হাতে পোস্টার ও মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন তাঁরা।

তাঁদের দাবি, ২০২২ সালে পরীক্ষার পর তিন বছর কেটে গিয়েছে, কিন্তু এখনও নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি। যে কলম তাঁরা শিক্ষকতার কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, তা তাঁদের কাছে এখন লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এদিন মুখে কালি মেখে প্রতিবাদ করছেন তাঁরা।

চাকরিপ্রার্থী মোহিত করাতি বলেন, '৫০ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ প্রসঙ্গে শিক্ষা দপ্তর জানাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ না পেলে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদে পাঠানো যাবে না। তাই এবার বিজ্ঞপ্তি জারি না করলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সহ শিক্ষা দপ্তর ঘেরাওয়ের ডাক দেওয়া হবে।'

নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : ভারত-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি দিচ্ছে রাজ্য সরকার। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণে ভারত-ভুটান নদী কমিশন অত্যন্ত জরুরি বলে বারবার দাবি উঠেছে। এই নিয়ে বিধানসভাতেও প্রস্তাব আনা হয়েছিল। বিধানসভার অধ্যক্ষ এই নিয়ে বিজেপি বিধায়কদেরও দাবি জানাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তখনই ঠিক করা হয়েছিল, যৌথ প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের কাছে দরবার করবে। কিন্তু বিজেপি বিধায়করা পরবর্তীকালে প্রতিনিধিদলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদলই সেখানে যাবে। সেই মতো সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে দায়িত্বও

উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ

দিয়েছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারী বর্ষার কারণে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় নদীর জলস্তর অনেক বেড়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত-ভুটান নদী কমিশন দ্রুত কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাবে রাজ্য।

বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ইন্দো-ভুটান নদী কমিশনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেই আমরা বিধানসভা থেকে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিজেপি বিধায়করা এই ব্যাপারে সম্মতি জানাননি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা চেয়েছিলাম, রাজ্যের উন্নয়নের জন্য সকলে একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করুক। কিন্তু সেটা হল না।' রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে উদ্যোগ নিয়েছেন। আমরা কেন্দ্রের কাছে এই দাবি জানাব।' আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন রাজ্য সরকার করতে পারবে না। এটা আন্তর্জাতিক বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারকে হস্তক্ষেপ করার জন্য বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ হয়েছে। রাজ্য সরকার এই কমিশন গঠনে অত্যন্ত আগ্রহী। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই দাবিও জানানো হচ্ছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১ সংখ্যা, সোমবার, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

সমস্যার শিকড় গভীরে

প্রায় ২৬০০০ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিলের বিষয়টি ক্রমে চলে যাচ্ছে বিশবাঁও জলে। অনেকে ভেবেছিলেন, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না তাঁর কর্মজীবনের শেষদিনে এই মামলায় এসএসসি'র রিভিউ পিটিশন শুনবেন। বাস্তবে তা হয়নি। এরপর কোন বেঞ্চে ও কবে শুনানি হবে, তা এখনও অনিশ্চিত। তবে ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনার আবহেও চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা ফের সংবাদ শিরোনামে এসেছেন আন্দোলনে শামিল হওয়ায়।

বিকাশ ভবনের সামনে তাঁদের ওপর লাঠিচার্জ হয়েছে। রক্তাক্ত হয়েছে রাজপথ। যদিও তৃণমূলের ভাষায়, সেসব নাটক। সরকারি দলের এমন প্রতিক্রিয়ায় প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল নিয়ে হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর এই বিক্ষোভ-আন্দোলনের শেষ কোথায়? প্রথমে আসে যোগ্যদের প্রসঙ্গ। ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্কুলে শিক্ষকতার অনুমতি, বেতনের নিশ্চয়তা সত্ত্বেও ১৫৪০৩ যোগ্য শিক্ষক কেন আন্দোলনে?

প্রথম কারণ, তাঁদের শিক্ষকতার ছাড়পত্র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। দ্বিতীয় কারণ, ফের নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে হবে তাঁদের। শিক্ষকরা এর কোনওটিই চাইছেন না। তাঁরা সংগতভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন, এসএসসি'র ভুলের মাশুল তাঁরা কেন গুনবেন? বরং রিভিউ পিটিশন করার আগে তাঁদের সঙ্গে সরকার কথা বলুক- এটা তাঁদের দাবি। সেই দাবির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এসএসসি'র নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে আপত্তি আছে আদালতের রায়ে যোগ্য শিক্ষকদের।

চাকরির নিশ্চয়তা এবং ফের পরীক্ষা না দেওয়া- এই দুটো তাঁদের প্রধান দাবি। যদিও গত ৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ বহাল রাখলে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, একজনেরও চাকরি যাবে না। তা নিশ্চিত করতে তাঁর প্ল্যান এ, বি, সি, ডি, ই ইত্যাদি প্রস্তুত আছে। রাজ্য কিন্তু আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা না বলে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছে।

আইনজ্ঞরা অবশ্য মনে করছেন, রিভিউ পিটিশন করে কিছু লাভ হবে না। যেখানে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়াই কারচুপিতে ভরা, সেখানে রায় পুনর্বিবেচনার সুযোগ নেই। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি সব সমস্যার সমাধান করে দেবেন। সুপ্রিম কোর্ট গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি শিক্ষাকর্মীদের বিষয়ে কিন্তু কোনও উচ্চবাচ্য করেনি, মুখ্যমন্ত্রী তাই চাকরিচ্যুত গ্রুপ সি কর্মীদের জন্য মাসে ২৫০০০ এবং গ্রুপ ডি কর্মীদের জন্য মাসে ২০০০০ টাকা ভাতা ঘোষণা করে দিয়েছেন।

তাঁর যুক্তি, ডানলপ বন্ধের পর থেকে রাজ্য যেমন কর্মীদের মাসে দশ হাজার টাকা করে দেয়, তেমনি সমস্যা না মেটা পর্যন্ত শিক্ষাকর্মীরা ভাতা পাবেন। মানবিকতার দৃষ্টি থেকে দেখলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু দেশের আইনকানুন তো আছে। ১৭ এপ্রিলের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এসএসসি'র ২০১৬ প্যানেলে শিক্ষাকর্মী নিয়োগে আগাগোড়াই দুর্নীতি হয়েছে।

প্রশ্ন উঠেছে, সর্বোচ্চ আদালতের এই রায়ের পর মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষাকর্মীদের জন্য মাসিক ভাতা ঘোষণা করেন কোন আইনে? সেটা আদালতের অবমাননা হবে না তো? আইনজ্ঞদের বক্তব্য, আদালতের নির্দেশে চাকরিচ্যুতদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এভাবে সরকারি অর্থ খরচ করতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, যদি একটি ক্ষেত্রে এমন মাসোহারার ব্যবস্থা হতে পারে, তাহলে বাকি চাকরিচ্যুতদের জন্য নয় কেন?

বস্তুত অযোগ্য চিহ্নিত শিক্ষকদের একাংশও ইতিমধ্যে দাবি তুলেছেন, তাঁদের জন্যও মুখ্যমন্ত্রী ভাতা ঘোষণা করুন। তাঁদের বক্তব্য, কীসের ভিত্তিতে তাঁদের দাগি তকমা দেওয়া হচ্ছে, তা স্পষ্ট নয়। ওএমআর সংক্রান্ত যে সমস্যার কথা বলা হচ্ছে, তারও নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। আপাতত রিভিউ পিটিশনের দিকে তাকিয়ে সব পক্ষ। কিন্তু সমস্যার শিকড় অনেক গভীরে।

মুখ্যমন্ত্রী চাইলেও চটজলদি কোনও সমাধান সম্ভব নয়। তাই ধরে নেওয়া যায়, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে শাসক-বিরোধী দু'পক্ষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রচারের বিষয় হয়ে উঠতে পারে ছাব্বিশ হাজার চাকরি বাতিল।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই- অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

দুনিয়াজুড়ে ভোটযুদ্ধে ট্রাম্প-প্রভাব

কোথাও মার্কিন ঘনিষ্ঠতা ভোটের বাজারে ডিভিডেন্ড দেয়, কোথাও আবার মার্কিন বিরোধিতাই ভোটে ম্যাজিক-মন্ত্র।

অতনু বিশ্বাস

দুনিয়ার রাজনীতি এবং দুনিয়াজুড়ে বিভিন্ন দেশের ভোটে আমেরিকার এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের আর সার্বিকভাবে বিবিধ মার্কিন নীতির যে একটা প্রভাব দীর্ঘদিন ধরেই আছে, এমনকি পরোক্ষভাবে হলেও, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকার কথা নয়। কোথাও মার্কিন দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ভোটের বাজারে ডিভিডেন্ড দেয়, কোথাও আবার মার্কিন বিরোধিতাই ভোটের ময়দানে ম্যাজিক-মন্ত্র। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের প্রেসিডেন্সিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প আর সেই ট্রাম্প ২.০-র আমেরিকা বোধহয় বৈশ্বিক প্রভাবে ছাপিয়ে গিয়েছে আগেকার আমেরিকাকে।

ট্রাম্প কিন্তু তাঁর এই প্রভাব বিস্তার করা শুরু করেছেন ভোটে জিতেই জানুয়ারির ২০ তারিখ তাঁর দ্বিতীয় প্রেসিডেন্সির জন্য শপথগ্রহণের আগে থেকেই। কারণ, ওভাল অফিসের দায়িত্বভার নেওয়ার আগে থেকেই ট্রাম্প ডেনমার্ক নিয়ন্ত্রিত স্বশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডকে আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলছিলেন। এমনকি প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করেও তিনি গ্রিনল্যান্ড দখল করতে চান, এমন ইঙ্গিত বারবার দিয়েছেন ট্রাম্প।

গ্রিনল্যান্ডের সাম্প্রতিক ভোটে এর ফলাফল কিন্তু বলার মতো। বলাই বাহুল্য গ্রিনল্যান্ডবাসীরা ট্রাম্পের এই আগ্রাসী মনোভাবকে পছন্দ করেননি বড় একটা। ফলে নির্বাচনে জিতল একটা মধ্যপন্থী দল, যারা ডেনমার্ক থেকে পর্যায়ক্রমে গ্রিনল্যান্ডের স্বাধীনতার পক্ষপাতী। বোঝাই যাচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রিনল্যান্ডবাসী সেটাকেই মনে করেছেন ট্রাম্পের আগ্রাসনের সঙ্গে যুঝবার পক্ষে সবচাইতে উপযোগী পরিস্থিতি। জয়ী দলের নেতা হান্স-ফ্রেডেরিক নিয়েলসেন বারবার ট্রাম্পকে আক্রমণ করেছেন, তাঁকে বলেছেন গ্রিনল্যান্ডের রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে 'হুমকি'।

তারপর এপ্রিলের শেষে হল কানাডার অকালনির্বাচন। সে কিন্তু একটা ঐতিহাসিক ভোট। সে ভোটও একেবারে ট্রাম্পময়। ভোটের তিন-সাড়ে তিন মাস আগেও জনমত সমীক্ষায় কানাডার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এবং তাঁর দল লিবারেল পার্টির ভরাডুবি প্রায় নিশ্চিত দেখাচ্ছিল। জানুয়ারির মাঝামাঝি নাগাদ ন্যানোস নামক এক সংস্থার করা প্রাক-নির্বাচনি সমীক্ষায় দেখা গেল বিরোধী দল কনজারভেটিভ পার্টির পক্ষে সমর্থন ৪৭ শতাংশ আর শাসক লিবারেল পার্টির পক্ষে জনসমর্থন মাত্র ২০ শতাংশ। অন্যান্য সংস্থার করা সমীক্ষার ফলেও মোটামুটি একই ছবি।

কিন্তু কুর্সিতে বসার আগে থেকেই ট্রাম্প কানাডাকে আমেরিকার ৫১তম রাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে বসলেন প্রবলভাবে। বারবার। তৎকালীন কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রীকে বারবার 'গভর্নর ট্রুডো' হিসেবে ব্যঙ্গ করতে থাকলেন। তার ওপর তো গোটা দুনিয়ার সঙ্গেই শুরু করলেন তাঁর শুল্ক-যুদ্ধ। আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকোর মধ্যের বাণিজ্য চুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কানাডার ওপর শুল্ক চাপিয়ে দিলেন চড়া হারে। এসবের ফলশ্রুতিতে মারাত্মক চটল কানাডিয়ান জনতা। প্রবলভাবে উজ্জীবিত হল তাদের জাতীয়তাবোধ। ইতিমধ্যে ট্রুডোর জায়গায় কানাডার লিবারেল পার্টির নেতা এবং প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন মার্ক কারনি। ভোটের বাজারে কানাডিয়ানদের জাতীয়তাবোধকে আরও উসকে দিতে পারলেন কারনি। আমেরিকার রিপাবলিকান পার্টি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কানাডার কনজারভেটিভ দলের নেতা পিয়ের পয়লিয়েভর এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন দলের আদর্শগত মিল এবং সংযোগ সুবিদিত। এক, তীব্র ট্রাম্প বিরোধিতার আবহে এবং কানাডিয়ান জাতীয়তাবাদের উতল হাওয়ায় মুছে গেল ২০-২৫ শতাংশ বা তারও বেশি জনসমর্থনের ব্যবধান। উলটে এপ্রিলের ২৮ তারিখের ভোটে লিবারেলরাই পেল কনজারভেটিভদের থেকে আড়াই শতাংশ বেশি ভোট। যে পয়লিয়েভরের কানাডার প্রধানমন্ত্রী হওয়াটা মাস কয়েক আগেও ছিল প্রায় নিশ্চিত, ট্রাম্পের প্রভাবে এক ঘোলা জলের তীব্র আবর্তে তা ভেঙেচুরে হল একাকার। মোট কথা, কানাডার ভোটে ট্রাম্প-এফেক্ট যেভাবে কনজারভেটিভ পার্টিকে নিশ্চিত জয় থেকে টেনে নামিয়ে তাদের ভরাডুবি ঘটিয়েছে তা ভবিষ্যতে ভোট বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনায় এবং পলিটিকাল সায়েন্সের ক্লাসেও নানাভাবে উদাহরণ হিসেবে উল্লিখিত হবে।

যাই হোক, গ্রিনল্যান্ড কিংবা কানাডার ভোটপর্ব ট্রাম্পের ছায়ার নীচে গ্রহণে ঢাকা পড়া হয়তো স্বাভাবিকই ছিল, কারণ এদেরকে আমেরিকার অংশ করতে চেয়ে ট্রাম্প এদের জাতীয়তাবোধকে জাগিয়ে দিয়েছেন। একটা বড় অংশের মানুষ তাই ট্রাম্পবিরোধী হয়ে পড়েছেন। তাই যে পার্টি বা নেতার আমেরিকায় ট্রাম্প কিংবা তার দলের সঙ্গে মাখামাখি বা নীতিগত সংযোগ অথবা সাদৃশ্যও রয়েছে, তারা বিরাগভাজন হচ্ছেন জনগণের দরবারে। এমন ছবি কিন্তু দেখা যাচ্ছে এ গ্রহের অন্যত্রও।

যেমন অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার ভোট হল মে মাসের ৩ তারিখ। সেখানেও কিন্তু ক্ষমতাসীন লেবার পার্টি এবং প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি অ্যালবানিজ ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেন নানাবিধ কারণে। ডিসেম্বর নাগাদই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে বিরোধী জোট লিবারেল-ন্যাশনাল কোয়ালিশন বা এককথায় 'কোয়ালিশন' এগিয়ে আছে জনসমর্থনে। কিন্তু হঠাৎই যেন নেপথ্যে থেকেও রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন ট্রাম্প। দুনিয়াজুড়ে বাণিজ্য-যুদ্ধ নিয়ে তাঁর আগ্রাসন স্পষ্ট করলেন সুদূর ওয়াশিংটন, ডিসি-তে বসে। এবং বিরোধী নেতা পিটার ডাটন যদিও কোনওভাবেই ট্রাম্পের 'ক্লোন' রূপ ছিলেন না, কিন্তু ট্রাম্প ঘরানার রাজনীতি এবং ভাবমূর্তি থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেন না কিছুতেই। বিরোধীরাও তাঁকে জুড়তে চেয়েছেন ট্রাম্প ঘরানার সঙ্গে। ফলশ্রুতিতে ভোটে তাঁর ভরাডুবি হল। পুনর্নির্বাচিত হলেন অ্যালবানিজ এবং তাঁর দল।

দুনিয়ার অন্যত্রও কিন্তু নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছে। যেমন সিঙ্গাপুরেও ভোট হয়েছে মার্চের ৩ তারিখ। সেখানে যদিও ৬৬ বছর ধরে ক্ষমতাসীন শাসকদল পিপলস অ্যাকশন পার্টির জয় নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না, ভোটাররা কিন্তু আবার বিপুলভাবে জয়ী করেছে তাদের। আসলে ট্রাম্প ঘোষিত অতি চড়া শুল্কহারের ফলে দুনিয়াজুড়ে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে নিজেদের দেশে রাজনৈতিক স্থিততাকেই বেছে নিয়েছে মানুষ। অর্থাৎ প্রকারান্তরে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোটে একটা নির্ণায়ক বিষয় হয়ে উঠছে অনেক দেশেই।

সামনেই ভোট রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়াতে। ভোট আছে জাপানের সংসদের উচ্চকক্ষেরও। এসব ভোটের ক্ষেত্রে এবং আগামীদিনে আরও অনেক দেশে ট্রাম্পের শুল্ক, তার অর্থনৈতিক প্রভাব, কোন নেতা ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে ভালো করে দরদস্তুর করতে পারবেন, কোন নেতার নীতি বা কথাবার্তা ট্রাম্পের মতো, এসবের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

ওপরের আলোচনায় মনে হতে পারে যে, সাম্প্রতিক অতীতে যখন বিশ্বব্যাপী অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি অর্থাৎ ক্ষমতাসীনের বিরোধিতা করার মনোভাব এবং রক্ষণশীলতার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল বেশ চড়া মাত্রায়, ট্রাম্পের প্রভাবে কিন্তু উলটে একটা সামাজিক-গণতান্ত্রিক রাজনীতির পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, যা মধ্যপন্থী এবং বামপন্থী জোটগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করছে। সেই সঙ্গে ভোটাররা ভূ-রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উভয় ক্ষেত্রেই বেছে নিচ্ছেন স্থিতিশীলতা। এর অর্থ কি এটাই যে ট্রাম্প এবং ট্রাম্পবাদ বিশ্বজুড়ে এতটাই সমর্থন হারিয়েছে যে ট্রাম্পের বাণিজ্য-যুদ্ধ এবং অন্যান্য নীতির আবর্তে ট্রাম্পবিরোধী দৃষ্টিকোণ এবং বক্তব্য অন্য দেশেও নির্বাচনে জয়লাভের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে?

তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, সেটাও কিন্তু ঠিক নয়। এজন্য আমাদের নিতে হবে আরও দুটো উদাহরণ। প্রথমটা হল ফেব্রুয়ারির জার্মানির ভোট। সে ভোটে অতি দক্ষিণপন্থী এবং ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ দল এএফডি-র ফল হয়েছে নজরকাড়া। এএফডি তাদের সর্বকালের সেরা ফল করেছে এই ভোটে। না জিতলেও হয়ে উঠেছে এক প্রধান শক্তি। আর দ্বিতীয় উদাহরণটা রোমানিয়ার। সম্প্রতি সেখানকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ের ভোটে জিতেছেন ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত অতিজাতীয়তাবাদী নেতা জর্জ সিমিয়ন। সিমিয়ন নিজেকে বর্ণনা করেছেন ট্রাম্পের স্বাভাবিক বন্ধু হিসেবে। ট্রাম্পের 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন'-এর স্টাইলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পুনর্গঠন করতে চেয়েছে সিমিয়ন।

জার্মানি এবং রোমানিয়ার ভোট বোঝাচ্ছে, ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ হলে ভোটে হারতে হবে, বিষয়টার এতটা অতিসরলীকরণ সম্ভব নয়। উচিতও নয়। আসলে প্রতিটা দেশের পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন। ভিন্ন তাদের ভোটারদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং মানসিকতা। এবং নেতারা ভোটের প্রচারে জনগণকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারলেন, সেটাও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তবে একটা বিষয় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক-যুদ্ধ এবং তাঁর বিবিধ নীতি এবং কথাবার্তার প্রভাব পৃথিবীর নানা দেশের অন্তর্বর্তী রাজনীতিতে এতটাই পড়েছে যা নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে পারে অনেক দেশের ভোটে। নিয়ন্ত্রক, তবে তার প্রভাব কিন্তু হতে পারে যে কোনও দিকেই। স্মরণকালের মধ্যে অন্য কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট কি এমন ছাপ ফেলতে পেরেছেন বিশ্ব রাজনীতিতে?

(লেখক ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক)

আজ

১৯০৮

আজকের দিনে জন্ম বিশিষ্ট সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

১৯৯৭

আজকের দিনে প্রয়াণ কিংবদন্তি নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রের।

আলোচিত

বিরাট কোহলি ওঁর জমানার বড় খেলোয়াড়। আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ওঁর সিদ্ধান্তকে সম্মান জানানো উচিত। আসলে এদেশে ছেড়ে যাওয়াকে সবসময় সমাদর করা হয় না। কিন্তু বিরাট সঠিক সময়ই বেছে নিয়েছে। এটাই একজন অসাধারণ খেলোয়াড়ের অভিজ্ঞান।

- সঞ্জয় বাঙ্গার

ভাইরাল/১

মুম্বইয়ের জুহুতে তাঁর বাংলো 'জলসা'র বাইরে এসে অমিতাভ বচ্চন সবার দিকে হাত নাড়তেই ফ্যানরা কুপোকাত। মোবাইলে তোলা সেই ভিডিও মুহূর্তে ইন্টারনেটে আপলোড হতেই ভাইরাল। সাময়িক বিরতির পর বিগ বি আজকাল ফের কাজে ডুবে গিয়েছেন।

ভাইরাল/২

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের 'মহাপ্রসাদ' টেবিলে বসা এক পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে- ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে এমন দৃশ্য দেখে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। মন্দিরের নিয়মে মহাপ্রসাদ মাটিতে বসে খাওয়ার নিয়ম।

জনমন
জনমত

বরাকের স্মৃতিকে যেন না ভুলি

১৯৬০ সালের ১০ অক্টোবর অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিমলাপ্রসাদ চালিহার সরকার অসমিয়া ভাষাকে অসমের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির প্রস্তাব দেয়। পরবর্তীতে সেই প্রস্তাব পাশ হয়। বরাক উপত্যকার বাঙালিদের ওপর অসমিয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে 'কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ'। তাদের দাবি ছিল, ১৩ মে'র মধ্যে বাংলা ভাষাকে অসমের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসাবে মান্যতা দেওয়া। সরকার এই দাবি না মানায় তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল ১৯ মে হরতাল করা।

ঘটনাক্রমে ১৯ মে পরিস্থিতি প্রতিকূল হলে শিলচরে অবস্থিত 'তারাপুর রেলস্টেশনের' দায়িত্বে থাকা সুরক্ষাকর্মীরা লাঠি ও বন্দুক দিয়ে বাংলা ভাষাপ্রেমী আন্দোলনকারীদের মারতে শুরু করে এবং গুলি চালাতে শুরু করে। সেইদিন নয়জন এবং পরদিন দুইজন বাংলা ভাষাপ্রেমী শহিদ হন।

এই ঘটনার পর অসম সরকার বরাক উপত্যকায় বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়। এরপর প্রতি বছর বরাক উপত্যকা সহ ভারতের বিভিন্ন বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ও রাজ্যে ১৯ মে বাংলা ভাষা শহিদ দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

বাংলাদেশের ভাষা শহিদদের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মান জানিয়েই বলছি, শুধুমাত্র শিলচরে বা অসমে নয়, পৃথিবীর সব প্রান্তের বাঙালিরা যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৯ মে ভাষা শহিদ দিবস হিসাবে পালন করি।

ধনঞ্জয় পাল
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

কর্মরত বহু বাঙালিও

১৫ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'কর্মক্ষেত্রে জোড়া ফলায় বিদ্ধ বাঙালি' শীর্ষক প্রতিবেদন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এখানে বলা হয়েছে, বাঙালিরা কম বেতনে কাজ করতে চায় না এবং বিভিন্ন ভাষাও জানে না। বিষয়টি সম্পূর্ণ ঠিক নয়।

অনেক বাঙালি ছেলেমেয়ে আশপাশের গ্রামীণ এলাকা এবং শহরতলি থেকে এসে শিলিগুড়ির অনেক দোকান, শপিং মল এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। তারা কাজ চালানোর মতো কয়েকটি ভাষাও বলতে পারে। আমাদের কিছু বন্ধু ও পরিচিত মানুষ কম বেতনে এই ধরনের কাজ করে থাকেন। অনেক প্রতিষ্ঠানেই বাঙালি এবং অবাঙালি মিলেমিশে কাজ করে থাকে। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানেই শুধু বাঙালি ছেলেমেয়ে সুনামের সঙ্গে কাজ করে।

রীতম হালদার, সংহতি মোড়, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

বাংলায় 'উনিশে মে' মর্যাদা পায় না কেন

একুশে ফেব্রুয়ারির গর্বে ছিল উজ্জ্বল উনিশে মে। অসমের শিলচরে ১১ ভাষা শহিদকে এই বাংলা মনে রাখেনি সেভাবে।

পার্থ চৌধুরী

বাংলা ভাষার জন্য আত্মবলিদানে'র সূত্রে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি পেয়েছে, এ গর্ব আপামর বাঙালির। এক্ষেত্রে কাঁটাতারের বেড়া কখনোই অন্তরায় হয়নি সংগত কারণেই। দিনটিকে স্মরণ করে দুই বাংলাতেই আমরা সাড়ম্বরে উদযাপনে মেতে আছি বহু বছর ধরে। এ এক অনন্য নজির পৃথিবীর বুকে। ভাষার লড়াই যে একটা দেশকে স্বাধীন করতে পারে, এমনটা দুনিয়ার আর কেউ ভাবতে পেরেছিল?

এই দিনটি আরও মহিমান্বিত হতে পারত, কিন্তু হয়নি আত্মবিস্মৃত এপার বাংলার বাঙালির অনবধানতায়। আমরা সেভাবে গুরুত্বই দিলাম না 'উনিশে মে'-কে। যদি দিতাম, তাহলে এই দিনটির প্রতি যেমন আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা প্রকাশ পেত, তেমনই অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে একুশে ফেব্রুয়ারির ভিন্ন বৈশিষ্ট্যটিও সাধারণের আলোচনায় স্থান পেত।

১৯৬০ সালের ১০ অক্টোবর। বিধানসভার অধিবেশন। অসমের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিমলা প্রসাদ চলিহা একমাত্র অহমিয়াকেই সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির প্রস্তাব আনলেন। বাংলা কিন্তু তখন অসমের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। করিমগঞ্জের বিধায়ক নরেন্দ্রমোহন দাস তীব্র আপত্তি জানালেন প্রস্তাবের বিপক্ষে। কংগ্রেস সরকার আমল দিল না সেই আপত্তির। ২৪ অক্টোবর প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল।

এই ঘটনায় গর্জে উঠলেন অসমের বাঙালিরা। ১৯৬১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হল। ১৪ এপ্রিল শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দিতে পালিত হল 'সংকল্প দিবস'। বরাক উপত্যকার বাঙালিরা ফুটছেন তখন। তাঁরা এপ্রিল মাসে প্রায় দশদিন ধরে উপত্যকায় প্রচার চালান পদযাত্রা করে। এই যাত্রায় তাঁরা অতিক্রম করে প্রায় ২০০ মাইল পথ। এ যেন আর এক লংমার্চ।

পরিষদের আহ্বায়ক রথীন সেন ঘোষণা করেন, 'যদি ১৩ এপ্রিলের মধ্যে বাংলাকে সরকারি ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা না হয়, তাহলে ১৯ মে থেকে চলবে টানা হরতাল। বাঙালি বোঝাবে তাঁরা ভাষার জন্য কী করতে পারে।'

অসম সরকার চুপ করে বসে রইল না। নামল আসাম রাইফেলস, মাদ্রাজ রেজিমেন্ট এবং স্থানীয় পুলিশ। শিলচরে চলল রুটমার্চ। ১৮ মে আন্দোলনের তিন নেতা রথীন সেন, বিধুভূষণ চৌধুরী এবং নলিনী দাসকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ১৯ মে ১৯৬১ ঘটল সেই বৈপ্লবিক ঘটনা।

সেদিন সকাল থেকে শিলচর, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দিতে শুরু হল হরতাল। শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে সত্যাগ্রহ পালন চলছিল। দুপুরে উপস্থিত হলেন আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা। বেলা আড়াইটে নাগাদ আন্দোলনকারী বাঙালিদের ওপর লাঠিচার্জ, বেয়নেট চার্জ শুরু করে এই প্যারামিলিটারি বাহিনী। জবাবে ফুঁসে ওঠেন বাঙালিরা। এলোপাতাড়ি ব্রাশফায়ার শুরু হয়। মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ যায় ৯ জন আন্দোলনকারীর। ৩ জন আহত হন। পরদিন তাঁদের মধ্যে ২ জনও মারা যান। শহিদ হন মোট ১১ জন ভাষা শহিদ।

পরদিন ২০ মে মরদেহ সহ শোক মিছিল করে পথে নামে মানুষ। ফলশ্রুতিতে সরকার বাধ্য হয়েছিল বরাক উপত্যকায় বাংলাকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দিতে। আমাদের পূর্বসূরিদের ভাষার জন্য আত্মত্যাগের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে আমরা যথার্থ শ্রদ্ধা জানাই কি? কতজন বাঙালি জানে এই ঐতিহাসিক ঘটনা? আমাদের এত কুণ্ঠা কেন? পশ্চিমবাংলার সর্বত্র এই দিনটি যথাযথভাবে পালিত হয় না। একুশের গর্ভজাত উনিশকে আর কতকাল ব্রাত্য করে রাখব আমরা?

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা। নাট্যকর্মী।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৪৩

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। অর্থহীন উক্তি বা বাক্য, অসংলগ্ন কথাবার্তা ৪। টাকার ভাঙানি, খুচরো ৫। ইংরেজি বছরের একটি মাস ৭। তত্ত্ব, সন্ধান, খোঁজ, উপায় ও পথ ৮। চিরকাল ৯। দলিল, নথিপত্র ১১। ইচ্ছা, অভিরুচি, খুশি ১৩। লাক্ষা, গালা, আলতা ১৪। ভঙ্গুর, অত্যন্ত দুর্বল, পাশ্চাত্য নৃত্যবিশেষ ১৫। বন্ধু, বয়স্য, ফাজিল লোক।

উপর-নীচ : ১। কাক, চিল, শকুন, প্যাঁচা ইত্যাদি শিকারি পাখি ২। পরমেশ্বর ৩। কেনাবেচা ৬। ব্রজবুলিতে নবীন ৯। মুক্ত, খোলা, উদার, অকৃপণ ১০। লোকালয়, জনবসতিযুক্ত স্থান ১১। শস্যবিশেষ, ভুট্টা ১২। বিশেষ জোর, উচ্চ ধ্বনি, জয়োল্লাস।

সমাধান ■ ৪১৪২

পাশাপাশি : ১। দৈবক্রমে ৩। নোকর ৫। নীলকমল ৭। শামলা ৯। পরাত ১১। নরপুঙ্গব ১৪। বর্তিকা ১৫। কপর্দক।

উপর-নীচ : ১। দৈন্যদশা ২। মেদিনী ৩। নোলক ৪। রসালো ৬। মদিরা ৮। মঞ্জীর ১০। তকতক ১১। নসিব ১২। পুস্তিকা ১৩। বর্নিকে।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কোহলিকে ‘ভারতরত্ন’ দেওয়ার দাবি রায়নার

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : শচীন তেন্ডুলকার প্রথম ক্রীড়াবিদ হিসেবে ভারতরত্ন পেয়েছেন। সুরেশ রায়না চান, বিরাট কোহলিকেও দেশের সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া হোক। ভারতীয় ক্রিকেটে বিরাটের যা অবদান, ভারতরত্ন প্রাপ্য। বিরাটের জন্য ফেয়ারওয়েল ম্যাচ আয়োজনের দাবিও তুললেন।

শনিবার কলকাতা নাইট রাইডার্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। একটা বলও খেলা সম্ভব হয়নি। কমেন্ট্রি বক্সে বসে বিরাটকে নিয়ে আলোচনার সময় রায়না এমনই চাঞ্চল্যকর পরামর্শ দেন। বলেছেন, ‘ভারতীয় ক্রিকেটে অবদানের জন্য বিরাটকে অবশ্যই ভারতরত্ন দেওয়া উচিত।’

রায়নার মতে, বিরাট যে মাপের ক্রিকেটার, তাতে বিদায়ি টেস্টও প্রাপ্য। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের উচিত উদ্যোগী হওয়া। শচীন যেমন ঘরের নিজের শহর মুম্বইয়ে বিদায়ি টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন।

> যখন ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়, আমি ঘুমোচ্ছিলাম। কোহলি আমাকে লাথি মেরে ঘুম থেকে তুলে খবরটা দেয়। বলে, তুই ভারতের হয়ে খেলবি। ডাক পেয়েছিস। উত্তরে বলেছিলাম, এখন তো ঘুমোতে দে।
>
> **ইশান্ত শর্মা**

বিরাটের জন্য তেমনই দিল্লিতে বিদায়ি ম্যাচের আয়োজন করা উচিত। ঘরের সমর্থক, গোটা পরিবারের সামনে বিদায়। এরচেয়ে ভালো মঞ্চ কী হতে পারে বিরাটের মতো খেলোয়াড়ের জন্য।

ইশান্ত শর্মা আবার বিরাটকে নিয়ে নতুন রহস্য ফাঁস করলেন। দিল্লি থেকে ভারতীয় দল-দীর্ঘদিনের সতীর্থ। অনূর্ধ্ব-১৭ পর্যায় থেকে একসঙ্গে খেলেছেন। ইশান্তের মতে, বাকিদের কাছে বিরাট মহাতারকা হতে পারে, কিন্তু তাঁর কাছে নয়! বিরাট হল তাঁর ছোটবেলার বন্ধু, প্রিয় চিকু।

ইশান্ত বলেছেন, ‘দিল্লির হয়ে যখন অনূর্ধ্ব-১৯ খেলতাম, তখন রোজ টাকা গুনতাম, দেখতাম আমাদের কাছে কত আছে। খেলার পর দুজনে খেতে যেতাম। যাতায়াতের খরচ বাবদ যা পেতাম, তার থেকে বাঁচিয়ে রেখে খেতাম দুজনে। একসঙ্গে বড় হয়েছি। কোহলি তাই বাকিদের কাছে মহাতারকা হতে পারে, আমার কাছে নয়।’

নিজেকে যেভাবে গড়ে নিয়েছে বিরাট, তাতে গর্বিত বন্ধু ইশান্ত। ভারতের জার্সিতে শতাধিক টেস্ট খেলা ইশান্ত বলেন, ‘কীভাবে দুজনে এত টেস্ট খেললাম, তা নিয়ে কখনও আলোচনা করিনি আমরা। অন্য সবকিছু নিয়ে মজা করি। বন্ধুদের মধ্যে যা হয় আর কী। কখনও মনে হয় না ও বিরাট কোহলি। আমাদের কাছে চিরকাল ও চিকু। এভাবেই দেখি বিরাটকে। একভাবে আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করে চিকুও।’

শুধু মনের কথা, খাবার নয়, বাইরে খেলতে গেলে রুম পার্টনার ছিলেন দুজনে। সেভাবেই জাতীয় দলে খেলার খবর বিরাটের থেকে পেয়েছিলেন ইশান্ত। বলেছেন, ‘যখন ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়, আমি ঘুমোচ্ছিলাম। কোহলি আমাকে লাথি মেরে ঘুম থেকে তুলে খবরটা দেয়। বলে, তুই ভারতের হয়ে খেলবি। ডাক পেয়েছিস। উত্তরে বলেছিলাম, এখন তো ঘুমোতে দে।’

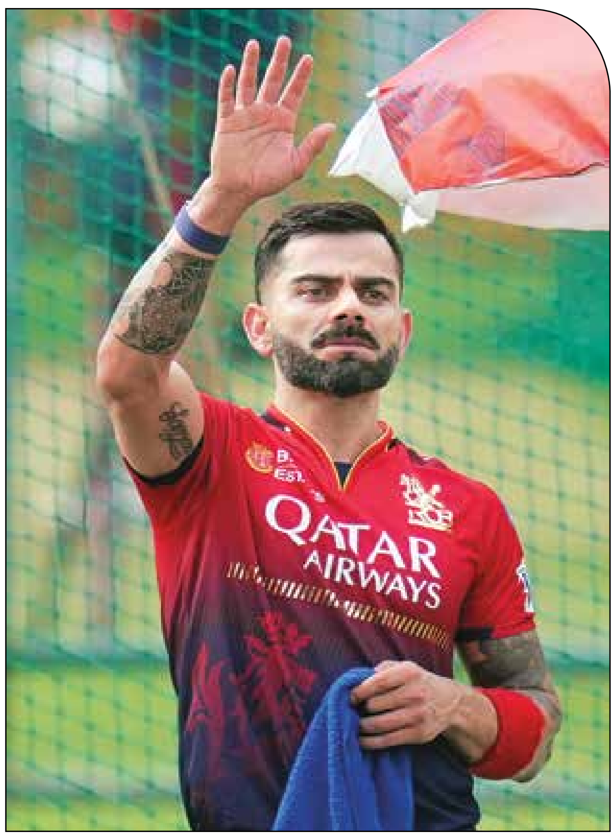

ম্যাচের পর টাকা গুনত চিকু : ইশান্ত

বিরাটকে কাউন্টি খেলার প্রস্তাব মিডলসেক্সের

লন্ডন, ১৮ মে : সম্প্রতি তিনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে দেখা যাবে না বিরাট কোহলিকে।

কিন্তু তারপরও বিলেতের মাটিতে বিরাটকে খেলতে দেখা যেতে পারে। সব ঠিকমতো চললে কোহলি মিডলসেক্সের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে পারেন। অতীতে কখনও কাউন্টি ক্রিকেট খেলেননি কোহলি। এবার কি তাঁকে কাউন্টি খেলতে দেখা যাবে? উত্তর এখনও অজানা। কিন্তু তার মধ্যেই ইংল্যান্ডের কাউন্টি ক্রিকেটের অন্যতম ঐতিহ্যশালী দল মিডলসেক্সের তরফে কোহলিকে দলে নেওয়ার আগ্রহ দেখানো হয়েছে। তাঁর কাছে প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছে বলে খবর। তবে রাত পর্যন্ত কোহলি এই ব্যাপারে খোলসা করেননি। তাঁর ভাবনার কথাও তাই অজানা দুনিয়ার। কিন্তু মিডলসেক্সের প্রস্তাবের পর কোহলির বিলেতে কাউন্টি খেলা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। মিডলসেক্সের ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট অ্যালান কোলম্যান আজ বলেছেন, ‘বিরাট ক্রিকেট দুনিয়ার কিংবদন্তি, আইকন। ওর মতো ক্রিকেটারকে দলে পেতে আগ্রহী আমরা।’ টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ১২৩টি টেস্ট খেলা কোহলি শেষপর্যন্ত মিডলসেক্সের ডাকে সাড়া দিলে কেন উইলিয়ামসনের সতীর্থ হতে পারেন তিনি।

‘টেস্ট মিস করবে ওকে’

হতাশায় ডুবে বাঙ্গার-ভরত

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : ১২ মে তিনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করেছিলেন। মাঝে কেটে গিয়েছে কয়েকটি দিন। কিন্তু বিরাট কোহলির অবসর ঘোষণা নিয়ে এখনও হাহুতাশ চলছে ক্রিকেট দুনিয়ায়।

কোহলিকে নিয়ে হতাশায় ডুবে যেমন প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটারদের বিশাল অংশ, ঠিক তেমনই টিম ইন্ডিয়ার দুই প্রাক্তন ব্যাটিং ও বোলিং কোচও কোহলির টেস্ট ছাড়ার সিদ্ধান্তে অবাক। মাসখানেক আগে দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে যাওয়ার আগে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারের সঙ্গে মুম্বইয়ের বান্দ্রা-কুরলা কমপ্লেক্সের মাঠে অনুশীলন করেছিলেন কোহলি। দুবাইয়ে ট্রফি জিতে দেশে ফেরার পরও বাঙ্গারের ক্লাসে দেখা গিয়েছিল কোহলিকে। সেই সময় মনে করা হয়েছিল, মিশন ইংল্যান্ডের লক্ষ্যে প্রস্তুতি চালাচ্ছেন বিরাট। সময়ের সঙ্গে পুরো ছবিটা বদলে গিয়ে কোহলি এখন টেস্ট ক্রিকেটে প্রাক্তন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের সিদ্ধান্তে অবাক বাঙ্গারও। ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ আজ বলেছেন, ‘বিরাটের সিদ্ধান্ত একান্তই ব্যক্তিগত। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ওর টেস্ট ছাড়ার সিদ্ধান্তে আমি হতাশ, অবাকও। ওর যা ফিটনেস ও স্কিল, আমার ধারণা ছিল আরও কয়েক বছর অনায়াসে খেলবে ও।’

এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিরাট কোহলির সম্মানে ১৮ নম্বর সাদা জার্সিতে হাজির তাঁর অনুরাগীরা।

ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে বহু বিখ্যাত, কিংবদন্তি ক্রিকেটারের অবসর সুখের হয়নি। সেই তালিকায় এখন কোহলিও। বাঙ্গারের কথায়, ‘আমাদের দেশে অবসরের সিদ্ধান্ত সবসময় প্রশংসা পায় না। তবে পরিস্থিতির বিচারে হয়তো কোহলি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছে। ওর মতো কিংবদন্তি যখন অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার সম্মান আমাদের সবারই করা উচিত।’ বাঙ্গার যেখানে থেমেছেন, ঠিক সেখান থেকেই কোহলির অবসরের সিদ্ধান্তে তাঁর হতাশার কথা দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরেছেন ভরত অরুণ। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বোলিং কোচের কথায়, ‘টেস্ট ক্রিকেট মিস করবে কোহলিকে। ঠিক কেন ও এখনই অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, জানা নেই। হয়তো ওর সিদ্ধান্তই সঠিক। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব অবাক হয়েছি।’ ভরত এখন কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচ। গতরাতে কেকেআর বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। খেলা না হলেও দুই দলের ক্রিকেটার, কোচদের জমিয়ে আড্ডা দিতে দেখা গিয়েছে। কোহলিকেও দেখা গিয়েছিল ভরতের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলতে। তাঁদের মধ্যে ঠিক কী কথা হয়েছিল, তা নিয়ে কিছু বলেননি ভরত। কেকেআরের বোলিং কোচের কথায়, ‘বিরাট কিংবদন্তি। ওর সিদ্ধান্তকে সবারই সম্মান করা উচিত। ও যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে অবসরের, তখন সেটাই ঠিক।’

টিকিটের টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছে আরসিবি

বেঙ্গালুরু, ১৮ মে : মঞ্চ তৈরিই ছিল। হাজির ছিলেন তিনিও। কিন্তু বাদ সাধল প্রকৃতি।

আইপিএলের প্রত্যাবর্তনের রাত হতে পারত বিরাট কোহলিময়। বদলে সেটা হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টির আঙিনা। যেখানে রেইন রেইন গো অ্যাওয়ে স্লোগান ব্যর্থ হয়েছে। সঙ্গে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ভরা গ্যালারির ধৈর্যের বাঁধও ভেঙেছে। বেঙ্গালুরুতে রাত বাড়ার সঙ্গে বেড়েছে বৃষ্টির দাপট। অন্তহীন অপেক্ষার পর কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ ভেস্তে গিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। আর তারপরই ভরা গ্যালারিকে টিকিটের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোহলির দল। কমপ্লিমেন্টারি টিকিটের অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার কোনও ব্যাপার স্বাভাবিকভাবেই নেই। আরসিবির তরফে এক মিডিয়া রিলিজে আজ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ‘যেসব ক্রিকেটপ্রেমী অর্থের বিনিময়ে টিকিট কেটে মাঠে খেলা দেখতে হাজির হয়েছিলেন, তাঁদের সবাইকেই টিকিটের মূল্য ফেরত দেওয়া হবে।’

নায়ক দর্শনে ভিলেন প্রকৃতি

চিন্নাস্বামীর মায়াবী রাতে গ্যালারিতে হাজির ছিলেন হাজারো বিরাট। টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের পর প্রথমবার আধুনিক ক্রিকেটের ভগবানকে দেখার জন্য যাঁরা হাজির হয়েছিলেন মাঠে। তাঁদের বেশিরভাগেরই পরনে ছিল টেস্ট ক্রিকেটের সাদা জার্সি। যার পিছনে লেখা ছিল বিরাট। সঙ্গে ছিল কোহলির প্রিয় ১৮ নম্বর। আজ বিকেলের দিকে কর্ণাটক ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তা বলছিলেন, ‘গতরাতে খেলা শুরুর জন্য সবদিক থেকে তৈরি ছিলাম আমরা। কিন্তু বৃষ্টি না থামলে কিছু করার ছিল না। অনেক রাতের দিকে যখন বেঙ্গালুরুতে বৃষ্টি থামে, তখন প্রায় শেষ রাত।’ আরসিবি-র তরফেও খেলা না হওয়ার জন্য হতাশা চেপে রাখা হয়নি। তাছাড়া কেকেআরের বিরুদ্ধে বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়া ম্যাচ থেকে আরসিবি পেয়েছে এক পয়েন্ট। সেই এক পয়েন্টের কারণে কোহলির দলের প্লে-অফ এখনও নিশ্চিত নয়। বাকি থাকা দুই ম্যাচের জন্য বিরাটদের এখন অপেক্ষা করতেই হবে। তবে আরসিবি-র বাকি থাকা সেই ম্যাচ কতটা বিরাটময় হয়ে ওঠে, সেটাই এখন দেখার।

নাইটদের সিদ্ধান্তে অবাক ক্রিকেট মহল

বিদায়ের পর দলে নয়া রহস্য স্পিনার!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : হতাশায় ডুবে যাওয়ার রাত। বৃষ্টিতে ভেসে যাওয়ার রাত।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর আইপিএল শুরু হল গতরাতে। আর শুরুতেই ভিলেন বৃষ্টি। কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচে এক বলও খেলা হয়নি এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। বৃষ্টিতে ভেসে গিয়েছে নাইটদের স্বপ্নও।

আর স্বপ্নভঙ্গের পরদিন নাইট শিবির থেকে এসেছে চমকপ্রদ তথ্য। জানা গিয়েছে, ২৫ মে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে বাকি থাকা শেষ লিগ ম্যাচের জন্য স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছে মধ্যপ্রদেশের শিবম শুক্লাকে। ২৯ বছরের এই লেগস্পিনারকে রহস্য-স্পিনার আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। যদিও ঘরোয়া ক্রিকেটে এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও রহস্যের সন্ধান মেলেনি। কিন্তু কেন এমন সিদ্ধান্ত? জানা গিয়েছে, রোভমান পাওয়েল ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে না ফেরার সিদ্ধান্ত সামনে আসার পরই পরিবর্তের খোঁজে ছিল কেকেআর। আজ সেটাই চূড়ান্ত হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠেছে, শেষবেলায় একটি নিয়মরক্ষার ম্যাচের জন্য দলে পরিবর্তন না করলেই চলত না কি? কেকেআরের তরফে অবশ্য বাইরের দুনিয়ার এমন প্রশ্নের কোনও জবাব দেওয়া হয়নি।

বরং কেকেআর শিবির গতরাতে চিন্নাস্বামীর বৃষ্টি নিয়ে অনেক বেশি হতাশায় ডুবে রয়েছে। আজিঙ্কা রাহানেরা ভেবেছিলেন রজত পাতিদার, বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার যুদ্ধে জিতে আগামীর অক্সিজেনের কথা। বাস্তবে সেটা হয়নি। বৃষ্টিতে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার পর নাইট সংসারে এসেছে মাত্র এক পয়েন্ট। শেষ ম্যাচে প্যাট কামিন্সদের বড় ব্যবধানে হারাতে পারলেও নাইটদের সুবিধা হওয়ার কিছু নেই। এমন অবস্থায় দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো ও কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতরা শেষ ম্যাচের লক্ষ্যে নাইটদের চাঙ্গা করার কাজ শুরু করেছেন। দলকে উৎসাহ দিয়েছেন আগামীর লক্ষ্যে। কিন্তু তার মধ্যেই চলতি অষ্টাদশ আইপিএলে নিলাম থেকে কেকেআরের দল নির্বাচনের পাশাপাশি প্রস্তুতি- সব কিছু নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

সমাজমাধ্যমে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর-কে ‘বুড়ো’-দের দল বলে কটাক্ষ করাও শুরু হয়েছে। পাশাপাশি ফিল সল্ট, মিচেল স্টার্ক, শ্রেয়স আইয়ার, নীতীশ রানাদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে চরম ভুল ছিল, সেই বিষয়ও নতুনভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বাস্তব হল, আপাতত ভুল শুধরে নেওয়ার কোনও সুযোগ নেই রাহানে-পণ্ডিতদের। কিন্তু এমন অচলাবস্থা চলতে থাকলে শেষ মরশুমের চ্যাম্পিয়নদের আগামীর লক্ষ্যে সফল হওয়ার সম্ভাবনাও তেমন দেখা যাচ্ছে না। যদিও ২০২৬ সালের আইপিএলের এখনও ঢের দেরি। কিন্তু তার আগে আগামীর লক্ষ্যে ভাবনা ও পরিকল্পনার বদল করতেই হবে কেকেআরকে। না পারলে ‘কেকেহার’ হয়েই থাকতে হবে।

আফটার শক

- সমাজমাধ্যমে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর-কে ‘বুড়ো’-দের দল বলে কটাক্ষ করা শুরু হয়েছে।
- ফিল সল্ট, মিচেল স্টার্ক, শ্রেয়স আইয়ার, নীতীশ রানাদের ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত যে চরম ভুল ছিল, সেই বিষয়ও নতুনভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

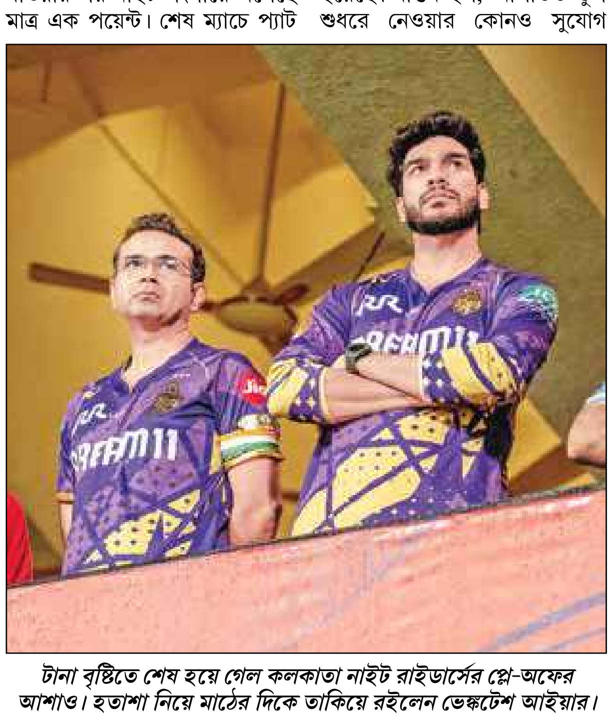

টানা বৃষ্টিতে শেষ হয়ে গেল কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্লে-অফের আশাও। হতাশা নিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার।

আশা বাঁচিয়ে রাখার ম্যাচ পন্থদের

লখনউ, ১৮ মে : শুরুটা দারুণ।

কিন্তু লিগ যত এগিয়েছে, দিশা হারিয়েছে লখনউ সুপার জায়েন্টস। একসময় মনে হচ্ছিল, সহজেই প্লে-অফের টিকিট পকেটে পুরে ফেলবে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার দল। কিন্তু সাপলুডোর আইপিএলে শেষ পাঁচ ম্যাচে চারটিতে হেরে খাদের কিনারে লখনউ!

ভারত-পাক সংঘর্ষে দিন দশেকের ‘ছুটি’। নতুন অক্সিজেন নিয়ে আগামীকাল নিজেদের দ্বাদশ ম্যাচ খেলতে নামছে টিম লখনউ। ১১ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট। নক আউটে পা রাখতে হলে বাকি তিন ম্যাচে জেতা এবং বাকি দলগুলির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া রাস্তা নেই।

ঘরের মাঠ একানা স্টেডিয়ামে জয়ে ফেরার টক্কর ঋষভ পন্থ ব্রিগেডের জন্য। প্রতিপক্ষ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ইতিমধ্যেই যারা প্লে-অফের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছেন (১১ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট)। নিয়মরক্ষার শেষ তিন ম্যাচে হায়দরাবাদের কাছে সম্মানরক্ষা এবং আগামীর ভাবনাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

নড়বড়ে প্রতিপক্ষ। যদিও স্বস্তি নেই টিম লখনউয়ের। শেষ পাঁচ ম্যাচে দলের নিম্নমুখী পারফরমেন্সের সঙ্গে অধিনায়ক ঋষভের ফ্লপ শোয়ের লম্বা কাহিনী দলের মেজাজটাই বিগড়ে দিয়েছে। রেকর্ড ২৭ কোটিতে নেওয়া তারকা দলের মাথাব্যথা। ১১ ম্যাচে মাত্র ১২৮ রান। ব্যাটিং অর্ডারে পিছোতে পিছোতে ৭ নম্বরেও নেমেছেন। কিন্তু ভাগ্যের চাকা বদলায়নি।

আগামীকাল ঋষভের জন্য পরীক্ষার মঞ্চ। ভাগ্য বদলেরও। সামনে ইংল্যান্ড সফর। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি উত্তর পর্বে ফের লিডারশিপ গ্রুপে ফেরার হাতছানি। সহ অধিনায়ক করার কথা ভাবা হচ্ছে। তার আগে ঋষভের রানে ফেরাটা গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় দলের জন্য। পন্থও মরিয়া থাকবেন নিজের হারানো ছন্দটা ফিরে পেতে।

নিকোলাস পুরান (৪১০ রান) শুরুটা ভালো করেছিলেন। যদিও শেষ কয়েক ম্যাচে পুরানের ব্যাটেও রানের খরা। মাঝের ওভারে আয়ুষ বাদোনি (৩২৬), ডেভিড মিলার (১৬০) মাঝারিয়ানায় আটকে। ফল যা হওয়ার তাই। নড়বড়ে ব্যাটিং ভোগাচ্ছে। এর মধ্যেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ নিতে তিরুমালার বিখ্যাত তিরুপতি মন্দিরে সপরিবারে পুজো দিলেন ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কা।

লখনউ সুপার জায়েন্টসের সাফল্য প্রার্থনায় তিরুমালার তিরুপতি মন্দিরে পুজো দিলেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। দিলেন ৩.৫ কোটি টাকার দানসামগ্রী।

সানরাইজার্সের অবশ্য হারানোর কিছু নেই। তবে অভিষেক শর্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ঈশান কিষানরা মরিয়া থাকবেন শেষ তিন ম্যাচে সমর্থকদের প্রত্যাশা কিছুটা হলেও মেটাতে। বিক্ষিপ্তভাবে অভিষেক, ঈশানরা তাঁদের বিধ্বংসী ক্রিকেটের ঝলক দেখিয়েছেন। কিন্তু ম্যারাথন লিগে সাফল্য পেতে ধারাবাহিকতা দরকার। তা দেখা যায়নি এবার।

কাল ট্রাভিস হেডকে পাচ্ছে না সানরাইজার্স। কোভিডে সংক্রামিত হয়েছিলেন অজি তারকা। হেডকোচ

হায়দরাবাদের হারানোর কিছু নেই

INDIAN PREMIER LEAGUE — আইপিএলে আজ

লখনউ সুপার জায়েন্টস
বনাম
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : লখনউ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, জিওহটস্টার

ড্যানিয়েল ভেত্তোরি জানান, এখনও দলের সঙ্গে যোগ দেননি হেড। সেক্ষেত্রে ওপেনিং জুটি বদলাচ্ছে হায়দরাবাদের। গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে পাওয়ার প্লে।

নতুন বলে অভিষেকদের জন্য চ্যালেঞ্জ হতে পারে টিম লখনউয়ের নবাগত তারকা মায়াঙ্ক যাদবের বদলি নিউজিল্যান্ডের পেসার উইলিয়াম ও’রৌরকে। তবে আকাশ দীপ, আবেশ খান, রবি বিষ্ণোইরা বল হাতে এখনও পর্যন্ত ভরসা জোগাতে ব্যর্থ লখনউকে। ব্যতিক্রম বলতে নবাগত স্পিনার দিগবেশ রাঠি (১২ উইকেট)। ব্যক্তিগত পারফরমেন্স নয়, দরকার দলগত প্রয়াস।

ঋষভের ফর্মে ফেরার সঙ্গে সেই শর্ত কাল পূরণ হয় কি না, সেটাই দেখার।

ঝুলনকে আদর্শ করার পরামর্শ দিলেন সৌরভ

আশিস মণ্ডল

বোলপুর, ১৮ মে : বোলপুর পুরসভা ও বীরভূম জেলা ক্রীড়া সংস্থার আহ্বানে এসে শান্তিনিকেতনের প্রেমে পড়ে গেলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ৯ মে তাঁর বোলপুর আসার কথা থাকলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি আসতে পারেননি। মঞ্চে উঠে তিনি বলেছেন, ‘এই প্রথম বোলপুরে এলাম। এখানে রবীন্দ্রসংগীত, নৃত্য ও পরিবেশ দেখে মুগ্ধ। এখানে ভলিবল, বাস্কেটবল, ক্যারাটে সহ বিভিন্ন খেলার প্রতিভাবান খেলোয়াড় আছেন। তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। বীরভূম থেকে বহু খেলোয়াড় কলকাতায় যায়।’ এদিন তাঁদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, ‘দেশের আইকন ঝুলন গোস্বামী। ঝুলন যদি নদিয়ার একটি সাধারণ ঘরের মেয়ে হয়ে এই জায়গায় পৌঁছাতে পারে, বীরভূম কেন পারবে না? নিশ্চয় পারবে। শুধু পরিশ্রম করতে হবে।’ মঞ্চে দাঁড়িয়ে সৌরভের কাছে অনুব্রত মণ্ডল অনুরোধ করেন বোলপুরে একটি ক্রিকেট কোচিং সেন্টার চালু করার। সৌরভ অবশ্য অনুব্রতর অনুরোধ রাখার কোনও প্রতিশ্রুতি দেননি। এদিন বোলপুর সাংসদ অসিত মালকে ধন্যবাদ জানিয়ে সৌরভ বলেছেন, অসিত মাল ৪ কোটি টাকা দিয়েছেন স্টেডিয়ামের উন্নয়নে। তাঁকে ধন্যবাদ।

আজ শুরু হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : হংকং ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু সোমবার থেকে। তার আগে এদিনই বেশকিছু ফুটবলার যোগ দিলেন কলকাতার শিবিরে।

১০ জুন হংকংয়ে ২০২৭ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলবে ভারত। যা খবর তাতে ওটাই সম্ভবত শেষ ম্যাচ হতে চলেছে মানোলো মার্কুয়েজের। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, হংকং ম্যাচের পর ভারতীয় দলের দায়িত্ব নিতে আর রাজি নন। প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করায় গ্রুপ থেকে যোগ্যতা অর্জন করা যথেষ্ট কঠিন হয়ে গেছে ভারতের পক্ষে। যদিও এখনও হাতে পাঁচটা ম্যাচ বাকি। কিন্তু তার মধ্যে তিনটি অ্যাওয়ে ম্যাচ। নিজেদের ঘরের মাঠে দুর্বল বাংলাদেশের বিপক্ষে জিততে না পারায় এই দলকে নিয়ে বাজি ধরছেন না বিশেষজ্ঞরা। অনেকেই মনে করছেন, অ্যাওয়ে ম্যাচগুলিতে জেতার ক্ষমতা এই ভারতের নেই। যোগ্যতা অর্জন করতে হলে গ্রুপ শীর্ষে থাকতে হবে। যদিও অন্য ম্যাচে সিঙ্গাপুর ও হংকংও গোলশূন্য ড্র করে। তবুও ভারত আদৌ এই সহজ গ্রুপ থেকে যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে কি না তা নিয়ে সন্দিহান সকলেই। হংকং ম্যাচ খেলার আগে থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাংককে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন সুনীল ছেত্রীরা।

ভারতীয় মহিলা দলের সই করা জার্সি সুনীল ছেত্রীকে তুলে দিলেন কোচ ক্রিসপিন ছেত্রী।

শিবিরে মোট ২৮ জন ফুটবলার ডাকেন মানোলো। যার মধ্যে ইরফান ইয়াদওয়াদ অ্যাপেনডিক্সের অস্ত্রোপচার করানোয় যোগ দেননি। তাঁর বদলে আগেই এডমুন্ড লালরিনডিকাকে ডেকে নেন মানোলো। কলকাতাতেও স্থানীয় কোনও দলের বিপক্ষে একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন জাতীয় দলের হেডকোচ। শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে এদিন সুনীল বেঙ্গালুরুতে সিনিয়ার মহিলা দলের শিবিরে গিয়ে তাঁদের উৎসাহ দিয়ে আসেন। তাঁরাও ২০২৬ এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের জন্য তৈরি হচ্ছেন। যা আগামী ২৩ জুন মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে শুরু করবে ক্রিসপিন ছেত্রীর দল। এদিন মহিলা দলের প্রত্যেক সদস্যের সই করা জার্সি তাঁরা সুনীলকে উপহার হিসাবে তুলে দেন।

শুভমানদের জয়ে প্লে-অফে প্রীতির দল

৩ উইকেট নিয়ে পাঞ্জাব কিংসের জয়ের নায়ক হরপ্রীত ব্রার।

পাঞ্জাব কিংস-২১৯/৫
রাজস্থান রয়্যালস-২০৯/৭

জয়পুর, ১৮ মে : শুরুটা হয়েছিল দেশের আসল হিরোদের কুর্নিশ জানিয়ে। দুই দলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গোটা গ্যালারি ভারতীয় সেনাদের লড়াইকে স্মরণ করে। শ্রেয়স আইয়ারের গলাতেও সেনাবাহিনীর বীরত্বের কথা।

সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামের বাইশ গজেও ব্যাট-বলের টক্করেও উত্তেজনার পারদ। রক্তচাপ বাড়ানো ম্যাচে শেষ হাসি হাসলেন পাঞ্জাব কিংস অধিনায়ক শ্রেয়স। আবারও ভালো শুরু, সম্ভাবনা জাগিয়েও ফের মাঝের ওভারে লড়াই থেকে হারিয়ে যাওয়ার চেনা ছবিতে ম্যাচ হাতছাড়া রাজস্থান রয়্যালসের।

পাঞ্জাবের ২১৯/৫ স্কোরের জবাবে ২০৯/৭-এ আটকে যাওয়া রাহুল দ্রাবিড়ের দলের। যার হাত ধরে মূল্যবান ২ পয়েন্ট টিম পাঞ্জাবের। পরে রাতে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে গুজরাট টাইটান্স জিতে যাওয়ায় প্লে-অফে পৌঁছে যায় প্রীতি জিন্টার দল (১২ ম্যাচে ১৭)।

অথচ, ২১৯ রানের জবাবে দারুণ শুরু করেছিলেন রাজস্থানের তরুণ ওপেনারদ্বয় যশস্বী জয়সওয়াল ও বৈভব সূর্যবংশী। অর্শদীপ সিংয়ের প্রথম ওভারে ২২ রান নিয়ে শুরু করেন যশস্বী। চারটি চার ও ১টি ছক্কা-গ্যালারির গোলাপি ঢেউয়ের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ডান হাতের তর্জনীতে চোটের জন্য ফিল্ডিং করতে নামেননি শ্রেয়স। বদলে নেতৃত্বে শশাঙ্ক সিং। প্রতিপক্ষে দুই তরুণের দাপটে খেই হারাচ্ছিলেন। বাউন্ডারি লাইনের বাইরে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল কোচ রিকি পন্টিংকে। ৪.৫ ওভারে ৭৬ রানের পর শেষপর্যন্ত জুটি ভাঙেন হরপ্রীত ব্রার। আউট বৈভব (১৫ বলে ৪০)।

৪টি চার ও ৪টি বিশাল ছক্কায় মার্কো জানসেন, অর্শদীপদের বিশ্বমানের পেসারদের নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করেন বছর চোদ্দোর বৈভব। একসময় ৮.৩ ওভারে রাজস্থানের স্কোর ছিল ১০৯/১। ৬৯ বলে দরকার আর ১১১ রান।

ক্রিজে তখনও আগুন ঝরাচ্ছেন যশস্বী (২৫ বলে ৫০)। কিন্তু বৈভবের পর ফের যশস্বীকে ফিরিয়ে ম্যাচের রংবদলে দেন হরপ্রীত (২২/৩)।

পরে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রিয়ান পরাগকে (১৩) ফিরিয়ে ম্যাচের সেরার পুরস্কার। শেষদিকে ধ্রুব জুরেল (৫৩) মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু ফের তীরে এসে তরী ডোবার কাহিনী।

এর আগে টসে জিতে শ্রেয়স ব্যাটিং নেন। জানান, উইকেট বেশ ভালো, যা কাজে লাগাতে চান। যদিও তুষার দেশপান্ডের জোড়া ধাক্কায় ৩.১ ওভারেই ৩৪/৩ পাঞ্জাব। প্যাভিলিয়নে প্রিয়াংশ আর্য (৯), প্রভসিমরান সিং (২১) ও নবাগত মিচেল ওয়েন (০)।

প্রিয়াংশ-প্রভসিমরান জুটি চলতি লিগে প্রতি ম্যাচেই ভালো শুরু দিচ্ছেন। আজ ছবিটা উলটো। প্রথমে ফেরেন প্রিয়াংশ। আগের বলেই ক্যাচ দিয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ। আইপিএল অভিষেকে ওয়েনকে তিন নম্বরে নামানোর ফাটকাও কাজে আসেনি।

প্রভসিমরান ফেরেন ৩৪/৩ স্কোরে। এখান থেকে নেহাল ওয়াধেরা-শ্রেয়সের ৬৭ রানের জুটিতে প্রতিরোধ। শ্রেয়স (৩০) ফেরার পর নেহাল (৭০) ও শশাঙ্কের (অপরাজিত ৫৯) দাপট। চাপের মুখে ২৫ বলের হাফ সেঞ্চুরিতে মালকিন প্রীতি জিন্টার মুখের হাসি মেলাতে দেননি নেহাল। এরপর চেনা মেজাজে ফিনিশ শশাঙ্কের।

আজমাতুল্লাহ ওমরজাই (অপরাজিত ২১) ক্যামিও ইনিংস খেলেন শেষদিকে। যোগফল, ৩৪/৩-এর আতঙ্ক সরিয়ে ২১৯/৫ স্কোরে পৌঁছে যাওয়া এবং রাজস্থান-বধে মূল্যবান ২ পয়েন্ট নিয়ে ফেরা পাঞ্জাবের।

ব্যর্থ যশস্বী, বৈভবের লড়াই

বিধ্বংসী অর্ধশতরানের পথে যশস্বী জয়সওয়াল। রবিবার।

শেষ চারে নিশ্চিত আরসিবি, গুজরাটও

সুদর্শনের শতরানে ব্যর্থ রাহুলের লড়াই

দিল্লি ক্যাপিটালস-১৯৯/৩
গুজরাট টাইটান্স-২০৫/০
(১৯ ওভারে)

নয়াদিল্লি, ১৮ মে : টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে কে ওপেন করবেন? সব ঠিক থাকলে উত্তর হয়তো হতে চলেছে লোকেশ রাহুল। ভাবনায় রয়েছে বি সাই সুদর্শনের নামটাও। রবিবার শতরান করে নিজেদের দাবিটা জোরালো করে রাখলেন দুইজনেই। তিন অঙ্কের রান না পেলেও টেস্ট অধিনায়কের দৌড়ে হটফেভারিট শুভমান গিল অপরাজিত ৯৩ রানের ইনিংসে গৌতম গম্ভীর-অজিত আগরকারদের খাতায় নম্বর বাড়িয়ে রাখলেন। এদিনই আবার শুভমান ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম হিসেবে ১৫৪ ইনিংসে টি২০ ক্রিকেটে ৫ হাজার রান সম্পূর্ণ করে ফেললেন।

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনা আন্দাজ করতে পেরে চলতি আইপিএলের বাকি ম্যাচে লোকেশকে ওপেনিং করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। রবিবার গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে পছন্দের জায়গায় নেমে দুরন্ত শতরানে গম্ভীরদের বার্তা দেওয়ার সঙ্গে আসন্ন বিলেত সফরের রিহার্সালি সেরে রাখলেন রাহুল। গড়ে ফেললেন নয়া রেকর্ডও।

চলতি আইপিএলে দ্বিতীয়বার ওপেন করতে নেমে ক্রিকেটপ্রেমীদের মন ভালো করে দিলেন রাহুল (৬৫ বলে অপরাজিত ১১২)। টি২০-র মারকাটারি যুগেও লোকেশের টাইমিং নির্ভর ব্যাটিং সবসময়ই চোখের জন্য আরামদায়ক। রবিবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে যা আবারও করে দেখালেন এই তারকা ব্যাটার।

লোকেশ এদিন শুরুই করেন মহম্মদ সিরাজকে জোড়া চার হাঁকিয়ে। তারপর ম্যাচ যত এগিয়েছে ১৪টি চার ও চারটি ছক্কার ইনিংসে শুভমান ব্রিগেডের উপর জাঁকিয়ে বসেছেন রাহুল। ৩৫ বলে অর্ধশতরান করেন তিনি। শতরানে পৌঁছাতে নিলেন ৬০ বল। তার আগে বিরাট কোহলিকে (২৪৩ ইনিংস) টপকে টি২০-তে ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম ৮ হাজার রানের মাইলস্টোনে পৌঁছে যান রাহুল (২২৪ ইনিংস)।

চোট সারিয়ে ফেরা ফাফ ডুপ্লেসি (৫) আর্শাদ খানের স্লোয়ারে ঠকে গেলেও রাহুল পাশে পেয়ে যান বাংলার রনজি ট্রফি দলের উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েলকে (৩০)। তাঁদের ৯০ রানের পার্টনারশিপ মন্থর উইকেটে দিল্লির বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। অভিষেক ফেরার পর লোকেশকে সঙ্গ দেন অক্ষর প্যাটেল (২৫)। দিল্লি ৩ উইকেটে ১৯৯ রানে পৌঁছে যায়।

গুজরাট রানতাড়ায় নামার পর কুলদীপ যাদব (৩৭/০), মুস্তাফিজুর রহমান (২৪/০), দুষ্মন্ত চামিরারা (২২/০) কোনও চ্যালেঞ্জই ছুড়ে দিতে পারেননি সুদর্শন (৬১ বলে অপরাজিত ১০৮) ও শুভমানকে (৫৩ বলে অপরাজিত ৯৩)। গুজরাট ১৯ ওভারে বিনা উইকেটে ২০৫ রান তুলে নেয়। এই জয়ের সঙ্গে তারা তো বটেই, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব কিংসও প্লে-অফে চলে গেল।

২০৫ রানের ওপেনিং জুটির পথে বি সাই সুদর্শন ও শুভমান গিল। রবিবার।

শতরানের পর লোকেশ রাহুল। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

প্রতি বছর লা লিগা জিততে চান হ্যান্সি

বার্সেলোনা, ১৮ মে : অভিষেক মরশুমেই লিগ চ্যাম্পিয়ন। সেইসঙ্গে রয়েছে কোপা দেল রে এবং স্প্যানিশ সুপার কাপ ট্রফি। বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিককে স্পেনের সবচেয়ে সুখী মানুষ বললে খুব একটা ভুল হবে না।

পেপ গুয়ার্দিওলা, লুইস এনরিকে জমানার পর এবার হ্যান্সিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছে বার্সেলোনা সমর্থকরা। এই জার্মান কোচ নিজেও চান প্রতি বছর লিগ জিতে এভাবেই সমর্থকদের আনন্দ দিতে। হ্যান্সি বলেছেন, 'বার্সা সমর্থকরা সত্যিই অসাধারণ। লিগ জেতার পর ওরা যেভাবে উৎসবে মেতে উঠেছিল, দেখে খুব ভালো লাগছিল। আমরা চেষ্টা করব প্রতি বছর লিগ জিতে এভাবেই সমর্থকদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'প্রতি বছর লিগ জেতা বেশ কঠিন। আগামী বছর ফের লিগ জেতার জন্য আমরা কঠোর পরিশ্রম করব। সেইদিকে এখন থেকেই মনঃসংযোগ করছি।'

আগামী মরশুমে ফের নিজেদের হোম গ্রাউন্ড ন্যু ক্যাম্পে ফিরছে বার্সেলোনা। ন্যু ক্যাম্পে সংস্কারের কাজ চলছিল বলে অলিম্পিক স্টেডিয়ামে নিজেদের হোম ম্যাচ খেলেছেন লামিনে ইয়ামালরা। এই নিয়ে হ্যান্সি বলেছেন, 'অলিম্পিক স্টেডিয়ামে খেলার অভিজ্ঞতাই আলাদা। আমরা আগামী মরশুমে ন্যু ক্যাম্পে খেলার জন্য মুখিয়ে আছি।'

জেতালেন রাহুল

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার রায়কতপাড়া ইয়ং অ্যাসোসিয়েশন ১-০ গোলে পাণ্ডাপাড়া বয়েজ ক্লাবকে হারিয়েছে। একমাত্র গোল করে ম্যাচের সেরা মহম্মদ রাহুল।

প্রথমবার বড় খেতাব জিতে আনন্দে আত্মহারা ক্রিস্টাল প্যালেসের ফুটবলাররা।

হতাশা ঝেড়ে লিগে চোখ গুয়ার্দিওলার

লন্ডন, ১৮ মে : শেষবেলাতেও হতাশাই সঙ্গী।

কমিউনিটি শিল্ড জিতে মরশুম শুরু। এরপর প্রত্যাশা ছিল অনেক। হলে কী হবে, বাকি মরশুম জুড়ে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি শিবিরে শুধুই শূন্যতা। এফএ কাপ ফাইনালেও ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে হেরে খেতাব হাতছাড়া। তবুও আক্ষেপ নেই সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলার। বরং ফাইনালে হারের যন্ত্রণা থেকেই রসদ খুঁজছেন তিনি।

পরিস্থিতি যা আগামী মরশুমে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে হলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শেষ দুই ম্যাচ জিততেই হবে ম্যান সিটিকে। নয়তো চেলসি, অ্যাস্টন ভিলার পয়েন্ট নষ্টের অপেক্ষায় থাকতে হবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে, এফএ কাপ ফাইনালে হারের পর গুয়ার্দিওলা বলছেন, 'ফাইনালে সবটা উজাড় করে দিয়েছি আমরা। কিন্তু কোনও পরিকল্পনাই কাজে আসেনি। মন খারাপ, তবে এই নিয়ে আক্ষেপ করার সময় নেই। দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে হবে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ছাড়পত্র আদায়ের জন্য প্রিমিয়ার লিগে শেষ দুই ম্যাচ জিততেই হবে।'

শনিবার প্যালেসের কাছে গোল হজমের পরও পেনাল্টি থেকে তা শোধ করার সুবর্ণ সুযোগ ছিল সিটির সামনে। আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড মাঠে থাকলেও স্পটকিক নেন ওমর মারমৌশ। তাঁর শট রুখে দেন প্যালেস গোলরক্ষক ডিন হেন্ডারসন। হাল্যান্ড থাকতেও কেন অন্য কেউ? উত্তরে পেপ বলেছেন, 'ফুটবলাররা মাঠেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার সঙ্গে আলাদা করে কথা হয়নি। তবে এটা মানতে হবে হেন্ডারসন ভালো সেভ করেছে।'

এদিকে, এই এফএ কাপই জাতীয় স্তরে ক্রিস্টাল প্যালেসের প্রথম খেতাব। ওয়েম্বলির মাঠে ইতিহাস লিখে উচ্ছ্বসিত প্যালেসকে প্রথম ট্রফি জেতানো কোচ অলিভার গ্লাসনার। বলেছেন, 'এই মুহূর্তটা আমাদের আর সমর্থকদের। মরশুমের শুরুতে একটা সময় টানা আট ম্যাচ জয়হীন ছিলাম আমরা। সেখান থেকে আজ চ্যাম্পিয়ন। আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। এই রকম ম্যাচ দশটায় হয়তো একটা জিতব। সেই একটা দিন আজই ছিল।'

জিতল আর্সেনাল : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে রবিবার আর্সেনাল ১-০ গোলে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে হারিয়েছে। ৫৫ মিনিটে গোলটি করেন ডেকলান রাইস। এদিন জিতে আর্সেনাল ৩৭ ম্যাচে ৭১ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে রইল।

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ নীরজের

দোহা, ১৮ মে : ৯০ মিটার পার করার জন্য নীরজের প্রশংসা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার পালটা প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ভারতের তারকা অ্যাথলিট। নীরজ বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য। আশা করছি, আগামী দিনেও দেশের হয়ে নিজের সেরাটা দেব।'

১৮ জুলাই শুরু হতে পারে ডুরান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : ফেডারেশন কাপ দিয়ে মরশুম শুরু করতে চাইলেও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকেই পিছু হটতে হচ্ছে। এবারও মরশুম শুরু হবে ডুরান্ড কাপ দিয়েই। ফলে ফেডারেশন কাপ আদৌ হবে কি না বা হলে কবে হবে, তা পরিষ্কার নয়। যা খবর তাতে ডুরান্ড শুরু হওয়ার কথা ১৮ জুলাই।

সম্ভবত অগাস্টের ২৩ তারিখ শেষ হতে পারে এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল। সেপ্টেম্বরের প্রথম না হলেও দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। ফলে ফেডারেশন কাপ করার মতো কোনও উইন্ডো মাঝে দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া জুলাইয়ের মাঝামাঝি এআইএফএফে নির্বাচনের দামামা বেজে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে হয়তো মরশুম শেষে ফের সেই সুপার কাপই করতে হতে পারে ফেডারেশনকে।

ইস্টবেঙ্গলে চূড়ান্ত প্যালেস্তাইনের রশিদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মে : আগামী মরশুমের জন্য দ্বিতীয় বিদেশি চূড়ান্ত করে ফেলল ইস্টবেঙ্গল।

ভারতীয় সময় শনিবার মধ্যরাতেই লাল-হলুদের চুক্তিপত্র পৌঁছে গিয়েছে মহম্মদ বাসিম রশিদের কাছে। রবিবারই সই করে দেওয়ার কথা। আপাতত এক বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিচ্ছেন প্যালেস্তাইনের এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। এই মরশুমে ইন্দোনেশিয়ার ক্লাব পার্সাতুয়ান সুরাবায়ার হয়ে খেলছেন ২৯ বছরের রশিদ। এছাড়া প্যালেস্তাইন ও মিশরের ক্লাবে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। প্যালেস্তাইন জাতীয় দলের হয়েও পঞ্চাশের কাছাকাছি ম্যাচ খেলেছেন। এবার লাল-হলুদে নতুন ইনিংস শুরু করছেন তিনি।

এদিকে সার্বিয়ান ডিফেন্ডার ইভান মিলাদিনোভিচের সঙ্গে কথাবার্তা একপ্রকার চূড়ান্ত হয়ে গেলেও তাঁর ইস্টবেঙ্গলে আসা এখন বিশবাঁও জলে। কাজাখস্তান প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব টোবোল কোস্টানায়ের সঙ্গে এই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত চুক্তিবদ্ধ ইভান। কাজাখস্তানের ক্লাবটি এই মুহূর্তে তাঁকে ছাড়তে নারাজ। এরকম একাধিক নাম আলোচনায় থাকলেও এখনও পর্যন্ত নতুনদের মধ্যে কেবল দুই বিদেশিকে চূড়ান্ত করেছে ইস্টবেঙ্গল। রশিদ ছাড়াও ব্রাজিলের মিগুয়েল ফেরেইরাও লাল-হলুদে চূড়ান্ত। পুরোনোদের মধ্যে মাদিহ তালালের সঙ্গে চুক্তি থাকলেও জানুয়ারির আগে তাঁর মাঠে ফেরার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এছাড়া সাউল ক্রেসপো ও দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের সঙ্গেও আরও এক বছরের চুক্তি রয়েছে। যদিও কোচ অস্কার ব্রুজোঁ দুইজনেরই পরিবর্ত চেয়েছেন। শেষপর্যন্ত দিয়ামান্তাকোসকে রেখে দেওয়া হলেও সাউলের থাকার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ।

অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ চ্যাম্পিয়ন ভারত

ইউপিয়া (অরুণাচলপ্রদেশ), ১৮মে: অনূর্ধ্ব-১৯ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলে খেতাব ধরে রাখল ভারত। রবিবার ফাইনালে বাংলাদেশকে টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ট্রফি ঘরে তুলল বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের ছেলেরা। ২ মিনিটে অধিনায়ক সিঙ্গামায়ুম সামি ভারতকে এগিয়ে দেন। ৬১ মিনিটে মহম্মদ জয় আহমেদ সমতা ফেরালে ম্যাচ টাইব্রেকারে গড়ায়। যেখানে রোহেন সিং দ্বিতীয় পেনাল্টি মিস করে ভারতকে চাপে ফেলে দিয়েছিলেন। তবে বাংলাদেশের অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়জল স্পটকিক ক্রসবারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ায় ম্যাচ ভারতের দিকে ঘুরে যায়। পরে সালাউদ্দিন শহিদের শট সেভ করে দলকে জয় এনে দেন ভারতের গোলকিপার সুরজ সিং আহেইবাম।

আশা বাঁচিয়ে রাখার ম্যাচ পন্থদের
-খবর নয়ের পাতায়

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা সমর রায় - কে 05.03.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 70A 37230 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি শুধুমাত্র আর্থিক স্বাধীনতাই অর্জন করিনি, আমি আমার পরিবারকে সর্বত্তোম উপায়ে সাহায্য করার স্বাধীনতা পেয়েছি এবং আমি বর্তমানে বড়ো স্বপ্ন দেখতে পারবো। একজন কোটিপতি হওয়া আমার জন্য একটি অকল্পনীয় বিষয় এবং এটি সম্ভপর হয়েছে শুধুমাত্র ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির দ্বারা। তাদেরকে আমার সমস্ত ধন্যবাদ জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ব্যাডমিন্টন শিবিরে উপস্থিত খেলোয়াড় ও কর্মকর্তারা। -অনীক চৌধুরী

সাতদিনের ব্যাডমিন্টন শিবির শেষ

জলপাইগুড়ি, ১৮ মে : জলপাইগুড়ি ইনডোর গেমস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় ও কলকাতার কণিষ্ক দাস ব্যাডমিন্টন অ্যাকাডেমির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণ শিবির। শিল্পসমিতি পাড়ার জেআইজিপিএ স্টেডিয়ামে সাতদিন ধরে চলা এই শিবির শেষ হল রবিবার। কলকাতার ৯ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সহ জলপাইগুড়ির ২৭ জন শাটলার শিবিরে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন বয়সের খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণ দেন কণিষ্ক দাস, সোমনাথ সরকার, অভিষেক বসু, সৌরজিৎ সরকার এবং স্বপ্নদীপ চৌধুরী। জলপাইগুড়ি ইনডোর গেমস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব রতন গুহ বলেছেন, 'শহর এবং জেলার ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়দের রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে সফল করতে আগামীতে আরও দীর্ঘমেয়াদী এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে।'

সেরা উদয়ন

কোচবিহার, ১৮ মে : রাসমোহন দেবনাথ ও ব্রজদাস পণ্ডিত ট্রফি কিডস কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। ফাইনালে তারা ৬ উইকেটে হারিয়েছে ফালাকাটার ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। এমজেএন স্টেডিয়ামে প্রথমে ডুয়ার্স ১৬ ওভারে ৭ উইকেটে ৭৮ রান করে। জবাবে উদয়ন ১৫.৩ ওভারে ৪ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ম্যাচের সেরা সৌমজিৎ কুণ্ডু ২৭ রানের সঙ্গে ৩ উইকেট পেয়েছে।

ট্রফি নিয়ে উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমির খুদেরা। -দেবদর্শন চন্দ

আলিপুরদুয়ার ভলিবল দল

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মে : আন্তঃজেলা জুনিয়ার ভলিবল ২২-২৫ মে উত্তর ২৪ পরগনার কাঁচরাপাড়ায় অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে ছেলে ও মেয়েদের আলিপুরদুয়ার জেলা দল অংশ নেবে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্চয় ঘোষ ঘোষিত ছেলেদের দলে রয়েছে বিভাস বর্মন, হাবিবুল্লাহ রহমান, বিকাশ বাসফোর, অজয় রায়, বাপি রায়, শুভ সূত্রধর, আরিফ আনসারি, শিবাজি দাস, তুষার মোদক, সৌরভ দত্ত ও আকাশ বাসফোর। কোচ লিন্টু সরকার এবং ম্যানেজার সমীর বসাক। দল ২১ মে রওনা হবে।